উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,৫১৫.১৪ (+১২৩.৪২)

নিফটি : ২৫,১৪১.৪০ (+৩৭.১৫)

এসি'র আরামে রাশ
গরমে গলদঘর্ম হয়ে ঘরে ঢুকেই এসি'র তাপমাত্রা ১৬-এ নামিয়ে দেওয়া দস্তুর শহুরেদের। কিন্তু সেই সুখের দিন শেষ। এসিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র।
» ৭

তপ্ত মহেশতলা
বুধবার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মহেশতলা। হামলায় আক্রান্ত হন সাধারণ মানুষ এমনকি পুলিশও। দফায় দফায় ভাঙচুর চলে দোকানপাট, বাড়িঘর।
» ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৭°	৩৬°	৩৬°	৩৫°
সর্বনিম্ন	২৮°	২৮°	২৭°	২৬°

আমিই খুন করেছি, কবুল সোনমের
» ৭

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 12 June 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 25

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; Website: www.honda2wheelersindia.com; Customer Care: customercare@honda.hmsi.in

৫০ টাকা না পেয়ে 'অভিমান'

রাতে খেতে বসে মায়ের কাছে ৫০ টাকা চান তরুণ। মা জানিয়ে দেন পরদিন কাজে গেলে টাকা দেবেন। খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমোতে চলে যান তরুণ। যাওয়ার আগে মায়ের উদ্দেশে বলেন, 'তুমি টাকা নিয়েই থাকো। আমি ঘুমালাম।' এরপরই ঘরে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান মা।

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১১ জুন : 'টাকা নিয়েই থাকো মা, আমি ঘুমালাম' এই বলে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন ছেলে। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকে মা দেখলেন ছেলের ঝুলন্ত দেহ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসেনপুর এলাকায়। পরিবারের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে ওই তরুণকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পেশায় কাঠমিস্ত্রি ওই তরুণের নাম জয় সূত্রধর (২০)। বুধবার বালুরঘাট থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে।

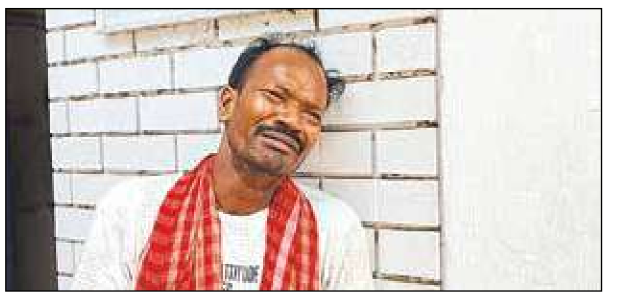

বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃত তরুণের মামা।

গতকাল রাতে খেতে বসে ওই তরুণ তার মায়ের কাছে ৫০ টাকা চেয়েছিল। মাঝেমধ্যেই এমন টাকা চাওয়ায় তাঁর মা ভেবেছিলেন হয়তো ছেলে ইয়ার্কি করছে। তাই মা বলেন, কাল কাজে গেলে ৫০ টাকা দেবে। খাওয়ার পর যে যার নিজের ঘরে ঘুমোতে যান। সেই সময় ছেলে তাঁর মাকে বলেন, 'তুমি টাকা নিয়েই থাকো। আমি ঘুমালাম।' ঘরে যাওয়ার পর মায়ের মনে খটকা লাগে, কেন ছেলে এমন করে বলল। এরপরই ছেলের ঘরে যান তিনি। গিয়ে দেখেন গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ছেলের দেহ ঝুলছে। মায়ের চিৎকারে পরিবারের অন্যরা দৌড়ে আসেন। শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে দেখে দ্রুত তাঁকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়রা দুই ভাই ও এক বোন। দাদা ও বোনের বিয়ে হয়েছে। সে কাঠমিস্ত্রির কাজ করলেও অলস প্রকৃতির ছিলেন। রোজ কাজে যেতেন না। তাই হাতখরচের জন্য বাবা-মা ও পাশেই থাকা মামার কাছে টাকা চাইতেন। টাকা না দিলে এর আগেও আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন জয়। তাই টাকাপয়সা চাইলে দিয়েও দিতেন সকলে। গতকালও খেতে বসে টাকা চেয়েছিলেন জয়। তাঁর কাছে ১০০ টাকা ছিলই। আর ৫০ টাকা হলে তার পছন্দের খাবার কিনবেন বলে জানিয়েছিলেন। তা না পাওয়ায় চরম সিদ্ধান্ত নেন ওই তরুণ। এরপর আটের পাতায়

আবার উত্তপ্ত বিধানসভা

স্বাধিকার ভঙ্গ বনাম মুলতুবি প্রস্তাব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জুন : শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাবের পালটা অনুব্রত মণ্ডলের কুকথা নিয়ে আলোচনার জন্য মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল বিজেপি। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রপাঠ সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ায় বিজেপি বিধায়করা ওয়াক-আউট করেন। স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব অবশ্য ঠেকাতে পারেননি। অধ্যক্ষ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

তবে স্বাধিকার ভঙ্গ বনাম মুলতুবি প্রস্তাবের চেষ্টাকে ঘিরে বিধানসভার বাদল অধিবেশনের তৃতীয় দিনও উত্তপ্ত হল। অবশ্য সবই হয় বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে। বিধানসভায় না পেরে বাইরে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে সেই মুলতুবি প্রস্তাব পাঠ করেন উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাবের বিরোধিতায় সরব হন উত্তরবঙ্গের আরেক বিধায়ক শংকর ঘোষ।

তিনি বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক। স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব অধ্যক্ষ পাঠ করার সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে শংকর বলতে থাকেন, 'আপনি গতকাল বলেছিলেন, বাইরে কে কী বলছেন, তা বিধানসভার অধিবেশনে গৃহীত হবে না। তাহলে বিধানসভার বাইরে করা মন্তব্য নিয়ে আজ কেন স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা হল?' বিধানসভার বাইরে মঙ্গলবার শুভেন্দু বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাকিস্তানের হয়ে কথা বলছেন। সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনে তৃণমূল।

রাজ্যের চার মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল সেন ও অরূপ বিশ্বাসের পেশ করা ওই প্রস্তাব গ্রহণ করে খোদ অধ্যক্ষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য আমাকে ব্যথিত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তানের সমর্থনে একটি কথাও বলেননি। তাই এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত অনভিপ্রেত।'

যদিও শংকর এবং উত্তরবঙ্গের আরেক বিধায়ক অশোক লাহিড়ি অস্বীকার করে বলেন যে, বিরোধী দলনেতা এমন কোনও কথা বলেননি। এই কারণে বিধানসভার অধিবেশন লাইভ সম্প্রচার করার দাবি জানান তাঁরা। শংকর বলেন, 'লাইভ সম্প্রচার হলে এই সরকারের মুখ ও মুখোশ আলাদা হয়ে যাবে।'

কিন্তু শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করায় ও তৃণমূল বিধায়করা বাধা দেওয়ায় বিজেপি মুলতুবি প্রস্তাবের কৌশল গ্রহণের চেষ্টা করে।

অনুব্রত বিধানসভার সদস্য নন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মুলতুবি প্রস্তাব আনা যায় না বলে যুক্তি দেন তৃণমূল বিধায়করা। কিন্তু বিশেষ করে বিজেপির মহিলা বিধায়করা মুলতুবি প্রস্তাবের পক্ষে বেশি হইচই করেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা বলেন, 'একজন পুলিশ আধিকারিকের মা ও স্ত্রীর প্রতি অনুব্রত মণ্ডলের নোংরা ভাষা প্রয়োগ মানা যায় না। পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত মাথায় থাকায় পুলিশ তাঁকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি। মহিলাদের নিয়ে এ ধরনের কথা বলা যায় না। কিন্তু সরকারের হেলদোল নেই। তৃণমূল করেন বলে অনুব্রত ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন।'

অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য পালটা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা সমর্থনযোগ্য নয়। অনুব্রতর বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত করছে। তিনি বিধানসভার সদস্য নন। তাই তাঁকে নিয়ে আলোচনার জায়গা নেই।' অধ্যক্ষ সরাসরি শুভেন্দুর সমালোচনা করে বলেন, 'বিধানসভা বাজারি বক্তৃতা করার জায়গা নয়। যে যা খুশি বলে যাবেন, সেটা হয় না। এর আগে অনেক বিরোধী দলনেতা দেখেছি। এরকম আচরণ আগে কারও দেখিনি।' এরপর আটের পাতায়

বিধানসভার গেটে বিক্ষোভ পদ্ম বিধায়কদের। -সংবাদচিত্র

প্রতিবাদী উত্তর

- বিধানসভার বাইরে মুলতুবি প্রস্তাব পাঠ শিখা চট্টোপাধ্যায়ের
- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়কের মুখে অনুব্রতর কুকথার নিন্দা
- শুভেন্দুর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব ঠেকাতে তৎপর শংকর ঘোষ
- বিধানসভার বাইরের মন্তব্য বলে যুক্তি শিলিগুড়ির বিধায়কের
- কার্যত অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শংকর
- প্রতিবাদে শামিল বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি
- বিধানসভার লাইভ সম্প্রচার দাবি অশোকের

তৃণমূল নেতা বাবলা খুনে চার্জ গঠন

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১১ জুন : মালদার তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার হত্যাকাণ্ডে বুধবার চার্জ গঠন করা হল। এই হত্যাকাণ্ডে দুই অভিযুক্ত তথা ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মার বিরুদ্ধে খুন ও চক্রান্তের অভিযোগ আনা হয়েছে চার্জশিটে। আগামী ১ জুলাই থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত সাক্ষ্যগ্রহণ চলবে। এদিন মালদা জেলা অতিরিক্ত আদালত (ফার্স্ট কোর্ট) চত্বরে দাঁড়িয়ে নিহত বাবলার স্ত্রী তথা আইনজীবী চৈতালি ঘোষ সরকার বলেন, 'ধৃত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি, স্বপন শর্মা সহ পুলিশের জালে আটক অমিত ওরফে রোহান রজকের বিরুদ্ধে ১০৩ (১), ৩০২ ধারায় মার্ডার এবং আরডব্লিউ ৬১ (১) ধারায় খুনের চক্রান্তের মামলা হয়েছে।'

গত ২ জানুয়ারি সকালে নৃশংসভাবে গুলি করে খুন করা হয় মালদা জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলার দুলাল সরকার ওরফে বাবলাকে। খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সর্বশেষ গ্রেপ্তার করা হয় রোহানকে। এরপর রোহানকে নিয়ে খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়।

এদিন আদালতে চার্জ গঠনের পরেই বিচারক সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দিন ঘোষণা করেন। এই সময় প্রতিবাদ করেন স্বপন শর্মার আইনজীবী প্রবীর ঝা। তিনি সাক্ষ্যগ্রহণ শুরুর জন্য আরও কিছু সময় চান। কিন্তু, বিচারক সেই আবেদন নাকচ করে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ দেন ১ থেকে ৪ জুলাই। সূত্রের খবর, ওই চারদিন চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে। আইনজীবী প্রবীর ঝা পরে বলেন, 'সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আরও কিছু সময় পেলে ভালো হত।' তবে বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের মোটিভ স্পষ্ট নয়। মোটিভ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। বুধবার শ্রীরামপুরের মাহেশে। ছবি : আবির চৌধুরী

আসন নিশ্চিত কি, জানা যাবে একদিন আগে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : ট্রেনে আসন সংরক্ষণে বড় পদক্ষেপ। ওয়েটিং লিস্টে বা আরএসি-তে আপনার টিকিট থাকলে আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় ভুগতে হবে না। এতদিন আসন সংরক্ষণ চূড়ান্ত হত ট্রেন ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের চার ঘণ্টা আগে। নতুন নিয়মে সংরক্ষিত আসনে যাত্রীদের তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাবে ২৪ ঘণ্টা আগে। রাজস্থানের বিকানেরে নতুন ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়ে গিয়েছে গত ৬ জুন।

এতদিন এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগের সীমা থাকত না। ধরুন, বাক্স গুছিয়ে বসে আছেন। কিন্তু যাওয়া হবে কি না জানেন না। কী দুশ্চিন্তা ভাবুন তো! হয়তো গন্তব্যে জরুরি কাজ আছে আপনার বা চিকিৎসার জন্য যেতে হচ্ছে কোথাও। কিন্তু ট্রেনে রিজার্ভেশন নিশ্চিত নয়। আপনার টিকিট হয় ওয়েটিং লিস্টে, নয়তো আরএসি-তে। কেউ না গেলে আপনার টিকিট কনফার্মড হবে, নচেৎ নয়।

কনফার্ম হবে কি না, এরপর আটের পাতায়

বাংলাদেশি ছাত্রকে নিয়ে বাড়ছে রহস্য

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : 'বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি'- সশরীরে হাজিরা এড়িয়ে এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ই-মেল পাঠিয়ে বেপাত্তা হলেন বিতর্কিত বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিক। বুধবার সকাল ৭টায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের কাছে শানের ই-মেল আসে। সেখানেই তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার কথা লিখেছেন। ছাত্র ভিসায় ভারতে এসে আইন ভেঙে শিক্ষকতা করানোর ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায়।

মঙ্গলবার পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শানকে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন স্বপন। কেন হাজিরা এড়ালেন শান সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। তাহলে কি তাঁর পাসপোর্ট বা ভিসা সংক্রান্ত নথিতে কোনও গোলমাল আছে? আর সেই গোলমাল ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়েই কি হাজিরা এড়ালেন তিনি? উঠেছে সেই প্রশ্নও।

সত্যিই শান বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন, নাকি ভারতেই আত্মগোপন করে আছেন তা স্পষ্ট নয়। বুধবার সকাল থেকেই তাঁর মোবাইল সুইচ অফ বলছে। মেসেজ করলেও সাড়া মেলেনি। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের কথায়, 'যে ই-মেল পেয়েছি তাতে স্পষ্ট করে বলা নেই ওই ছাত্রটি কবে বাংলাদেশ গিয়েছেন। নিরাপত্তার কারণে তিনি হাজিরা এড়িয়েছেন বলেই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে থাকে তাহলে আইনের দ্বারস্থ না হয়ে তিনি কেন দেশে ফিরে যাওয়ার কথা লিখলেন তা-ও বুঝতে পারছি না।' স্বপনের সংযোজন, 'আমরা ছাত্রটিকে পালটা মেল পাঠিয়েছি।' এরপর আটের পাতায়

বেপাত্তা

- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ই-মেল পাঠিয়ে বেপাত্তা হলেন বিতর্কিত বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিক
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের কাছে শানের ই-মেল আসে
- মঙ্গলবার পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শানকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার
- কেন হাজিরা এড়ালেন শান সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না

এডিশন স্পেশাল

কেষ্টর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ
» তিনের পাতায়

ফের বন্ধু ট্রাম্প-মাস্ক?
» সাতের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

কিশোরীকে নিয়ে পালাল ছদ্মবেশী

ডালখোলার কিশোরীর মায়ের অভিযোগ, রায়গঞ্জের ওই কিশোরী নিজেকে ছেলে বলে পরিচয় দেয়। তার বেশভূষা ও চালচলন ছেলেদের মতোই। রূপ বদল করে ছেলে সেজেই সে সমবয়সি মেয়েদেরকে প্রেমের জালে ফাঁসায়।

বরুণকুমার মজুমদার ও বিশ্বজিৎ সরকার

ডালখোলা ও রায়গঞ্জ, ১১ জুন : কী নামে আখ্যা দেওয়া যায় এই প্রেমকে? ছদ্মবেশী প্রেম? হয়তো তাই। রূপসাগরে ডুব দিয়ে দুই কিশোরী মজেছিল গভীর প্রেমে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রথমে বন্ধুত্ব। ধীরে ধীরে প্রেম। এরপর দুজনের মনেই উঁকি দেয় ঘর বাঁধার স্বপ্ন। স্বপ্নপূরণের উদ্দেশ্যে গত সোমবার আচমকা বাড়ি থেকে পালিয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছে যায় দুই কিশোরী। ভোরের আলো ফুটলেই মন্দিরে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলবে, এমনই নাকি পরিকল্পনা ছিল যুগলের। কিন্তু তার আগেই ডালখোলা থানার পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় দুজনে। ডালখোলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের এই ঘটনায় হতবাক বাসিন্দারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বছর পনেরোর এক কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে জানানো হয়, তাদের কিশোরী মেয়েকে রায়গঞ্জ থানা এলাকার অপর এক কিশোরী ফুসলিয়ে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। অভিযোগ পাওয়া মাত্র পুলিশ দুই কিশোরীর মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে উদ্ধার অভিযানে নামে। খবর আসে, তারা আশ্রয় নিয়েছে শিলিগুড়ির একটি বাড়িতে। রাতেই সেখানে হানা দিয়ে দুই কিশোরীকে উদ্ধার করে ডালখোলায় নিয়ে আসে পুলিশ। পরে জানা যায়, রায়গঞ্জের কিশোরীর এক দাদা থাকেন শিলিগুড়িতে। পালিয়ে গিয়ে সেই দাদার বাড়িতেই উঠেছিল তারা।

এদিন আদালতের মাধ্যমে দুজনকেই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ডালখোলার কিশোরীর মায়ের অভিযোগ, রায়গঞ্জের ওই কিশোরী নিজেকে ছেলে বলে পরিচয় দেয়। তার বেশভূষা ও চালচলন ছেলেদের মতোই। আপাতভাবে তাকে মেয়ে বলে ঠাওর করা অসম্ভব। রূপ বদল করে ছেলে সেজেই সে সমবয়সি মেয়েদেরকে প্রেমের জালে ফাঁসায়।

অভিযোগকারী ওই মহিলা বলেন, 'বছরখানেক ধরে আমার মেয়ের সঙ্গে রায়গঞ্জের ওই কিশোরীর যোগাযোগ। ওই মেয়েটির মা-বাবা তাদের মেয়েকে ছেলে বলেই দাবি করে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। প্রথমে সেই প্রস্তাবে আমরা রাজিও হই। কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারি, মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি, সে আসলে ছেলে নয়। প্রকৃত অর্থে সে একটি মেয়ে। তারপর বিয়ে ভেস্তে দেওয়া হয়।'

ছবি : এআই

পরিবারের তরফে বিয়ে ভেস্তে দিলেও দুই কিশোরীর প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটেনি। মোবাইল ফোনে যোগাযোগও রেখে চলছিল দুজনে। কিন্তু বাড়ি থেকে পালিয়েও সাত পাকে বাঁধা হল না তাদের জীবন।

ডালখোলার নাবালিকার মায়ের দাবি, ছেলের ছদ্মবেশে ওই মেয়েটা আমার মেয়েকে প্রেমে ফাঁসিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়ার বা অন্য কোনও অসৎ কাজে লিপ্ত করতেই অপহরণ করে শিলিগুড়ি নিয়ে গিয়েছিল। এই কাজে তার বাবা ও দাদারও ইন্ধন রয়েছে। এদিন রায়গঞ্জের ওই কিশোরীর গ্রামে গিয়ে অবশ্য তার পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি। বাড়ির দরজায় ঝুলছিল তালা। প্রতিবেশীরা সেভাবে মুখ খুলতে না চাইলেও ওই ছদ্মবেশী কিশোরীর কথা শুনে কেউ কেউ জানালেন, ছোট থেকেই মেয়েটা ছেলেদের পোশাক পরে, চুল ছোট রেখে ছেলে সেজেই থাকতে ভালোবাসে।

কৃষি বিষয়ক কর্মশালা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ জুন : উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রতুয়ায় অবস্থিত মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় মালদা জেলায় গত ২৯মে থেকে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান পালিত হচ্ছে। এই অভিযানের অংশ হিসাবে গতকাল বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুরের কস্তুরায়া প্রাইমারি স্কুলে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়ার সাবজেক্ট মেটার স্পেশালিস্ট ডঃ অদ্বৈত মণ্ডল জানান, ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রক এবং ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ভারত জুড়ে অভিযানটি হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য খারিফ মরশুমে যেসব ফসল উৎপাদিত হয় সেগুলির উন্নত এবং সুসংহত পদ্ধতিতে চাষের বিষয়ে আলোচনা করা। এর মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে তার সঙ্গে কৃষকের আয়ও বাড়বে।

ওয়াশিম আক্রাম।

ডব্লিউবিসিএসে সাফল্য চাকুলিয়ার ওয়াশিমের

চাকুলিয়া, ১১ জুন : বাবা পেশায় এক সামান্য কৃষক। তাঁর ছেলে ওয়াশিম আক্রাম ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় ১১৪তম র‍্যাংক করে হইচই ফেলে দিয়েছেন চাকুলিয়ার কাহানিয়া গ্রামে। তাঁর নজরকাড়া সাফল্যে আত্মীয়পরিজন তো বটেই, গোটা এলাকার বাসিন্দারা ভীষণ খুশি।

ওয়াশিম কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বরাবর কাহানিয়া গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। তিন ভাই ও বোনের মধ্যে ওয়াশিম মেজো। ছোটবেলা থেকেই তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল উজ্জ্বল। তিনি রামকৃষ্ণ পুর প্রমোদ দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল হাইস্কুল থেকে ২০১৪ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর শুরু হয় ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি। আর্থিক অভাবে বাইরে কোনও কোর্চিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারেননি। টানা তিন বছর ধরে বাড়িতেই দৈনিক ১২ ঘণ্টা ধরে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন। ওয়াশিম বলেন, 'আর্থিক অভাবে কোর্চিংয়ে ভর্তি হইনি ঠিকই। কিন্তু বাড়িতে বসে ইউটিউব ঘেঁটে ভালো শিক্ষকের পরামর্শ নিয়েছি। আমার সাফল্যের পিছনে বাবা-মা, ভাইবোন ও শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য।'

রামকৃষ্ণ মিশন হল ফালাকাটার আশ্রম

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১১ জুন : দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হল ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের। বুধবার ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রম মিশনের মর্যাদা পেল। এদিন ছোট একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেলুড় মঠ থেকে আসা সন্ন্যাসীরা মিশনের দায়িত্ব তুলে দেন। এদিন থেকে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকের দায়িত্বভার দেওয়া হল স্বামী শক্তিপ্রদানন্দকে। মিশনের মর্যাদা পাওয়ায় খুশি এখানকার আশ্রমের অগণিত ভক্ত।

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব নেওয়ার পর স্বামী শক্তিপ্রদানন্দ মহারাজ বলেন, 'দীর্ঘ ৪১ বছর ধরে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রম নানা সেবা ও ভক্তিমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। সবদিক বিবেচনা করে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ফালাকাটা আশ্রমকে মিশনের দায়িত্ব দিয়েছে। আমি প্রথম সম্পাদক হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করব।'

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৯৮৪ সালের ২১ ডিসেম্বর। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আশ্রম ফালাকাটা বাদেও বিভিন্ন চা বাগান, বনবস্তি সহ জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় নানা সামাজিক কাজ করেছে। এছাড়াও আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে ভক্তিমূলক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার বিষয়টি তো আছেই। এছাড়াও রামকৃষ্ণ আশ্রম ও স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থা বছরভর নানা সামাজিক ও মানবিক কাজ করে ফালাকাটার বাসিন্দাদের নজর কেড়েছে। তিন বছর কয়েক ধরে প্রাথমিক স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করেছে।

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের তরফে ২০২৩ সালে বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। এরপর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম, পরিকাঠামো ইত্যাদি যাবতীয় কিছু খতিয়ে দেখতে কয়েক দফায় পরিদর্শন করে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ। নিজেদের আশ্রমের যাবতীয় জমির নথিপত্র, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কাগজপত্র নিয়ে আশ্রমের ভক্তরা বেলুড় মঠে যান। সেসব খতিয়ে দেখার পর কয়েক মাস আগেই বেলুড় মঠ থেকে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবুজ সংকেত আসে। গত ১৭ এপ্রিল বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী শক্তিপ্রদানন্দ মহারাজকে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। এরপর ৩ জুন আশ্রমের যাবতীয় জমি বেলুড় মঠের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়। এদিন একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বীকৃতি দিল।

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম ভক্ত তাপস গোপ বলেন, 'এমন একটি কাজ সম্পন্ন হল, এটা আমাদের কাছে একটা পুণ্যদিন। আমরা বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।' আরেক ভক্ত অমল পাল বলেন, 'আমাদের যাবতীয় আধ্যাত্মিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক ও মানবকল্যাণমূলক সব কাজ এখন থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালনা করবে। জীবদ্দশায় এটা দেখে যেতে পারছি, এর থেকে বড় পাওনা আর হয় না।'

নতুন যাত্রা ফালাকাটার রামকৃষ্ণ আশ্রমের। -সংবাদচিত্র

আত্রেয়ীতে দেহ

বালুরঘাট, ১১ জুন : বুধবার সকালে বালুরঘাট আত্রেয়ী নদী থেকে উদ্ধার হল অজ্ঞাত পরিচয় একজন বৃদ্ধের দেহ। বালুরঘাট থানার খিদিরপুর হালদারপাড়া রেলব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয় ওই বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। এদিন বিকেল পর্যন্ত মৃতের নাম পরিচয় জানা যায়নি। পাশাপাশি কীভাবে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। মৃতের নাম ও পরিচয় জানার পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন।

বিক্রয়

Sale of Vehicle Mahindra Bolero Maxx- 2024-WB-73-G-9116. Ph- 0353 2950301. (C/116800)

অ্যাফিডেভিট

জলপাইগুড়ি নোটারিতে অ্যাফিডেভিট দ্বারা 06.06.25 তারিখে Haridayal Ray ও Hardayal Roy একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। (A/B)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-তে চুক্তির ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি

নং. এনএফআর/আরই-আরএস/সিএন-০১/২০২৫ তারিখ ঃ ১০-০৬-২০২৫

সূচি		
(i)	অনলাইন আবেদন আরম্ভ হওয়ার তারিখ	১১ জুন, ২০২৫
(ii)	অনলাইন আবেদন বন্ধের তারিখ	২৫ জুন, ২০২৫

পরিশিষ্ট-খ-এর মধ্যে সংলগ্ন বিভিন্ন বিভাগের বিদ্যমান শূন্য পদের বিপরীতে মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পৃথক পৃথক ইউনিটের বিভিন্ন পদ/শ্রেণিতে পরিষেবার প্রয়োজনে কাজ করার জন্য **'অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগ'** স্কিমের অধীনে নিযুক্তির জন্য অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের (সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মী) কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

নিম্নলিখিত দুটি পদের জন্য আবেদনগুলি **https://nfr.indianrailways.gov.in**-এ প্রদত্ত নিম্নলিখিত লিংকের মাধ্যমে শুধুমাত্র **অনলাইনে** জমা করতে হবে।

প্রত্যক্ষ ওয়েবসাইট লিংক → **https://retiredstaff-reengage.nfreis.org/**

ক্র. নং.	কেটাগরী	বিভাগ	পদের সংখ্যা	ইউনিট ভিত্তিক পোস্ট ব্রেক-আপ
১	সাইফার ইন্সপেক্টর, এল-৭	এসএন্ডটি	০১	এইচকিউ = ০১
২	চিফ লো অ্যাসিস্ট্যান্ট, এল-৭	জেনারেল এডমিন	০৭	এইচকিউ = ০৫ কেআইআর = ০১ টিএসকে = ০১

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্য নিয়ম ও শর্তাবলি ঃ

বয়সের সীমা ঃ ২৫ জুন, ২০২৫ হিসেবে অবশ্যই ৬৪ বছর বয়সের কম হতে হবে। পুনর্নিয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর।

পারিশ্রমিক ঃ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের পারিশ্রমিক, ভাতা এবং ছুটি ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের ব্যয় বিভাগের ওএম নং. এফ. নং.৩-২৫/২০২০- ই. IIIএ, তারিখ ০৯-১২-২০২০ অনুযায়ী হবে।

নিম্নলিখিত বাধ্যতামূলক নথিপত্রগুলির অ্যাটিস্টেড ফটো কপি আবেদনের সাথে আপলোড করতে হবে ঃ-

(i) পেনশনার পেমেন্ট অর্ডার (ii) পেনশনার পরিচয় পত্র (iii) এ/সি নং. এবং আইএফএসসি কোড উল্লেখ থাকা ব্যাংক পাসবুক (১ম পৃষ্ঠা) (iv) প্যান কার্ড (v) আধার কার্ড (vi) পাসপোর্ট আকৃতির রঙিন ফটো (ভিভির সময় ৩ কপি)।

আবেদন জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ২৫ জুন, ২০২৫।

নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৫ জুন, ২০২৫ -এর পর প্রাপ্ত আবেদন গ্রহণ/ বিবেচনা করা হবে না।

আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পার্সোনেল অফিসারদের দ্বারা উপযুক্ত তারিখ নির্ধারণ করে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে।

জেনারেল ম্যানেজার (পি)/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NIT

The office of undersigned invites Tender for E-NOTICE INVITING TENDER NO-05/ BDO/MNG/JAL OF 2025-26, Dated-06/06/2025. Last Date of Bid submission is 14/06/2025 within 11.00 a.m. within office hours. For further details please contact the concerned Office of the undersigned.

Sd/-
Block Dev. Officer
Maynaguri Development Block

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda

NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No-MSVP/ E-NIT-13/MLDMCH 2023-2024 (4th Call) Dated-15/03/24 service of pest control at Malda Medical College & Hospital, Malda.

www.wbhealth.gov.in / www.maldamedicalcollege.com/ www.malda.gov.in Or office of the Under signed.

MSVP, Malda MCH

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No WB/010/BDOKNT/25-26 (Retender-NIT-8) Work Sl No 01, :: WB/011/BDOKNT/25-26 (Retender-9) Work Sl No 01 Dated :- 14-06-2025. Last date of submission of bid through online is 17-06-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit https://wbtenders.gov.in from 10-06-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৬৫-৬৯-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ১০.০৬.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ ৬৫-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জের অধিক্ষেত্রের অধীনে ডিইএমইউ শেড, সাহিবগঞ্জে ২০,০০০ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ভূগর্ভস্থ জলের ট্যাঙ্কের নির্মাণ এবং সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে দুটি কুকুরের জন্য ভাগলপুরে কুকুরের সম্পূর্ণ খাঁচার নির্মাণ কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮২,২৭,২৬৮.৬১ টাকা। ক্রঃ নং ২। [illegible]

তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৬.২০২৫, দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস, মালদা টাউন। (MLD-86/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৫৪, তারিখ ২৬.০৫.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং ঃ ৫৪-এমএলডিটি-২৫-২৬। [illegible]

মিনিট (প্রতিটি টেন্ডারের জন্য)। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস, মালদা টাউন। (MLD-87/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-83/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-85/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এইচ-বিম স্লিপারের জন্য ফিটিং সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ২৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৯-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ০৭-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ [illegible]

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সংস্কার/আধুনিকীকরণের কাজ

[illegible]

ডেপুটি সিপিএম/নির্মাণ/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

[illegible]

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নন-কোর কাজের জন্য আউটসোর্সিং

[illegible]

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur

Walk-In Interview

Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur, Salugara, Siliguri, invites eligible candidates for a Walk -In Interview on 17.06.2025 at 9:00 AM to prepare a panel of TGTs (Mathematics & Science) and Councillor on a part-time contractual basis for the remaining period of the academic session 2025-26.

1. The required qualifications for part-time teachers are the same as those prescribed by the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) for regular teacher recruitment. For complete details of recruitment rules and required educational qualifications, please visit **www.kvsangathan.nic.in** and for other details visit **https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in**
2. Interview venue : Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur (located inside the BSF Campus, just 1 km from Salugara, Siliguri).
3. The prescribed application proforma will be provided at the time of registration. Eligible candidates are requested to attend the walk-in interview with original certificates/documents, one set of self-attested photocopies of essential qualifications, and passport-size photographs. It is mandatory to bring all original documents for verification.
4. No TA/DA or any kind of reimbursement will be provided for attending the interview.
5. The position is purely part-time and will remain valid for a maximum of one academic session or until a regular teacher takes charge, whichever is earlier.

Invitation for Firm Registration

Applications are invited for the registration of firms for the supply of various materials and services for the academic session 2025-26 at Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur. Interested firms may apply along with relevant documents by 25.06.2025 (up to 2:00 PM). For further details, please visit the school website : **https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in** or contact the school office on working days.

Principal
KV BSF Baikunthpur

আজ টিভিতে

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ দুজনে, বিকেল ৪.০০ শত্রু, সন্ধে ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ নাগপঞ্চমী, ১.০০ চার অধ্যায়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ টাইগার, বিকেল ৩.৪০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৬.৩০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, রাত ৯.২০ পাগলু

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ পরিণাম, দুপুর ২.০০ শতরূপা, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ১০.৩০ বউরাণী, ১.১৫ সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রূপবান কন্যা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ইন্দ্রজিৎ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.০০ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.০০ যুবরত্ন, রাত ৮.০০ কোটিগোব্বা-থ্রি, ১১.০০ মঙ্গলবার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০১ ধড়ক, দুপুর ১.৩৮ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.৩৩ খট্টা মিঠা, সন্ধে ৭.৩০ গদর : এক প্রেম কথা, রাত ১০.৪০ ফরেন্সিক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৪ গো গোয়া গন, দুপুর ১.২৮ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, ১১.২৮ হোটেল মুম্বই

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.১৯ জাস্ট গো উইথ ইট, বিকেল ৩.৪১ মন্টে কার্লো, ৫.২৮ লাইফ অর সামথিং লাইক ইট, সন্ধে ৭.১০ সেফ হেভেন, রাত ৯.০০ ডাউন উইথ লভ, ১০.৪১ হোয়াটস ইয়োর নম্বর?

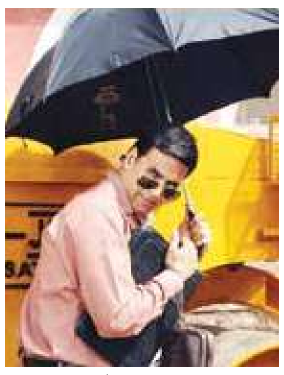
খট্টা মিঠা বিকেল ৪.৩৩ অ্যান্ড পিকচার্স

দুজনে দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

মাছ মুসম্বির পাতুরি, আম শ্রীখণ্ড তৈর শেখাবেন সুতপা দে। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ। উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়ারা সাফল্য পাবেন। বৃষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসার আর্থিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। শিল্পীদের সামাজিক সম্মান আরও বাড়বে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : টাকাপয়সা নিয়ে বাড়ির কোনও গুরুজনের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সিংহ : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করে ফেলুন। বাড়ির কোনও পুরোনো সম্পদ বেচে লাভবান হতে পারেন। কন্যা : পরিবেশ, পরিস্থিতি দেখে কথা বলুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে ঝামেলা মেটার কোনও ইঙ্গিত নেই। তুলা : মা-বাবার পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে হাত দিয়েও সরে আসতে হতে পারে। বৃশ্চিক : কোনও আত্মীয়ের কথা শুনে দাম্পত্যে অশান্তি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বুঝেশুনে কথা বলুন। ধনু : বাড়ির কোনও গোপন ঘটনা নিয়ে প্রতিবেশীদের আলোচনায় সমস্যা বাড়বে। পড়ুয়ারা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। মকর : আর্থিক সমস্যা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় যাবেন না। ব্যবসা নিয়ে বাবার পরামর্শে লাভবান হবেন। কুম্ভ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। টাকা দিয়ে কাউকে সাহায্য করতে যাবেন না। মীন : সংসারের বেহিসেবি খরচে চাপে পড়তে হতে পারে। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন ২০২৫, ২৮ জেঠ, সংবৎ ১ আষাঢ় সুদি, ১৫ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৯। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ দিবা ১।৪৮। মূলানক্ষত্র রাত্রি ৯।৪৮। শুভযোগ দিবা ২।২৯। কৌলকরণ দিবা ১।৪৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।৮ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১।৪৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ১।৪৮ গতে উত্তরে। কালবেলাদি – ২।৫৮ গতে ৬।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৭ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১০।১২ গতে পূর্ব্বে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ১।৪৮ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।৪৮ গতে যাত্রা মধ্যম। শুভকর্ম- দিবা ২।৫৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৪৮ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ১।৪৮ গতে ২।৫৮ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন, রাত্রি ৯।৪৮ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৪ মধ্যে ও ৯।২৭ গতে ১১।১৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৩২ গতে ৬।১৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ গতে ৯।১২ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।১০ মধ্যে ও ৩।৩৫ গতে ৪।৫৫ মধ্যে।

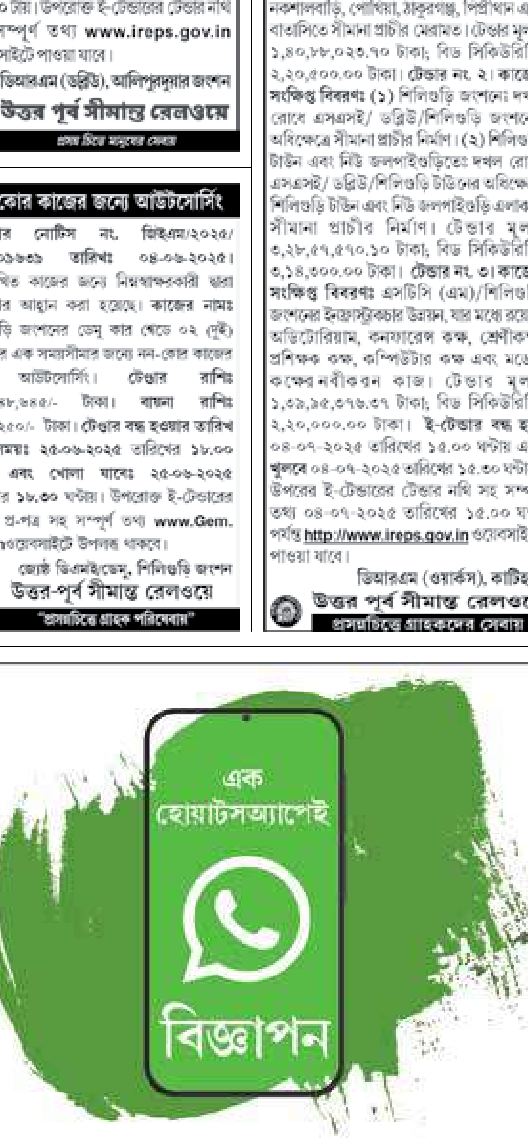

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

গেল আম-কাঁঠাল

বুধবার জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ছিল। আর সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গাছ-পাকা আম ও কাঁঠাল পাঠানো হল দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে। সেই ফল দিয়েই বুধবার দুপুরে জগন্নাথ দেবের ভোগ নিবেদন করা হয়।

প্রশ্নে পুলক

রাজ্যের রাস্তাগুলির বেহাল অবস্থা নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের মুখে পড়তে হল পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়কে। পূর্তমন্ত্রী বলেন, 'বর্ষার জন্য এখন রাস্তার কাজ কিছুটা বন্ধ আছে।'

জলেই উমা

জলেই পূজিত হবেন উমা। ভূমি নয়, জলের ওপরেই প্রতিকৃতি গড়ে তোলা হবে। তার আগে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের অন্যতম বিখ্যাত এই ক্লাবে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিন জলেই হল খুঁটি পুজো।

মিটারে 'না'

রাজ্যের কোনও বাড়িতে এখনই বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানো হবে না। যেগুলি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতেও পুরোনো নিয়মে পোস্ট পেড সিস্টেমে বিদ্যুৎ বিল নেওয়া হবে।

বিধানসভায় নিরাপত্তা কেন, শুভেন্দুকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১১ জুন : বিধানসভার ভিতরে নিরাপত্তা চাইছেন কেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিধানসভায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের প্রবেশাধিকার নেই। ২০২১ সালে বিধানসভার অধ্যক্ষ নোটিশ দিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করেন। যদিও তৃণমূলের মন্ত্রী-বিধায়কদের সঙ্গে থাকা সাদা পোশাকের নিরাপত্তারক্ষীরা বিধানসভায় ঢুকতে পারেন। সেই কারণেই উর্দিধারী কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রবেশাধিকার না থাকা নিয়ে শুভেন্দু দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভপ্রকাশ করছিলেন। তা-ই নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি।

বুধবার এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা মন্তব্য করেন, 'বিধানসভা চত্বরে কী কারণে নিরাপত্তা প্রয়োজন? সেখানে কি মামলাকারীর ওপর হামলার কোনও সম্ভাবনা রয়েছে? কেন তিনি বিধানসভার ভিতরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চাইছেন? এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া কীভাবে সম্ভব।' শুভেন্দুর আইনজীবী জানান, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার নিরাপত্তারক্ষীদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাঁরা বাইরে ফুটপাতেই থাকেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। অধ্যক্ষের নির্দেশ বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা করা হোক। বিচারপতি জানতে চান, 'তিনি কোন ধরনের নিরাপত্তা পান? কেন্দ্রের না রাজ্যের নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন তিনি?' তারপরই বিচারপতি বলেন, 'বিধানসভার ভিতরে কীভাবে বহিরাগত প্রবেশ করে হুমকি দেবে? আপনি যেভাবে বিষয়টি তুলে ধরছেন আদৌ তা নয়।'

মুর্শিদাবাদের ছায়া দেখছে বিজেপি

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তপ্ত মহেশতলা

কলকাতা, ১১ জুন : মহেশতলার রবীন্দ্রনগরের ঘটনায় মুর্শিদাবাদের ছায়া। মহেশতলার ঘটনাকে 'ডায়মন্ড মডেল' বলে কটাক্ষ বিজেপির। অভিযোগ, বুধবার মহেশতলা রবীন্দ্রনগর থানা চত্বরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে ঘটনার সূত্রপাত। দুষ্কৃতীদের হামলায় আক্রান্ত হন সাধারণ মানুষ এমনকি পুলিশও। দফায় দফায় ভাঙচুর চলে এলাকার দোকানপাট, বাড়িঘরের ওপর। থানার সামনেই পুলিশের বাইকে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। তাদের ছোড়া ইটের ঘায়ে মাথায় আঘাত পান ডিসি বন্দর হরিকৃষ্ণ পাই। কলকাতা পুলিশের এক ট্রাফিক সার্জেন্টও এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে র‍্যাফ নামাতে হয় এলাকায়। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করেছে পুলিশ। যদিও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দাবি, পুলিশ ঠিক সময়েই পদক্ষেপ করেছে। এই ঘটনায় যারা যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।

ঘটনাস্থলে পুলিশের বিশাল বাহিনী।

সংঘর্ষে রাজনীতির রং লাগে রবীন্দ্রনগর থানা চত্বরে শিবমন্দির ও তুলসী মঞ্চের ওপর হামলার ঘটনায়। মহেশতলার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের এই এলাকাটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। এদিনের ঘটনায় এলাকায় হিন্দু মন্দির ছাড়াও বেশ কিছু হিন্দুর বাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর করা ও লুঠতরাজের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই দুষ্কৃতীরা অবাধে লুটপাট চালায়। বুধবার বিধানসভার বাইরে মহেশতলার এই তাণ্ডবের ছবি তুলে ধরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এটাই সেই ডায়মন্ড মডেল।'

এক্স হ্যান্ডেলে রবীন্দ্রনগরের ঘটনা নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সম্প্রতি মালদা, মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ওপর যে আক্রমণ হয়েছে, এদিন তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে মহেশতলার রবীন্দ্রনগরে।' তার পরিপ্রেক্ষিতে ফের হিন্দু ঐক্যের ডাক দিয়েছেন সুকান্ত-শুভেন্দু।

এই ঘটনায় সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আশঙ্কায় এলাকায় আধা সেনা মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি তুলে পুলিশ প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়াতে সন্ধ্যায় বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে ভবানী ভবনে যান তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে ডিজি দেখা না করায় প্রতিবাদে ভবানীভবন চত্বরে শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এই ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে দায়ী করে বৃহস্পতিবার বিধানসভা অচল করার ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মালদা-মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে মুলতুবি প্রস্তাব আনার কথা বিজেপির। মহেশতলার ঘটনায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। পাশাপাশি রবীন্দ্রনগরে হামলায় পুলিশের মদতের অভিযোগ তুলে রবীন্দ্রনগর থানার আইসি মুকুল মিয়াঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন শুভেন্দু। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মহেশতলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার।

কেষ্টর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ, রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ১১ জুন : বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর ওপর আরও চাপ তৈরি করল নবান্ন। তাঁর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানতে চেয়ে বীরভূমের পুলিশ সুপারের কাছে রিপোর্ট চাইলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। বুধবার জাতীয় মহিলা কমিশনও রাজ্য পুলিশের কাছে রিপোর্ট চেয়ে অনুব্রতর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ, তা জানতে চেয়েছে। অনুব্রতর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কি না বা তিনি অন্য কোনও ফোন থেকে কারও সঙ্গে কথা বলছেন কি না, তা পাঁচদিনের মধ্যে ডিজিকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনও সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে গোরু পাচার মামলায় সাক্ষীদের ফোন করে জানতে চাওয়া হয়েছে, অনুব্রত তাঁদের কোনওভাবে হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন করেছেন কি না। এই পরিস্থিতিতে বীরভূম জেলা রাজনীতিতে অনুব্রত যথেষ্ট চাপে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অনুব্রতর সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে দলের জেলা নেতাদের মঙ্গলবারই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং অনুব্রতর ঘোর বিরোধী বলে পরিচিত বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখকে গুরুত্ব দিয়েছেন মমতা। অনুব্রত যাতে অন্তর্ঘাত করতে না পারেন, সেদিকে সতর্ক থাকতে দলীয় বিধায়কদের জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ওই নির্দেশের পরই বুধবার রাজ্য পুলিশের ডিজির এই রিপোর্ট তলব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল সুপ্রিমো যে ক্রমশ অনুব্রতকে ছেঁটে ফেলে কাজলকে সামনের সারিতে আনতে চাইছেন, তা পরপর ঘটনাক্রমে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বর্ষার মরশুম শুরুতেই ব্যস্ততা কয়লা খাদানে। বীরভূমের মহম্মদবাজারে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

সিবিআই মামলায় ফের তৎপরতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ জুন : রাজ্যে সিবিআই তদন্ত নিয়ে আবার তৎপর হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই রাজ্যের মামলাগুলির 'স্টেটাস' রিপোর্ট অবিলম্বে হাতে পেতে চায় মন্ত্রক। নয় নয় করে রাজ্যের প্রায় ছ'শো মামলায় সিবিআই তদন্ত করছে। খাদ্য, স্বাস্থ্য ও নিয়োগ দুর্নীতির মামলার পাশাপাশি আরজি কর কাণ্ডের মামলায় তদন্ত চলছে সিবিআইয়ের। তারও অনেক আগে সারদা, নারদ, গোরু চুরি থেকে কয়লা ও বালি চুরি নিয়ে সিবিআই দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে তদন্ত চালাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই তদন্ত প্রক্রিয়া সিবিআই গুটিয়ে আনতে পারেনি। চার্জশিট পেশের প্রক্রিয়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হয়নি এখনও। আর এই নিয়ে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে প্রায়শই অভিযোগ করে থাকে বিজেপিবিরোধী দলগুলি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন সিবিআইয়ের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে সিপিএম ও কংগ্রেস এর পিছনে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে 'সেটিং তত্ত্বের' অভিযোগ করে থাকে। সব মিলিয়ে রাজ্যে ভোটের আগে সিবিআই তৎপরতা আবার বাড়বে বলেই আশঙ্কা।

বুধবার কলকাতায় সিবিআই সূত্রের খবর, সম্ভবত এসব কারণেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মন্ত্রক হঠাৎ নড়েচড়ে বসেছে। শোনা গিয়েছে, কলকাতায় সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার পর্যায়ে কিছু রদবদল করা হতে পারে। আরও কয়েকজন দক্ষ অফিসারকে দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনা হচ্ছে বলেও নির্ভরযোগ্য সিবিআই সূত্রের খবর। তার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যে সব সিবিআই-মামলার সর্বশেষ স্টেটাস রিপোর্ট হাতে পেতে চায়।

সিবিআইয়ের 'তাৎপর্যপূর্ণ তৎপরতা'কে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

পর্ন কাণ্ডে গ্রেপ্তার মা-ছেলে

কলকাতা, ১১ জুন : সোদপুর পর্ন কাণ্ডে মূলচক্রী শ্বেতা খান ও তাঁর ছেলে আরিয়ান খান গ্রেপ্তার হলেন বুধবার। টানা ৫ দিন তল্লাশি চালানোর পর কলকাতার গল্ফগ্রিন এলাকা থেকে আরিয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। সন্ধ্যের পর আরিয়ানের ফোন কলের ভিত্তিতে আলিপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত শ্বেতা খান ওরফে 'ফুলটুসি'কে। মা ও ছেলেকে ডোমজুড় থানায় পাঠিয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশ। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁর ১৩ বছর বয়সি নাবালিকা কন্যা জোয়া খানকেও। জুভেনাইল বোর্ডে হাজির করানো হয়েছে তাঁকে। একই সঙ্গে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার হওয়া শ্বেতার মাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এদিন হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমারকে এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে চিঠি দিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। তিনদিনের মধ্যে কমিশনকে 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' জমা দেবে পুলিশ। শ্বেতা ও আরিয়ানের বাঁকড়ার ফকিরপাড়ার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানোর জন্য হাওড়া আদালত অনুমতি দিয়েছে পুলিশকে।

সবুজ সুন্দরী।। বক্সা টাইগার রিজার্ভের লেপচাখায় ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের রাজা বর্মন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

প্রার্থী না দিয়ে সায় সিপিএমেরও

সমবায় দখলে সমঝোতা তৃণমূল-বিজেপির

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১১ জুন : তৃণমূল এবং বিজেপির দ্বৈরথে তপ্ত বাংলার রাজনীতি। একদল বাংলা দখল করতে চাইছে, অন্য দলের চেষ্টা ক্ষমতা ধরে রাখা। কিন্তু দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরাম কোঅপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড দখলে দুটি দল 'হাত মেলাল'। সমবায়ের ৯টি আসনের মধ্যে মাত্র পাঁচটি আসনে প্রার্থী দিল তৃণমূল। বাকি আসনগুলিতে বিরোধী বিজেপি। বামেদের অনুপস্থিতিতে যথারীতি সমবায়টিতে ভোট হয়নি। বিনা নির্বাচনে তৃণমূলের পার্থ ঘোষ, মকসেদ মণ্ডল, আন্নাহার সর্দার, স্বরূপ রায় ও উৎপল সরকার এবং বিজেপির বিশ্বনাথ সাহা, মনোহর মণ্ডল, নমিতা রায় কর্মকার ও তিলন মণ্ডল বোর্ড সদস্য হয়ে যান।

সমবায়টির ম্যানেজার হিমালয় বিশ্বাস জানান, 'একটি আসনে একের বেশি মনোনয়নপত্র জমা না পড়ায়, এবার নির্বাচন নয়, কার্যত সিলেকশনের মাধ্যমে বোর্ড গঠিত হয়েছে। পাঁচজন তৃণমূল এবং চারজন বিজেপির প্রতিনিধি রয়েছেন।'

রাজ্য রাজনীতির যুযুধান দুই শক্তি সমবায়ের বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে মিলেমিশে যাওয়ায়, তা নিয়ে জেলায় চর্চা শুরু হয়েছে। না হওয়ার কথা নয়। কেননা, সমবায়ের ৭০ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি। গাছ চুরি কাণ্ডে পতিরামে প্রায় দেড় মাস ধরে লড়াই চলেছে তৃণমূল এবং বিজেপির। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে দুই দল হাত মেলাল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত ভোটে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করা তৃণমূলের পার্থ ঘোষ এবং বিজেপির বিশ্বনাথ সাহা বোর্ডে রয়েছেন। সিপিএমের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কেননা, সর্বদলীয় বৈঠকে ভাইস চেয়ারম্যান পদ পাওয়ার আশ্বাসে জোটে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু নীচুতলার কর্মীদের আপত্তিতে জোট থেকে সরে আসে দল। যদিও সিপিএম প্রার্থী দেয়নি। আসলে প্রার্থী না দিয়ে কার্যত জোটের পথ প্রশস্ত করে দেয় সিপিএম।

তবে সিপিএমের জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরার দাবি, 'সিপিএম কোনও অনৈতিক জোটে নেই। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি ছিল। যথাযথভাবে আমাদের জানানো হয়নি এবং সঠিক নির্বাচনি প্রক্রিয়া মানা হয়নি।' তবে সমবায় ম্যানেজার জানিয়েছেন, তিনটি সর্বদলীয় বৈঠকের মধ্যে দুটিতে সিপিএম নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল। এমনকি শেষ বৈঠকেও পতিরামের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা অংশ নেন। সমঝোতার অস্বস্তিতে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলছেন, 'বিজেপির সঙ্গে কোনও সমঝোতা দল মেনে নেবে না। স্থানীয় স্তরে এই ঘটনা ঘটেছে। ব্লক সভাপতির কাছে রিপোর্ট চেয়েছি।'

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন সমবায় রাজনীতিতে ব্যক্তিস্বার্থ, আর্থিক সুবিধা ও এলাকার আধিপত্যের লড়াই এখন সর্বজনবিদিত। তাই বিধানসভা ভোটের আগে এমন সমঝোতা রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর তা ধামাচাপা দিতে 'পতিরামের উন্নয়ন' সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। উন্নয়ন যদি সব দলের পাখির চোখ হয়, তবে পঞ্চায়েত বা বিধানসভা ভোটে এই জোট থাকে না কেন, প্রশ্ন সাধারণ মানুষেরও।

ক্ষমতার চেষ্টা

- সমবায়ের ৯টি আসনে তৃণমূল ৫ এবং বিজেপি ৪টি আসনে প্রার্থী দেয়
- প্রার্থী না দিয়ে তৃণমূল-বিজেপির জোটের পথ প্রশস্ত করেছে সিপিএম
- একটি আসনে একের বেশি প্রার্থী না থাকায় ভোটের প্রয়োজন হয়নি
- তৃণমূল-বিজেপির 'পতিরামের উন্নয়ন' নিয়ে চর্চা দক্ষিণ দিনাজপুরে

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

মালদা, ১১ জুন : জ্বালানি আনতে ছাদে গিয়ে সেখান থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। তবে তিনি রবিবার ছাদ থেকে পড়ে গেলেও মারা গিয়েছেন মঙ্গলবার রাতে। মাঝের দু'দিন মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন রাধা মণ্ডল (৫০) নামের ওই মহিলা।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, কীভাবে ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছেন রাধা, তা তাঁদের অজানা। হঠাৎ আওয়াজ পেয়ে রাধাকে নীচে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। এখানেই চিকিৎসাধীন রাধার মৃত্যু হয়। মৃতার পরিবারের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের না হলেও পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করার পাশাপাশি তদন্ত শুরু করেছে।

গাজোলে ফাঁকা বাড়িতে চুরি

গাজোল, ১১ জুন : বাড়ি ফাঁকা পেয়ে নগদ টাকা, সোনার গয়না, বাসনপত্র সহ অন্যান্য জিনিস চুরি করে পালাল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি গাজোলের বিধানপল্লি এলাকার বাসিন্দা গৌরী রাজবংশী হালদারের বাড়িতে ঘটেছে। গৌরী বলেন, 'কয়েকদিন আগে তিনি কারকচ এলাকায় তাঁর বাবার বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকা থাকায় প্রতিদিন সকালে তাঁর ছেলে এসে একবার করে বাড়ি ঘুরে যেতেন।' বুধবার সকালে বাড়িতে এসে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। বাড়ির চারটি ঘরে থাকা প্রত্যেকটি আলমারি খোলা। আলমারিগুলির লন্ডভন্ড অবস্থা, ঘরের চারদিকে জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাকে ফোন করে খবর দেন।

খবর পেয়ে গৌরী বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি বলেন, 'আলমারির ভিতরে প্রায় দুই ভরি সোনা, কিছু পরিমাণ নগদ টাকা, কাঁসার বাসনপত্র ও দামি শাড়ি ছিল। সেগুলি আর কিছুই নেই।' সব মিলিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। গৌরীর অনুমান, মঙ্গলবার রাতে ছাদের দরজা ভেঙে দুষ্কৃতীরা বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল। বাড়ি ফিরে তিনি তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন। পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ দুইবার তাঁর বাড়িতে এসে ঘটনার তদন্ত করে গিয়েছে। তিনি দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে, তাঁর সামগ্রী ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। চুরির এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার উপায় নেই গ্রামে, জ্বলল টায়ার

রাস্তা বেহাল, পথে প্রতিবাদ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ জুন : স্বাধীনতার ৭৭ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও এলাকার যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে হয় গ্রামবাসীদের। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বাংলা-বিহার সংযোগকারী রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা। প্রতিবার ভোটের আগে সব দলের তরফে রাস্তার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি মেলে। কিন্তু কাজ কিছুই হয় না।

তাই বুধবার বাধ্য হয়ে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা পাকা করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়ারি দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা মোঃ সাব্বির, সামসুদ্দিনদের কথায়, দৌলতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জেমিল আক্তারের বাড়ি পর্যন্ত ৪০০ মিটার রাস্তা ও দৌলতপুর ব্রিজ থেকে হুসেনপুর বাজার পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা দুটি বেশ কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বৃষ্টি হলে রাস্তায় কাদার জন্য চলাফেরা করা অসুবিধে হয়ে যায়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আট থেকে আশি সকলকে চলাফেরা করতে হয়। এছাড়াও এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স, দমকল ঢুকতে পারে না। অসুস্থ রোগীকে খাটিয়া করে অনেকদূর নিয়ে গিয়ে তারপরে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।

টায়ার জ্বালিয়ে গ্রামবাসীর বিক্ষোভ। বুধবার।

তাঁরা আরও জানালেন, এলাকার পঞ্চায়েত থেকে বিধায়ক- সকলেই শাসকদলের প্রতিনিধি। বিষয়টি তাঁদের ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের লিখিতভাবে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। প্রশাসনিক উদাসীনতার জন্য এমন অবস্থা। বাধ্য হয়ে এদিন গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁদের দাবি, ভোটের আগে রাস্তা দুটি ঠিক করা হোক। তা না হলে ভোট বয়কট করা হবে।

এলাকার বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষের বক্তব্য, 'ওই রাস্তার কথা আমাকে কেউ জানায়নি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলামের কথায়, 'জেলা পরিষদ ও পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে রাস্তা দুটি তাড়াতাড়ি মেরামত করা যায় তার জন্য আমি ব্যবস্থা নিয়েছি। আশা করছি তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'ব্লক প্রশাসন ওই রাস্তা করতে পারে না। অর্থ দপ্তর অনুমোদন দেবে না। আমরা ওই রাস্তা দুটির ব্যাপারে ইতিমধ্যে জেলায় প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আগামীতে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা দুটি তৈরি হয়ে যাবে।'

অসুবিধা

- এলাকার রাস্তার অবস্থা বেহাল
- এজন্য গ্রামে দমকল, অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকে না
- প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগ বাসিন্দাদের
- বাধ্য হয়ে বুধবার টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা
- রাস্তা না হলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা

কিশোরীর মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

বালুরঘাট, ১১ জুন : পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে এক তরুণ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাতে মার খেতে হয়েছিল এক কিশোরীকে। এমন অপমানে ওই কিশোরী আত্মহত্যা করে বলে দাবি পরিবারের। এই ঘটনায় ওই কিশোরীর মা বালুরঘাট থানায় ওই তরুণের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিশোরীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোরী প্রতিবেশী এক তরুণকে বিশ্বাস করে ১০ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল। টাকা ফেরত না দেওয়ায় চাইতে গেলে মারধর করা হয় কিশোরীকে। এমনকি তার সাইকেল আটকে রাখা হয়।

পাকড়াও যুগল

বালুরঘাট, ১১ জুন : দীর্ঘদিন ধরে বাড়িতে দেহব্যবসা করে এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছে বলে মা ও মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন প্রতিবেশীরা। মঙ্গলবার রাতে ওই বাড়িতে এক মহিলা ও এক তরুণকে আপত্তিকর অবস্থায় ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই যুগলকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেন। পরে বালুরঘাট থানার পুলিশ গিয়ে, তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ আগেও একবার সেখানে ধৃত যুগলকে হাতেনাতে ধরেছিলেন। পুলিশের কাছে এলাকার পরিবেশ রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। বিষয়টি দেখা হচ্ছে বলে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন।

তরুণের দেহ

ডালখোলা, ১১ জুন : বুধবার অজ্ঞাতপরিচয় এক তরুণের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল ডালখোলার নজরপুর এলাকায়। ওই তরুণকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ওই তরুণকে উদ্ধার করে ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

প্রাথমিক তদন্ত করে মৃতের পকেট থেকে তাঁর আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। ওই তরুণের নাম মন্টু মান্না (৩৯)। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের বাসিন্দা।

ঘনঘন লোডশেডিং

গরমে বিদ্যুৎহীন গ্রাম, পথ অবরোধ রায়পুরে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১১ জুন : জ্যৈষ্ঠের তীব্র তাপপ্রবাহে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের। তার মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অতিষ্ঠ ছোট থেকে বড় সকলে। বাধ্য হয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে বুধবার সকালে রাস্তা অবরোধ করলেন গ্রামবাসীরা।

এদিন রায়গঞ্জের রায়পুর এলাকায় বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে পথ অবরোধ করেন তাঁরা। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে চলে এই অবরোধ। বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকার মানুষ। এমন ঘটনার খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ এসে বিদ্যুৎ পরিষেবার ব্যাপারে আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

প্রফুল্লকুমার সেন, অচিন্ত্য দেব জানালেন, ঘনঘন লোডশেডিং হওয়ায় খুব সমস্যা হচ্ছে। রাতে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না। ট্রান্সফর্মারের জন্য এমন সমস্যা হচ্ছে। অথচ দপ্তর নির্বিকার। স্থানীয় বাসিন্দা দীপেশ পাল বলেন, 'প্রায় ১৫ দিন ধরে নিয়ম করে লোডশেডিং চলছে। একবার কারেন্ট চলে গেলে তা কখন আসবে কোনও ঠিক নেই। কোনও সমস্যায় দপ্তরে ফোন করলে কর্মীরা আসতে চান না। মঙ্গলবার সন্ধে থেকে সারারাত লোডশেডিং ছিল। গরমে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বাধ্য হয়ে বুধবার পথ অবরোধ করা হয়েছে।' একদিকে প্রবল গরমে চারিদিকে সকলের হাঁসফাঁস অবস্থা। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মতো সমস্যা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রায় ১৫ দিন ধরে এলাকায় মাঝেমধ্যে লোডশেডিং হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারেন্ট থাকছে না। ফলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

বাড়ির শিশু থেকে অসুস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গরমে হাঁসফাঁস করছেন। রাতের বেলা বারবার লোডশেডিং হওয়ায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছেন বাসিন্দারা। আবার কারেন্ট না থাকায় বাড়িতে পাম্পও বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে জল তুলতে পারছে না কেউ।

বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার পার্থ সিংহ রায়ের বক্তব্য, 'রায়পুর চৌধুরী মোড় এলাকায় ট্রান্সফর্মারের এলটি ফিউজ উড়ে গিয়েছিল। সেই কারণে এমন সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু এটা ১০-১৫ দিনের সমস্যা নয়। তবে দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে সেটি মেরামত করে দিয়েছেন।'

বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে পথ অবরোধ স্থানীয়দের। বুধবার রায়পুর এলাকায়।

প্রশিক্ষণ

কুশমণ্ডি, ১১ জুন : পঞ্চায়েতের আইন ও পঞ্চায়েতের প্রকল্প সম্পর্কে দুইদিনের কর্মশালায় অংশ নিলেন করঞ্জি, উদয়পুর, বেরইল ও মালিগাঁও পঞ্চায়েতের ১৪৩ জন পঞ্চায়েত সদস্য। কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির হলে কর্মশালাটি হয়।

তাঁদের প্রশিক্ষণ দেন বিডিও নয়না দে, জয়েন্ট বিডিও মোহাম্মদ জাহিরুল ইসলাম ও পঞ্চায়েত আধিকারিক জিয়াউর রহমান। বিডিও বলেন, 'পঞ্চায়েত আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা পঞ্চায়েত সদস্যদের জেনে রাখা উচিত। তাহলে তাঁরা প্রকল্পগুলো নিয়ে কাজের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।'

বাঘড়াইচণ্ডী মন্দিরে অকাল চড়ক উৎসব

কুশমণ্ডির বাঘড়াইচণ্ডী মন্দিরে চড়ক উৎসবে ভিড়। বুধবার।

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১১ জুন : কথাতেই আছে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তার মধ্যে অন্যতম বাঙালির ঐতিহ্যবাহী উৎসব চড়ক। চৈত্র মাসের শেষে সাধারণত এই চড়ক উদযাপন হয়। তবে জ্যৈষ্ঠের প্রখর তাপপ্রবাহে কুশমণ্ডির বাঘড়াইচণ্ডী মন্দিরে বুধবার উদযাপিত হল চড়কপুজো। চড়কমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা শচীন্দ্রনাথ সরকার বলেন, 'দুশো বছর ধরে পুজো হয়ে আসছে। তবে ৪০ বছর আগে থেকে খুঁটি পুঁতে চড়ক ঘোরানো শুরু হয়েছে। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের যে কোনও একটি মঙ্গলবারে বাঘড়াইচণ্ডীপুজোর পরে মুখোশ নাচের আসর বসত। সেই ধারাবাহিকতা আজও বজায় রাখা হয়েছে।'

পুজোর আরও এক কর্মকর্তা দীনেশ সরকার বলেন, 'বাঘড়াইচণ্ডী মণ্ডপে চড়কপুজো দুশো বছরের প্রাচীন। এই পুজো শুরু করেছিলেন এলাকার ভক্তপ্রাণ মানুষজন। সেই রীতি মেনে আজও জ্যৈষ্ঠ মাসের যে কোনও মঙ্গলবার মা বাঘড়াইচণ্ডীর পুজো হয়। পরেরদিন হয় চড়কপুজো।'

বুধবার সকাল থেকেই এলাকার মহিলারা চড়কের পুজো দেন। আড়াইশোর বেশি তরুণ ধুতি ও গেঞ্জি পরে হাতে বেতের ছোট লাঠি নিয়ে ঢাক বাজিয়ে সম্পূর্ণ উপোস থেকে বাঘড়াইচণ্ডী মন্দিরে চড়কপুজোর আয়োজনে হাত লাগান। সমস্বরে 'হরিবোল' ধ্বনি ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাস, যতদূর এই আওয়াজ যাবে সেখানে অপদেবতারা আর প্রবেশ করতে পারবে না। চড়কপুজো উপলক্ষ্যে মেলাতেও ছিল উপচে পড়া ভিড়। ছিল মুখানাচের আয়োজন। দুইদিনের পুজো এবং মেলা শেষে ফের পরের বছরের প্রতীক্ষায় দিন গোনা শুরু করে ঘরে ফেরেন কুশমণ্ডির মানুষ।

রাস্তা আদায়ে কালঘাম জনপ্রতিনিধির

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ জুন : নিজের এলাকাতে রাস্তা পেতে হন্যে হয়ে ঘুরছেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর চামটা মৌজার ছবিটা এমনই। ওই এলাকায় পাকা রাস্তার দাবি দীর্ঘদিনের। পুকুরপাড়ে বাঁধ দিয়ে রাস্তা তৈরি করার আবেদন নিয়ে এক দরজা থেকে আরেক দরজায় কার্যত কড়া নাড়ছেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মিঠুন মজুমদার। এমনকি দিদিকে বলো-তে ফোন করেও সুরাহা হয়নি। অবশেষে জেলা শাসকের কাছে পাকা রাস্তার আর্জি জানিয়ে মিঠুন চিঠি দিয়েছেন। এতদিনেও রাস্তা না পেয়ে এলাকাবাসীদের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে। জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, রাস্তার বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির দেখার কথা।

সমস্যা যেখানে

- বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি পাকা রাস্তার
- ১২ বছর আগে পুকুরপাড়ের মাটি কেটে ফেলা হয়েছিল
- রাস্তাটি সংস্কারে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও কোনও উদ্যোগ নেননি
- দিদিকে বলো-তে ফোন করেও সুরাহা হয়নি

মিঠুন বলেন, '১২ বছর আগে ১০০ দিনের কাজের সময় পুকুরপাড়ের মাটি কেটে ফেলা হয়েছিল। সেখান দিয়েই সবাই এখন যাতায়াত করেন। আমি বহুবার বিভিন্ন জায়গায় পাকা রাস্তার আবেদন করেও শূন্য হাতে ফিরেছি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে জানিয়েও কাজ হয়নি। তাই আমি জেলা শাসককে বিষয়টি দেখার জন্য লিখিত আকারে জানিয়েছি।' গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোবিন্দপুর গ্রামসভা থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবে মিঠুন নির্বাচিত হন। তখন থেকেই এলাকাবাসী তাঁকে চামটা এলাকায় পাকা রাস্তার দাবি জানিয়ে আসছেন। তিনি এর আগেও বহু জায়গায় প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তাটি তৈরির জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, 'রাস্তাটি তৈরি করতে যে অর্থ প্রয়োজন, তা আমাদের কাছে নেই।' স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তার অভাবে তাঁরা নিত্যদিন সমস্যায় পড়ছেন। স্কুল-কলেজ যেতে পড়ুয়াদের হয়রান হতে হচ্ছে। এমনকি কেউ অসুস্থ হলে গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকারও উপায় থাকে না। বরং কাঁধে করে রোগীকে এলাকা থেকে নিয়ে যেতে হয়। বর্ষায় অবস্থা আরও খারাপ হয়। সেখানে নিকাশির জন্য পূর্ত দপ্তরে একটি হাইড্রেনের আবেদনও করা হয়েছিল, কিন্তু কোনও আশ্বাস মেলেনি।

বিজেপির প্রমুখ তালিকা প্রকাশ

গঙ্গারামপুর, ১১ জুন : বিজেপির শহর মণ্ডলের শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখের নতুন তালিকা প্রকাশ হল বুধবার। বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে গঙ্গারামপুর পুরসভা এলাকার ১৮টি ওয়ার্ডের শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন তালিকা প্রকাশ করা হল বলে জানিয়েছেন বিজেপির গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডল সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ।

জগন্নাথের স্নানযাত্রায় নানা কর্মসূচি

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১১ জুন : জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয় স্নানযাত্রা। প্রভু জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব তিথি হিসেবেও দিনটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। বুধবার গৌড়বঙ্গের চার জেলা দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতেও যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল ।

তপন ব্লকের তপন শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম সংঘে বুধবার স্নানযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে ভক্তদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সংঘের পাশের পুকুরে জগন্নাথ দেব, বলরাম দেব ও সুভদ্রা মাতার স্নানযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হল। ১০৮টি সুসজ্জিত কলসির জল দিয়ে স্নান করানো হয় তিন ভাইবোনকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থের জল, দুধ, পঞ্চগব্য, পঞ্চমৃত, বিভিন্ন তৈল, রত্ন, পুষ্প, ধাতু ও দ্বাদশ মৃত্তিকা দ্বারা অভিষেকের মাধ্যমে স্নানযাত্রা সম্পন্ন করা হয়।

রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২৭ জুন রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সেই দিন থেকে ৯ দিনব্যাপী বিভিন্ন রকম সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যার মধ্যে থাকছে মেডিকেল ক্যাম্প, ফ্রি চোখ পরীক্ষা, ছানি অপারেশন, গীতা পাঠ, ভাগবত প্রবচন, পদাবলি কীর্তন ইত্যাদি।

বিনশিরা রথের জগন্নাথ দেবের স্নান। বুধবার। হিলিতে।

হিলিতেও প্রথা মেনে পালিত হল স্নানযাত্রা উৎসব। ঐতিহ্যবাহী বিনশিরা রথের জগন্নাথ দেবের মহাস্নান দেখতে ভিড় জমান ভক্তরা। মন্দির চত্বরের জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের সমারোহে মহাস্নান সম্পন্ন হয়। বিনশিরার পাটালি (জমিদার আমলের খাজনাদার) পরিবারের বর্তমান সদস্যরা প্রথা মেনে জগন্নাথ দেবের স্নান করান। ওই অনুষ্ঠান ঘিরে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তের ঢল নামে।

কথিত আছে অবিভক্ত ভারতের দিনাজপুর জেলার রাজা জগদীশ নাথ রায়বাহাদুরের বিনশিরা গ্রামে ৩৩০০ বিঘা জমির পাটালি (খাজনা আদায়কারী) ছিলেন সর্বেশ্বর লাহা। তিনিই জনৈক বাউলের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তারপরেই ১৯২১ সালের দিকে একটি মানত পূরণ হওয়ায় পুরী থেকে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামের মূর্তি এনে মাটির মন্দির স্থাপন করে পুজো শুরু করেন। তারপর থেকেই বিনশিরা গ্রামের পাটালি বাড়িতে সাড়ম্বরে পুজো হয়ে আসছে জগন্নাথ দেবের।

বিনশিরার পাটালি পরিবারের সদস্য সুদর্শন দাস বলেন, 'পূর্বসূরির দেখানো প্রথা মেনে আজ জগন্নাথ দেব ও তাঁর ভাইবোনদের স্নান অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচদিন বাদে পাচন পুজো অনুষ্ঠিত হবে। তারপর থেকে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের অঙ্গরাগ শুরু হবে, রথযাত্রার দিন তিন ভাইবোন রথে চেপে যাবেন মাসির বাড়ি।'

জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব উদযাপিত হল বালুরঘাট শহরে। বুধবার বালুঘাট শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে হরিনাম প্রচার সংঘের উদ্যোগে ১০৮টি কলস দিয়ে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান হয়েছে। মন্দির কমিটির আহ্বানে স্নানযাত্রায় উপস্থিত হয়েছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

মালদার গাজোলেও এইদিন স্নানযাত্রাকে কেন্দ্র করে ভক্তরা মেতে ওঠেন উৎসবে। বুধবার ধর্মতলা মোড়ের জগন্নাথ মন্দিরে ধুমধাম সহকারে পালিত হল স্নানযাত্রা অনুষ্ঠান। মন্দির কমিটির পক্ষে সুকুমার রায় বললেন, 'প্রভু জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা দেবীকে স্নান করানোর পর নতুন বস্ত্র পরিয়ে নিবেদন করা হয়েছে বিশেষ ভোগ। নিয়ম অনুযায়ী আজ থেকে ১৫ দিন মন্দিরের গর্ভগৃহ বন্ধ থাকবে।'

মিলছে না শিশুদের জরুরি ভ্যাকসিন

আজাদ

মানিকচক, ১১ জুন : মানিকচক স্বাস্থ্য দপ্তরের চরম গাফিলতির শিকার মানিকচক মথুরাপুরের রায়পাড়া ও ফত্তেনগরের শিশুরা। ইনজেকশন সিরিঞ্জের সরবরাহ না থাকায় ভ্যাকসিন না পেয়েই ফেরত যেতে হয় শিশুদের। এমনকি শিশুদের ভ্যাকসিন দিতে হলে খোলা বাজার থেকে সিরিঞ্জ কিনে নিয়ে আসার পরামর্শ দেন স্বাস্থ্যকর্মীরা বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের আজব যুক্তি, আরজি কর কাণ্ডের জন্যই ইনজেকশন সিরিঞ্জের সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় এই সমস্যা। এই নিয়ে মথুরাপুর-রায়পাড়া অস্থায়ী সাব-সেন্টারে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে বচসাও জুড়ে দেন শিশুদের অভিভাবকরা। কেন এক মাস ধরে অত্যাবশ্যক ভ্যাকসিন থেকে শিশুরা বঞ্চিত থাকবে এই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখান শিশুদের বাবা ও মায়েরা। তবে শিশুরা ভ্যাকসিন পাচ্ছে না একথা মানতে নারাজ মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অভীকশংকর কুমার। এমনকি রায়পাড়া সাব-সেন্টারে আসা সমস্ত শিশু বুধবার ভ্যাকসিন পেয়েছে বলে দাবি তাঁর।

তবে এটি শুধু বুধবারেরই ঘটনা নয়। এই এলাকার মায়েদের অভিযোগ, গত এক মাস ধরে ইনজেকশন সিরিঞ্জের সরবরাহ বন্ধের অজুহাতে শিশুদের ভ্যাকসিন বন্ধ আছে। প্রতি সপ্তাহের বুধ ও বৃহস্পতিবার মানিকচক ব্লকে ক্যাম্প করে শিশুদের বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পোলিও ও ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে থাকে। তবে মানিকচক ব্লকের অন্য কোথাও কোনও সমস্যা না হলেও গত এক মাস ধরে ইনজেকশন সিরিঞ্জ সরবরাহের অভাবে ভ্যাকসিন না পেয়ে ভুগছে রায়পাড়া ও ফত্তেনগরের শিশুরা। বুধবার এই ঘটনা চরমে ওঠে। বুধবার দুপুর নাগাদ এই এলাকার শিশুদের অভিভাবকরা রায়পাড়া অস্থায়ী সাব-সেন্টারে শিশুদের ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য ভিড় জমান।

শিশুদের নিয়ে প্রতীক্ষায় মায়েরা।

কী সমস্যা

সিরিঞ্জের সরবরাহ না থাকায় ভ্যাকসিন না পেয়েই ফিরতে হচ্ছে

ব্লকের কোথাও সিরিঞ্জের জোগান বন্ধ নেই বলে দাবি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের

সদ্যোজাত শিশুদের অভিভাবক সুমি মণ্ডল, সুপ্রিয়া মণ্ডল, আকাশ মণ্ডলদের অভিযোগ গত এক মাস ধরে ঘুরছেন তাঁরা। ইনজেকশন সিরিঞ্জ না থাকায় ভ্যাকসিন পাচ্ছে না তাঁদের ছেলেমেয়েরা। তাঁরা আরও দাবি করেন, খোলা বাজার থেকে সিরিঞ্জ কিনে নিয়ে আসার জন্য পরামর্শ দেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তবে খোলা বাজারেও সব ধরনের সিরিঞ্জ বিক্রি হয় না বলে দাবি শিশুদের বাবা মায়ের।

এ বিষয়ে সাব-সেন্টারের দায়িত্বে থাকা দুই আশাকর্মী মীরা মণ্ডল ও সাবিত্রী মণ্ডল দাবি করেন, সরকারিভাবে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জের সরবরাহ না থাকায় এই হাল। তাঁদের আরও যুক্তি, আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

যদিও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে নারাজ এএনএম শিল্পী মণ্ডল। ফোন মারফত এএনএমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা বলবেন না। যা জানানোর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

তবে ইনজেকশন সিরিঞ্জের সরবরাহ বন্ধ থাকার ঘটনাটি মানতে নারাজ মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অভীকশংকর কুমার। অভীকশংকর কুমার বলেন, 'ব্লকের কোথাও সিরিঞ্জের জোগান বন্ধ নেই। বন্ধ নেই শিশুদের ভ্যাকসিন প্রদানও।' তিনি আরও দাবি করেন যে, বুধবার রায়পাড়া সাব-সেন্টার থেকে কোনও শিশুই ভ্যাকসিন না পেয়ে ঘুরে যায়নি। স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা একটি ভিডিও প্রকাশ করে বিষয়টিকে ভুয়ো খবর বলে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালান মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। সরকারি আধিকারিকরা যাই বলুক না কেন, তাতে চিঁড়ে ভিজবে না বলে দাবি অভিভাবকদের।

ক্লাসে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ

তিন অধ্যাপকের নামে নালিশ

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১১ জুন : দীর্ঘ তিন মাস ধরে ডিপার্টমেন্টে অনুপস্থিত ও ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলে ওই তিন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে লিখিতভাবে নালিশ জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন এবিভিপি।

অভিযোগ, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সিদ্দিক আলম বেগ তিন মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়েই আসেন না। ফলে ব্যাহত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন। এবিভিপির অভিযোগ, ওই অধ্যাপক ওয়েবকুপার রাজ্য সম্পাদক পদে রয়েছেন। সেই ক্ষমতাবলেই তিনি নিজের খেয়ালখুশিমতো অধ্যাপনা করছেন। দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস নেওয়া তো দূরের কথা, ডিপার্টমেন্টেই আসেন না তিনি। এই অভিযোগ মেল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার রায়কে জানিয়েছেন এবিভিপির বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সম্পাদক শুভ্র চাকি। সিদ্দিক আলমের পাশাপাশি ইংরেজি বিভাগের দুই অধ্যাপকের বিরুদ্ধেও ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ জানিয়েছে এবিভিপি।শুভ্র বলেন, 'দিনের পর দিন এভাবে অধ্যাপকদের ফাঁকিবাজি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা বিষয়টি উপাচার্যের কাছে লিখিতভাবে জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছি।'

ওই তিন অধ্যাপক নিয়মিত ক্লাসে আসেন না বলে জানিয়েছেন পড়ুয়ারাও। নাম না প্রকাশে অনিচ্ছুক দর্শন বিভাগের এক পড়ুয়া বলেন, 'সিদ্দিক স্যারকে অনেকদিন ক্লাসে দেখি না।' অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ করা হল সেই বিষয়ে জানতে উপাচার্য দীপককুমার রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করা হলে তিনি মেসেজ সিন করেও কোনও উত্তর দেননি।

কী অভিযোগ

- দর্শন বিভাগের এক অধ্যাপক তিন মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়েই আসেন না বলে অভিযোগ
- ইংরেজি বিভাগের দুই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ক্লাসে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ জানিয়েছে এবিভিপি
- অভিযোগ মেল করে উপাচার্যকে জানিয়েছেন এবিভিপি'র বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সম্পাদক

অভিযুক্ত অধ্যাপক সিদ্দিক আলম বেগ অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে অ্যাকাডেমিক উদ্দেশ্যে আমি ১২ দিনের জন্য বিদেশে গিয়েছিলাম। এই মুহূর্তে আমি কলকাতায় সেমিনারে রয়েছি। বিভাগীয় প্রধানকে জানিয়েই এসেছি। তবে আমি প্রতিদিন ক্লাস করাই। আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অভিযোগ করা হয়েছে।'

টেন্ডারে বেনিয়ম, অভিযুক্ত প্রধান

মানিকচক, ১১ জুন : টেন্ডারে বেনিয়মের মধ্যে দিয়ে কাছের ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মানিকচকের ভূতনির বিজেপি পরিচালিত হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে। মোটা টাকার বিনিময়ে প্রধান অণিমা মণ্ডল এহেন অন্যায় কাজ করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন ঠিকাদারদের একাংশ। তাঁরা মানিকচক ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৮৫ লক্ষ টাকার টেন্ডারের নোটিশ ঝোলে গ্রাম পঞ্চায়েতটিকে। নিয়ম মেনে সমস্ত ঠিকাদার অনলাইন দরপত্র জমা দেন। অভিযোগ, আইন বহির্ভূতভাবে প্রধান-ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ঠিকাদারকে কাজগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের মধ্যে অনেকের প্রয়োজনীয় নথি নেই বলে অভিযোগ। তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দাবিতে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ ঠিকাদারদের বক্তব্য, তাঁদের সমস্ত নথি রয়েছে। দরপত্রে কম রেট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাঁদেরই কাজের বাইরে রাখা হয়েছে বা বরাত দেওয়া হয়নি। প্রধান ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। যদিও এই ধরনের অভিযোগ সঠিক নয় দাবি করে পঞ্চায়েত প্রধান অণিমা বলছেন, 'অনলাইনে সমস্ত নিয়ম মেনে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে ঠিকাদার সংস্থাগুলিকে।'

আমমেলায় মালদার সঙ্গে টেক্কা থাইল্যান্ডের

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১১ জুন : আমের জেলা মালদা। এবার সেই মালদাতেই মালদার আমের সঙ্গে পাল্লা দেবে থাইল্যান্ডের আম। দৌড়ে রয়েছে ইউরোপ-আমেরিকান ভ্যারাইটিও। আগামী ১৯ থেকে ২২ জুন মালদা কলেজ ময়দানে আয়োজিত হবে আমমেলা। সেখানেই মালদা-মুর্শিদাবাদের আমের পাশাপাশি দেখা মিলবে থাইল্যান্ডের রেড পালমার, রেড আইভরি, চাকাপাট, চোকানন বা কাটিমন, মহাচানক, চাকাবাদ প্রজাতির আমও। ইউরোপিয়ান ভ্যারাইটির টনি আটকিন, হানিডিউ, আমেরিকান ভ্যারাইটির সেনসেশন প্রভৃতি প্রজাতির আমও মেলায় পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে বাজারে নেমেছে মালদার আম। অনেক বাগানে এখনও আম ভাঙার কাজ চলছে। তবে এমন অনেক প্রজাতির আম রয়েছে, যেসব বহু মানুষই চোখে দেখেননি, স্বাদও অনুভব করেননি। এমনই শতাধিক প্রজাতির আমের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় করাতে আমমেলার আয়োজন করতে চলেছে মালদা জেলা প্রশাসন।

মালদা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলার পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ জেলার আমচাষিরাও নিজেদের উৎপাদিত আমের সম্ভার নিয়ে মেলায় হাজির হবেন। দক্ষিণবঙ্গের আরও কিছু জেলার আমচাষিদের সঙ্গেও কথাবার্তা চলছে। শতাধিক প্রজাতির আমের পাশাপাশি আমের আচার, আমসত্ত্ব, আমজাত মিষ্টি, আমদই, আমের পায়েসও মেলায় বিক্রি হবে।

মালদা শহরে বিক্রি হচ্ছে আম। বুধবার। -সংবাদচিত্র

পাওয়া যাবে

- আমের আচার, আমসত্ত্ব, আমজাত মিষ্টি, আমদই, আমের পায়েস মেলায় বিক্রি হবে
- মেলায় আনা হবে আশুদাগি, বাতাসি, দুধিয়া, ফুনিয়ার মতো হারিয়ে যেতে বসা প্রজাতির আম
- মেলায় থাকবে থাইল্যান্ডের রেড পালমার, রেড আইভরি, চাকাপাট, চোকানন আম

ক্রেতারা মেলা থেকে ল্যাংড়া, হিমসাগর, লক্ষ্মণভোগ, আম্রপালি, মল্লিকার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গুটি আম কেনার সুযোগ পাবেন। মেলায় আনা হবে আশুদাগি, বাতাসি, দুধিয়া, ফুনিয়ার মতো হারিয়ে যেতে বসা প্রজাতির আমও। এক সময় মালদা জেলায় প্রায় সাড়ে তিনশো প্রজাতির আম চাষ করা হত। তবে এখন ২৪০ প্রজাতির আম চাষ করা হয় মালদা জেলায়। বর্তমানে জেলার বহু প্রজাতির আম অস্তিত্ব হারানোর পথে। সেই সব প্রজাতির আমকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতনও করবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

বৌদির গলায় হাঁসুয়ার কোপ দেওরের

কালিয়াচক, ১১ জুন : পারিবারিক বিবাদের জেরে বৌদির গলায় হাঁসুয়ার কোপ দিল দেওর। গুরুতর জখম অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মাসতারা বিবি। পলাতক গুণধর দেওর। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচকের চরিঅনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পীরপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই দুই ভাই জঙ্গলু শেখ এবং হাবিব শেখের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ চলছে। বুধবার এমনই একটি বিবাদ চলার সময় মাসতারা সম্পর্কে দেওর হাবিবকে মুখে মুখে তর্ক না করার কথা বলেন। এমন সময়ই বৌদির গলায় হাঁসুয়ার কোপ বসায় হাবিব। মাসতারা বিবির স্বামী জঙ্গলু বলছেন, ভাইয়ের সঙ্গে আমার সামান্য ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছিল। সেই সময় ওর বৌদি মুখে মুখে তর্ক করতে নিষেধ করে। সে সময় হাবিব আমার স্ত্রীর গলায় কোপ মারে। তারপর পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা মাসতারাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে মেডিকেলে নিয়ে যান। পুলিশ হাবিবের খোঁজ করছে।

দুই গোষ্ঠীর বিবাদে জখম ৪

বালুরঘাট, ১১ জুন : মন্দিরে পুজোর বাসন ভাগাভাগি করা নিয়ে স্থানীয় দুই গোষ্ঠীর গোলমালে উত্তেজনা ছড়াল চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের মামনা এলাকায়। দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। ঘটনায় মোট চারজন আহত হয়ে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুই পক্ষের তরফেই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনায় বিনয় দাস, গোপাল দাস ও সুভাষ দাস নামে স্থানীয় তিনজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়।

চুরির অভিযোগ

বালুরঘাট, ১১ জুন : বালুরঘাট শহর লাগোয়া খরাইল গ্রামে গত মে মাসের একটি চুরির ঘটনায় অবশেষে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হল। ধৃতদের নাম সুজন মার্ডি (৩৮) ও ভরত কর্মকার (২৯)। তারা দুজন ওই এলাকারই বাসিন্দা। বুধবার ধৃতদের বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়েছে। গত ৮ মে সুকমল বর্মনের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। নগদ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চোর চম্পট দেয় বলে অভিযোগ ছিল। বাড়ির মালিক বালুরঘাট থানায় চুরির বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

ধর্ষণের চেষ্টা, ধৃত শিক্ষক

ইটাহার, ১১ জুন : দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক গৃহশিক্ষককে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চলতি মাসের ৫ তারিখ ওই গৃহশিক্ষকের পরিবারের সদস্যরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। অন্য ছাত্রছাত্রীরাও সেদিন পড়তে আসেনি। সেই সুযোগে ওই গৃহশিক্ষক দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেয়। ছাত্রীটি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে ঘরের দরজা বন্ধ করে শ্লীলতাহানি করার পাশাপাশি ধর্ষণের চেষ্টা করে। কোনওক্রমে ওই ছাত্রী পালিয়ে যায়। এরপর থেকে ঘটনার কথা কাউকে জানালে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিতে থাকে ওই শিক্ষক। সেই সব মেসেজ পুলিশকে দেখিয়ে থানায় অভিযোগ করে ওই ছাত্রী। বুধবার ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

মদ বাজেয়াপ্ত

বালুরঘাট, ১১ জুন : অবৈধ চোলাই মদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান আবগারি দপ্তর ও বালুরঘাট থানার পুলিশের। বুধবার সকালে বালুরঘাট ব্লকের পিরিজপুর, স্লুইসগেট এলাকায় চোলাই বিক্রির খবর পেয়ে অভিযান চলে। প্রায় ৫০০ লিটার মদ নষ্ট করা হয়েছে।

সংযুক্ত। সক্ষম। ডিজিটাল।
Government of India

ডিবিটির আওতায় দরিদ্রদের কাছে সরাসরি পৌঁছেছে প্রায় ৪৪ লক্ষ কোটি টাকা

ডিজিলকারে ৫২+ কোটি ব্যবহারকারী ৯৪৩+ কোটি ডকুমেন্ট আপলোড করেছেন এবং এর মাধ্যমে যেকোনও সময়ে, যেকোনও জায়গা থেকে সহজে ও নিরাপদে ডিজিটাল ডকুমেন্ট ব্যবহার করতে পারছেন

উমঙ্গ অ্যাপে ২২০০+ সরকারি পরিষেবা উপলব্ধ। সারা ভারতের যেকোনও জায়গা থেকে নাগরিকরা এর সুবিধা পেতে পারেন। এখনও পর্যন্ত ৮.২৫ কোটি রেজিস্ট্রেশন

জীবন প্রমাণের আওতায় ১০.২+ কোটির বেশি পেনশনভোগী ডিজিটালি লাইফ সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন

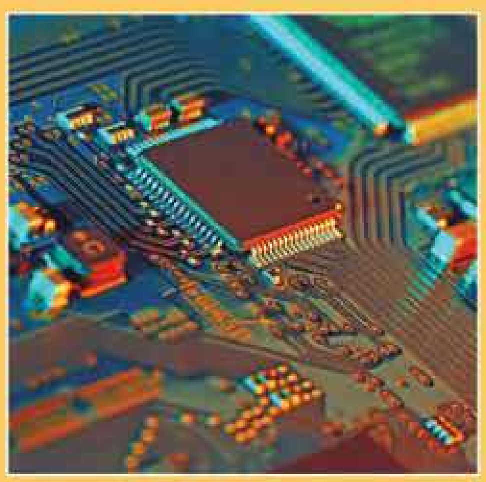

সেমিকন্ডাক্টর হাব হবার দিকে ভারতের যাত্রা- ২০২৪-এ বাজারের আয়তন দাঁড়িয়েছে ৪+ লক্ষ কোটি

অপটিক্যাল ফাইবার কেবল পাতা হয়েছে ৪২+ লক্ষ রুট কিমি, সংযুক্ত হয়েছে ২.১৪ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আওতায় ৫.৭৬ লক্ষ কমন সার্ভিস সেন্টার কার্যকর

GeM পোর্টালের মাধ্যমে অর্ডার হয়েছে ১৩.৪+ লক্ষ কোটি টাকার। এর ফলে সরকারি কেনাকাটায় বেড়েছে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও গতি

সারা বিশ্বের প্রতি দুটি ডিজিটাল লেনদেনের একটি হয় ভারতে

এপ্রিল ২০২৫-এ ইউপিআই লেনদেনের পরিমাণ ২৪ লক্ষ কোটি টাকা

কোভিড-১৯-এর ২২০ কোটি ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল ডিজিটাল কোউইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে

CBC 37101/13/0009/2526

প্রতি জিবি ডেটার দাম ২০১৪-এ ৩০০+ টাকা থেকে এখন ১০ টাকারও কম হয়েছে

বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম গতিতে মাত্র ২২ মাসে ৯৯.৬% জেলায় পৌঁছেছে ৫জি

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদক দেশ - ভারত

Viksit Bharat ka Amrit Kaal
Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke
11 SAAL

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সবেতেই ভোট-রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের এখনও এক বছর বাকি। কিন্তু স্লগওভারে রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী, উভয় শিবিরই চালিয়ে খেলতে শুরু করে দিয়েছে। ভোট যত কাছে আসবে, তত এই মেজাজ আরও চড়বে। বিধানসভায় অপারেশন সিঁদুরকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উত্তপ্ত তর্জায় সেই আঁচ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দুজনে পরস্পরের বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন। সরকারের পেশ করা প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের নামোল্লেখ না থাকায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃতিত্ব না দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেন। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ এনেছে শাসক শিবির।

অপরদিকে শুভেন্দুকে লিমিটলেস অপোজিশন লিডার বলে কটাক্ষ করেছেন মমতা। পহলগামে জঙ্গি হামলায় গোয়েন্দা-ব্যর্থতা ছিল বলে তিনি আঙুল তুলেছেন। দুই শিবিরের বাগযুদ্ধ তীব্র হয়েছে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ এবং অনুব্রত মণ্ডলের কুকথায় বিজেপির মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ হওয়ায়। ওয়াক-আউট করে প্রতিবাদ রেকর্ড করিয়েছেন বিজেপি বিধায়করা।

ভোট কাছাকাছি থাকলে শাসক-বিরোধী চাপানউতোর নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল-বিজেপিতে যা চলছে, সেটা কুস্তির দঙ্গলকে হার মানাবে। কুস্তির লড়াইয়ে কিছু বাঁধাধরা নিয়ম আছে। পশ্চিমবঙ্গে শাসক ও প্রধান বিরোধী দলের লড়াই কিন্তু নিছক রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নেই। দুই শিবিরই যুযুধান। প্রতিপক্ষকে কেউ এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছে না।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার কথার লড়াইয়ের প্রতিফলনে বিধানসভার বাইরে তৃণমূল ও বিজেপির আকচা-আকচি চরমে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে এমনিতেই শাসক-বিরোধী সম্পর্ক আর নিছক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নেই। বরং শত্রুতায় পরিণত হয়েছে। আমরা-ওরা রাজনীতির বিষাক্ত আবহাওয়া বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে।

সেই কারণে সেনাবাহিনীর বীরত্ব ও শৌর্যকে সম্মান জানানোর প্রস্তাব ঘিরেও তৃণমূল-বিজেপির ঝগড়া এত দৃষ্টিকটু ও অশোভন হয়ে উঠেছে। সংসদ ও বিধানসভায় শাসক ও বিরোধী শিবিরের পরস্পরের নীতি, সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপের সমালোচনা স্বাভাবিক। দেশের হিতসাধনে তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টাই সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি, পরম্পরা।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আমরা-ওরা নামক অবিশ্বাসের কাঁটাতারে আটকে রয়েছে। সমস্ত রাজ্যেই শাসক-বিরোধী চাপানউতোর চলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে, তার ধারেকাছে অন্য কোনও রাজ্য নেই। আগামী বছরের বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে একের পর এক রাজনৈতিক পদক্ষেপ করতে শুরু করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র পশ্চিমবঙ্গে আনাগোনার মধ্যে দিয়ে বিজেপির তৎপরতাও শুরু হয়ে গিয়েছে। শুধু বাংলায় দাঁড়িয়ে কিংবা নয়াদিল্লিতে বসে নয়, সুদূর তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে গিয়েও শা হুংকার দিয়েছেন, ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়বে বিজেপি। অনেকটা ফুটবল বা ক্রিকেটের ফাইনালের আগে যুযুধান দুই পক্ষের পরস্পরের বিরুদ্ধে আস্ফালনের মতো শুরু করেছে দুই পক্ষ।

এতে রাজনৈতিক লাভ কতটা, সে উত্তর ভবিষ্যৎ দেবে। কিন্তু এই রাজনৈতিক তর্জায় পশ্চিমবঙ্গের লাভ কতটা, সেই প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক। ১১ বছরের মোদি জমানায় ভারতে অমৃতকাল শুরু হয়েছে বলে ইতিমধ্যে গগনভেদী প্রচার শুরু হয়েছে। তাতে পশ্চিমবঙ্গের লাভ কতটা, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা নতুন করে বলার দরকার নেই।

একসময় বিধানসভার অন্দরে মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার তীক্ষ্ণ যুক্তিশানিত বাগযুদ্ধ সকলের নজর কাড়ত। সংসদীয় রাজনীতির সেই স্বর্ণযুগ অতীত। ভোটের রাজনীতি সেদিনও ছিল, এখনও আছে, আগামীদিনেও থাকবে। কিন্তু সেই রাজনীতির কারণে সেনাকে সম্মান জানানোর মতো প্রস্তাব সস্তার রাজনীতির কাটাছেঁড়ার যন্ত্রে পরিণত হলে তার থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছু থাকে না।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

চাষের জমি কমে বাংকার বাড়ছে মণিপুরে

এক সিদ্ধান্তে মেইতেইরা চটছে, অন্য সিদ্ধান্তে কুকিরা। বিভ্রান্ত সরকার। মণিপুর সবচেয়ে বড় ধাঁধা মোদি সরকারের কাছে।

দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

মণিপুরি মহিলাদের প্রতিবাদ। ইম্ফলে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে নয়াদিল্লিতে শপথ নেওয়ার পর ঘোষণা করেছিলেন উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর জন্য বিশেষ উন্নয়ন নীতির। মোদির অভিযোগ ছিল, আগে সেভাবে উত্তর-পূর্বের রাজ্যের উন্নয়নে নজরই দেওয়া হয়নি। বিশেষ উন্নয়ন নীতিকে সামনে রেখে গত এক দশকে একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প সামনে এসেছে। যে উত্তর-পূর্বকে ভারতের মেইনল্যান্ড থেকে একটা সময় বিচ্ছিন্ন ধরা হত, সেখানে এখন অনেক বেশি দেশের অন্য প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকদের আনাগোনা।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কেন গত ২ বছর ধরে হিংসাদীর্ণ মণিপুর? সমস্যা কেন কিছুতেই মিটছে না? গত কয়েক মাস ধরে রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীনে মণিপুর। দিন কয়েক আগে ইম্ফল উপত্যকায় হিংসায় নতুন করে জর্জরিত হল রাজ্য। গত দু'বছর ধরে দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে একাধিক গবেষণাপত্র, সবখানেই বারবার তুলে ধরা হচ্ছে জাতিগত ভেদাভেদ এবং হিংসার কথা। কিন্তু যে সহজ প্রশ্নটাকে সকলে উহ্য রাখছেন তা হল, লাগামছাড়া দুর্নীতি। যার প্রভাব পড়েছে মণিপুরের সমাজজীবনে।

গুয়াহাটিতে বসেও কানে আসছে ব্যাপারটা। মণিপুরে বিষয়টা হয়ে দাঁড়িয়েছে, জোর যার মুলুক তার। অনৈতিকতার সঙ্গে অর্থ আয়ের প্রতিযোগিতা থেকে শুরু। মণিপুরের চিরাচরিত সমস্যাগুলোকে সমাধান না করে পুরো রাজ্যটাতে একটা কর্পোরেটাইজেশন ডেভেলপমেন্টকে উৎসাহ দেওয়ায় আরও সর্বনাশ হয়েছে। মানে সোজা। সাধারণ মানুষ যাক রসাতলে, উন্নতির সিঁড়িতে চড়ুক সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। আর এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আধিপত্য যে জনগোষ্ঠীর, তারাই সেই লাভের গুড়টা খেয়ে নেবে!

সন্দেহ নেই, এই ধরনের প্রবণতা মণিপুরের জাতিগত ভেদাভেদের একাধিক ইস্যুকে তো আরও কয়েকশো বছরের জন্য জীবিত করে রাখবে, তেমনি এখানকার পরিস্থিতি আরও খারাপ থেকে খারাপতর হবে।

মণিপুরে মেইতেই বনাম কুকিদের জাতিগত স্বার্থের লড়াই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আরও তীব্র হয়েছে। কুকিরা বারবার তাঁদের উন্নত জীবন এবং কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে জমির অধিকার নিয়ে সরব। মণিপুরের হিংসার আড়ালে যে প্রশ্নটা বারবার উহ্য থেকে যাচ্ছে তা হল, এখানে বসবাসকারী ভিটেহীন মানুষের কথা। উহ্য থেকে যাচ্ছে জমির অধিকার পাওয়ার মতো ইস্যু।

২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্ট বলেছিল, মণিপুরে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা সেখানকার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। এবার এর সঙ্গে গত ১৪ বছরের আরও কিছু সংখ্যা যদি যোগ হয়, তাহলে এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। উত্তর-পূর্ব ভারতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যায় মণিপুর এই মুহূর্তে শীর্ষে। দ্য মণিপুর ল্যান্ড রেভেনিউ অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট ১৯৬০ অনুযায়ী সেখানে সকলের জন্য জমির কথা বলা হয়েছিল। এত বছরেও সেই কাজ শম্বুকের থেকে ধীরগতিতে এগিয়েছে।

এই অবস্থায় মণিপুরের বিগত সরকার যেভাবে একাধিক জমিকে রিয়েল এস্টেট এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অধিগ্রহণ করেছে, সেখানে জমির অধিকার নিয়ে মানুষের লড়াইয়ে কোনও সুরাহা হয়নি।

গত কয়েক বছরে মণিপুরে পার্বত্য এলাকা এবং উপত্যকায় জনসংখ্যা বাড়ছে হুহু করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মায়ানমারের মধ্যে দিয়ে অনুপ্রবেশ। মণিপুরের সীমান্ত উন্মুক্ত। নিরাপত্তাবাহিনী থাকলেও জঙ্গলের ও পাহাড়ের দুর্গমতার সুযোগ নিয়ে ঘটছে অনুপ্রবেশ। এই রকম পরিস্থিতিতে সরকার কোনওভাবেই ল্যান্ড সেটলমেন্ট নিয়ে কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপই করেনি। উলটে ফরেস্ট ল্যান্ডে দখলদারি থামাতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। এর ফলে প্রভাবিত হচ্ছে জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারীরা। যাদের অধিকাংশটাই কুকি জনজাতি। এরা ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সব অরণ্য অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। অরণ্যের জমিতে ফসল ফলিয়েই এদের দিনগুজরান।

সব মিলিয়ে জমি না থাকা মানুষের সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে মণিপুরে। ফসল উৎপাদনে কম পড়ছে জমি। দেখা দিচ্ছে খাদ্যসংকট। বলতে গেলে গত প্রায় এক দশকে মণিপুরে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন একটা স্থিতাবস্থায় দাঁড়িয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেইতেইদের সঙ্গে কুকিদের সশস্ত্র হিংসা। অধিকাংশ জমিতে এখন বাংকার। কোথাও কোথাও জমি ব্যবহার হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে।

সম্প্রতি এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মণিপুরে চাষযোগ্য জমি নিয়ে একটা সমীক্ষা করে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৩০ হাজার একর জমিতে এখনও চাষবাস বন্ধ। কারণ, এই সব জমিতে তৈরি হয়েছে বাংকার।

মণিপুরের জনজীবনে মেইতেইরা বরাবরই প্রভাবশালী। জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ মেইতেই। মণিপুরের নিয়ন্ত্রণ বরাবরই মেইতেই জনজাতি ভোগ করে আসছে। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে বড় ব্যবসায়ী, রাজনীতি- সর্বক্ষেত্রেই মেইতেইদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। মণিপুরের ষাট আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় মেইতেইদের দখলে ৪০টি আসন। কুকি-নাগাদের দখলে মণিপুরের পার্বত্য এলাকা। মূলত জঙ্গল এলাকাই কুকিদের ঠিকানা। মেইতেইদের সঙ্গে কুকি ও নাগাদের অধিকার রক্ষার লড়াই আজকের নয়, অন্তত ১০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। স্বাধীনতার পর থেকে এই লড়াই আরও তীব্র হয়েছে।

দুর্গম পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী কুকি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বারবার মেইতেইরা নানা ধরনের অনৈতিকতার অভিযোগে সরব হয়েছে। যার মধ্যে জঙ্গল ধ্বংস করা থেকে শুরু করে জঙ্গলের জমিতে মাদকের চাষ, একাধিক ধরনের দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্ম এবং সীমান্তপারে পাচারে যুক্ত থাকার মতো অভিযোগও রয়েছে। আবার কুকি ও নাগাদের পালটা অভিযোগ মেইতেইদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার বলীয়ানে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির।

এই গল্পগুলো গত ২ বছরে সকলেরই মুখস্থ। কিন্তু, বীরেন সিং সরকারের পতনের পর মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে। হিংসার বহরটাও কম হচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু, এর মধ্যে দিন কয়েক আগে ফের হিংসা। যে রাজ্যে এই মুহূর্তে একাধিক কেন্দ্রীয় প্যারামিলিটারি ফোর্স থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী মোতায়েন হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি, সেখানে উত্তেজনা থামানো যাচ্ছে না কেন?

আসলে যা শুনছি, তাতে বীরেন সরকারের পতনের পর থেকেই মেইতেইদের ধারণা হয়েছে, কেন্দ্রের সরকারের দমনপীড়ন তাঁদের ওপরেই বেশি হচ্ছে। সেই তুলনায় কুকিরা নিজেদের বারবার আক্রান্ত বলে সকলের সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যার ফলে মেইতেইদের এক চরমপন্থী সংগঠন আরামবাই টেঙ্গলের সিনিয়ার নেতা অসীম কানন সিং সহ ৭ জন গ্রেপ্তার হতেই উপত্যকায় হিংসা হয়। আর এই হিংসায় সমর্থন ছিল মেইতেই জনগোষ্ঠীর। সব মিলিয়ে দিশেহারা দশা প্রশাসনের। তারা বুঝে পাচ্ছে না, কী করবে।

পরে রাজ্যপালের দপ্তর থেকে জানানো হয়, ২০২০ সালের আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের এক মামলায় অসীমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই অসীম একটা সময় মণিপুর পুলিশে হেড কনস্টেবলও ছিলেন। ২০২৩ সালে তাঁর বিরুদ্ধে এক পুলিশ অফিসারকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগও আছে। এরপর খানিকটা হলেও মণিপুরের উপত্যকা এলাকায় জনজীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে।

এই মুহূর্তে প্রধান সমস্যাটা হল, রাষ্ট্রপতি শাসন বা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে মণিপুরের হিংসাকে থামানো যাবে না। এই হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রশাসন ঢিলেমি দিলেই ফের হিংসাদীর্ণ হবে মণিপুর। কারণ এর সমাজজীবনে যে সমস্যাগুলি নিহিত আছে, তার কোনও সুরাহা আজ অবধি বেরোয়নি। এর জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং নিঃস্বার্থভাবে মণিপুরের সব অধিবাসীর জন্য সরকারের কাজ করা। দেখা যাচ্ছে, সরকারে যে জনজাতির প্রতিনিধিত্ব বেশি, তাদের দাপটও বেশি হচ্ছে। এখন সেটা চলতে থাকলে মুশকিল। এই সঙ্গে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং মাদক ব্যবসাকে নির্মূল করতে না পারলে মণিপুরে অস্ত্রের ঝনঝনানি আরও বাড়বে।

মণিপুর এখন মোদি সরকারের কাছে বড় ধাঁধার নাম থেকে যাচ্ছে।

(লেখক গুয়াহাটির বাসিন্দা। সাংবাদিক)

আজ

২০১৪

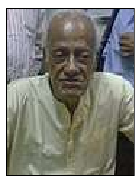

সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর প্রয়াণ আজকের দিনে।

১৯৮৬

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় কবি অমিয় চক্রবর্তীর।

আলোচিত

অন্ত্যজরা কথা বলতে পারেন কিনা, সেটা আর প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল সমাজ তাদের কথা কি শুনতে চায়? সংবিধান সেই সামাজিক দলিল, যা জাতপাত, দারিদ্র্য ও অবিচারের নির্মম সত্যকে অস্বীকার করে না। গভীর বৈষম্যের দেশে সকলে সমান, এমন ভানও করে না।

- বিচারপতি বিআর গাভাই

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে দলের নেতার জন্য ফুলের মালা নিয়ে গিয়েছিলেন এক কর্মী। সেখানে নেতা সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলেন। শুনে হাসতে দেখা যায় নেতাকে। কিন্তু মালা পরিয়েই তাঁকে সাঁটিয়ে পরপর চড় কষাতে থাকেন ওই কর্মী। হাততালি বন্ধ করে তাঁকে থামাতে যান অন্যরা।

ভাইরাল/২

পশুপ্রেমীর মৃত্যুতে বাঁদরের শোক। মৃতদেহটি খাটিয়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। বাঁদর মৃতদেহের পাশে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মৃতের মুখে স্নেহচুম্বন দেয়। দেহ চিতায় তোলা হলে বাঁদরটি সেখানেও হাজির। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন

জনমত

রেললাইন ঘুরিয়ে দিলেই হয়

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে আলিপুরদুয়ার শহরের যানজট সমস্যা নিরসনে অনেক প্রতিবেদন দেখতে পাচ্ছি। জানতে পারছি রাজ্য সরকার রেলকে আরওবি দিচ্ছে না। অপরদিকে, ওখানকার ব্যবসায়ীরা রেল ওভারব্রিজের বিরোধিতা করছেন।

যদি আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন সংলগ্ন রেল ওভারব্রিজ হয় তাহলে ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার মতে, এই রেললাইনটি যদি সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়া হয়, যদি কোচবিহারগামী এই রেলপথটি আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে বের হয়ে ১ নম্বর আসাম গেট হয়ে সলসলাবাড়ির দিকে একই লাইনে নিয়ে গিয়ে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন হয়ে একই লাইনে নিউ বাণেশ্বর অথবা পুরোনো বাণেশ্বর স্টেশন হয়ে নিউ কোচবিহার হয়ে দিনহাটা বা বামনহাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে কেমন হয়?

যদি এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অনেক ক'টি দিকে সুবিধা হবে। যেমন- প্রথমত, চারটি রেলগেটের (কোর্ট স্টেশনের সামনের রেলগেট, সুতলিপট্টির রেলগেট, আলিপুরদুয়ার স্টেশনের সামনের রেলগেট এবং বাবুপাড়ার রেলগেট) আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, এই রেলপথটির জমিতে আরেকটি বড় রাস্তা আলিপুরদুয়ার উপহার পাবে। তৃতীয়ত, পুরোনো রেলব্রিজকে ব্যবহার করে আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার একটা নতুন রাস্তা পাওয়া যাবে। চতুর্থত, কোচবিহারের জন্য নতুন রাস্তা যা পরবর্তীতে নতুন চারলেনের রাস্তার সঙ্গে সংযোজিত হলে আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা রাস্তার বর্তমান কালজানি ব্রিজে যানজট কম হবে। সর্বোপরি আলিপুরদুয়ার শহরের যানজট সমস্যা নিরসনে বিশাল ভূমিকা নেবে।

দেবু পালধী
সূর্যনগর, আলিপুরদুয়ার কোর্ট।

তালতলায় তৈরি হোক পর্যটনকেন্দ্র

তালতলা অনেক রয়েছে। কিন্তু এটি মালদা জেলার আইহো অঞ্চলের চেঁচাইচণ্ডী গ্রামে আইহো-শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামীণ সড়কের দুই ধারে। প্রায় ১ কিমি জুড়ে সারিবদ্ধ অগণিত তাল গাছের সমাহার। এই তালতলায় অনেক দূরদূরান্তের গ্রাম, শহর থেকে নেটিজেনরা ছুটে আসেন একটি সেলফির জন্য, সঙ্গে সময় কাটানোটাও বেশ ভালোই জমে। ইউটিউবের মতো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের কনটেন্ট ক্রিয়েটররা রিলস, ভ্লগ ও ফোটোগ্রাফাররা ছবি এবং ভিডিও শুট করতে আসেন।

পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রাপ্তবয়স্ক থেকে প্রবীণ লোকেরা নিত্যদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরোন এই মনোরম পরিবেশে। এককথায় এই তালতলা আট থেকে আশি প্রত্যেকের কাছে আকর্ষণীয়। পর্যটনকেন্দ্রের আদলে এই জায়গাটি সাজিয়ে তুললে আগামীদিনে আরও জনপ্রিয়তা বাড়বে। প্রত্যন্ত গ্রামের ব্যবসায়ীদের রুজিরোজগারের একটি মাধ্যম গড়ে উঠবে এবং আর্থিক দিক থেকে আরও উন্নয়নশীল হবে।

দুর্জয় বর্মন, আইহো, মালদা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চুরির অভিধানে কে চোর, কে চৌকিদার

সবুজ চুরি। পুকুর চুরি। মাঠ চুরি। চুরির শেষ নেই। যে গতিতে এসব হারিয়েছে, সেই গতিতে হারিয়েছে আমাদের শৈশব।

নীলাদ্রি দেব

মোবাইলে একটি ক্লিপ দেখলাম। ওর কিওয়ার্ড ধরে একই রকম আরও অজস্র ক্লিপ আসতে শুরু হল। সামাজিক মাধ্যমের প্রতিটি পরিবেশন সময়, মনোযোগ চুরি করছে। পছন্দকে পড়ে নিচ্ছে। পছন্দকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে। এই এআই যুগ দাঁড়িয়ে অ্যাটেনশন ইকনমির ওপর। জ্ঞানত অজ্ঞানত এরকম চুরির অংশ আমরা।

গোপনে অন্যের জিনিস আত্মসাৎকে চুরি বলে জানি। এর আওতাভুক্ত সুবিশাল পরিসর আছে। এই প্রবণতা অপরাধ নির্দেশ করে নীতিগত, আইনগতভাবে। শিশু বেড়ে ওঠার সময় থেকেই পারিবারিক পাঠে নির্দিষ্ট করা হয় মূল্যবোধ। ক্রমে চুরিকে চিহ্নিত করতে শিখি আমরা বা এর থেকে দূরত্ব রাখতে।

প্রায় চোখের সামনেই কত সবুজ চুরি হল। জনবিস্ফোরণ, শহর সম্প্রসারণের অজুহাতে বন কেটে চাষের জমি গড়ে উঠল, নগরায়ণ হল। আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর অংশ হলাম। আগে অনেক গ্রামীণ পরিবারে বৃক্ষ জাতীয় গাছের ঘন এলাকা থাকত, একে তাঁরা ফরেস্ট বলতেন। মানে ব্যক্তিগত ফরেস্ট। সেগুলোও ক্রমে ফিকে হয়েছে। কাঠের আসবাব, গৃহশোভা ইত্যাদি ছল ও ছলনা যে হারে গাছ নির্মূল করেছে, পরিবেশ দিবস ও বনমহোৎসবের শৌখিন বৃক্ষরোপণ সে হারে সবুজ ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

পুকুর চুরি। এ-ও এক পরিকল্পিত প্রকল্প। চারপাশ থেকে বুজিয়ে দিতে দিতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা গভীরতা কমিয়ে নিয়ে আসা। সময় সাপেক্ষ অথচ নিখুঁতভাবে একটি বাস্তুতন্ত্রকে সম্পূর্ণ মাটি চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা। আর তার ওপর শৌখিন বসতি নির্মাণ। গত

কয়েক দশকে এভাবে হারিয়ে গিয়েছে অজস্র জলা ও জলাশয়।

ছেলেবেলায় গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলোতে মামাবাড়ি বেড়াতে গেলে যে বিরাট মাঠে সকালে, দুপুরে, বিকেলে পালা করে ক্রিকেট চলত, আজ সেখানে মাঠ নেই। মাঠ, মাঠের পর নীচু জমি, ওপারের জঙ্গল, সবটা হারিয়েছে। একি চুরি নয়! সময় চুরি করেছে। গড়ে উঠেছে কংক্রিটের জঙ্গল। এই ছবি প্রত্যেক অঞ্চলের। যে গতিতে মাঠ হারিয়েছে, সে গতিতে শৈশব।

শুধু সাদা বা কালো তো নয়, ধূসর দীর্ঘ চরিত্র আমরা বহন করি। এতে চুরি বড় আদিম প্রবণতা। যদিও নিজেরা নিজেদের সেন্সর করতে চেষ্টা করি, নিয়ন্ত্রণ করতে। কিছু পরিবেশ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ দেয়। আর বশ্যতা স্বীকার করলেই অঘটন। শিকার করতে শিখে নিজেরাই শিকার হয়ে উঠি।

চুরি বললেই আমাদের চোখের সামনে সংশোধনাগারের ছবি আসে। মানে শাস্তির। কিছু শাস্তি চোখে দেখা যায়, কিছু যায় না। আজকের সময়ের গতি নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে স্বাভাবিক বিচার-বিশ্লেষণ। সমাজের প্রতি স্তরের চুরি গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। মানিয়ে নিতে শিখে গিয়েছি, বাধ্য করেছে কেউ বা বাধ্য হয়েছি।

সাম্প্রতিক দুটো ঘটনা যেন সমান্তরালে বয়ে গেল শিরদাঁড়া বরাবর। একদিকে, একটি পডকাস্টে দেশ থেকে ফেরার এক শিল্পপতি চুরিকে ঢাকতে চাইছেন রংবেরংয়ের পোশাকে। অন্যদিকে, সামান্য কিছুদিন আগেই একটি শিশু লিখে রেখে গিয়েছিল ওর নাম, রোল নম্বর। আর সামান্য চিপসের প্যাকেটের জন্য সেই শিশুটিকে হারিয়েছিলাম আমরা।

কতটা প্রতীক চুরি শব্দটি! বিবর্তনের সঙ্গে জটিল হতে থাকা, সহজের থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া, যোগাযোগের সাঁকো শীর্ণকায় হয়ে ওঠা কিংবা আমাদের স্বীকারোক্তির বাক্সটা হারিয়ে ফেলা... মনে হয় সুতোয় গিঁট লাগছে। অনেক সময় গিঁট খোলার পথ আমাদের হাতে থাকে না।

(লেখক সাহিত্যিক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৪

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। ঝগড়া, বিবাদ বা বিতর্ক ৩। নবরত্ন সভার এক রত্ন ৪। আব্দুল করিম খানের প্রতিষ্ঠিত সংগীতের ঘরানা ৫। গায়েগতরে শক্তিশালী ৭। মা যার বোন ১০। হালকা বা ভারহীন ১২। অবমাননা, অনাদর ১৪। মাঠে যে গোরু চরায় ১৫। পরিশ্রমে ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত ১৬। লঙ্কার রাবণ যাদের রাজা ছিলেন।

উপর-নীচ : ১। বিক্রির চুক্তিপত্র ২। বাড়ির ঠিকানা ৩। দুজনের মধ্যে খুব মনের মিল ৬। মেঘ ও বৃষ্টি ৮। জানা, ধারণা বা টের পাওয়া ৯। আহারের অন্ন বা পেটের ভাত ১১। বিছানা ছাড়ার পরও ঘোর কাটেনি ১৩। খিল বা গোঁজ, পেরেকও হতে পারে।

সমাধান ■ ৪১৬৩

পাশাপাশি : ২। ভূমিকম্প ৫। বাহিত ৬। পাটলিপুত্র ৮। গড় ৯। চিন ১১। জিয়নকাঠি ১৩। কয়লা ১৪। কলবিঙ্ক।

উপর-নীচ : ১। অবারিত ২। ভূত ৩। কপট ৪। কলত্র ৬। পাড় ৭। লিখন ৮। গর্দান ৯। চিঠি ১০। অপলাপ ১১। জিঞ্জির ১২। কাঙাল ১৩। কঙ্ক।

বিন্দুবিসর্গ

এসির তাপমাত্রায় রাশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : গরমে গলদঘর্ম হয়ে ঘরে ঢুকেই এসি-র কাঁটা ১৬-এ নামিয়ে দেওয়া দস্তুর আরামপ্রিয় শহুরেদের। কিন্তু সেই সুখের দিন শেষ। বাতানুকূল যন্ত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সীমা এবার বেঁধে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার জানিয়েছেন, ইচ্ছামতো আর এসির তাপমাত্রা কমানো বা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। শীঘ্রই এসির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় রাশ টানা হবে। ২০ থেকে ২৮ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হবে এসিকে। এ ব্যাপারে জারি হবে একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাও।

কেন্দ্রের এ হেন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এর ফলে শুধু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ই নয়, জনস্বাস্থ্যেরও উপকার হতে পারে। চিকিৎসক সুরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, '২২-২৪ ডিগ্রির মধ্যেই এসি-র তাপমাত্রা থাকা উচিত। এই সীমা নিরাপদ ও আরামদায়ক। বাইরে ও ভিতরের তাপমাত্রার ব্যবধান যত কম হবে, শরীর তত ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারবে।' চিকিৎসক প্রশান্ত সিনহা বলেন, 'অনেকেই না বুঝে এসি ১৬ বা ১৮ ডিগ্রি করে দেন, যা বাইরে থেকে এসে ভালো লাগলেও দীর্ঘমেয়াদে শরীরের ক্ষতি করে।'

কেন্দ্রের প্রাথমিক ভাবনা অনুযায়ী, বাতানুকূল যন্ত্রের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নীচে এবং ২৮ ডিগ্রির ওপরে রাখা যাবে না। এ নিয়ম বাড়ি থেকে অফিস সর্বত্রই চালু হবে।

সাধারণত এসির তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১৬ ডিগ্রি পর্যন্ত নামানো যায়। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়ানো যায় ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে বিষয়টি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, তা অবশ্য স্পষ্ট হয়নি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়। তিনি শুধু বলেছেন, পরিবেশ রক্ষার স্বার্থেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। অন্য কারণ হল, বিদ্যুতের সাশ্রয়।

অবশ্য বিদ্যুৎ বাঁচাতে এসির 'স্ট্যান্ডার্ড' তাপমাত্রা ২৪-২৫ ডিগ্রিতেই রাখতে বলা হয় ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি (বিইই)-র তরফে। ২০২০ সালে এই বিষয়ে একটি প্রত্যাদেশ দিয়েছিল বিইই। বিইই জানিয়েছিল, বিদ্যুতের সর্বাধিক সাশ্রয়ের জন্য ২৪-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকা উচিত এসির তাপমাত্রা। তার যত নীচে তাপমাত্রা নামানো হবে, ততই বিদ্যুৎ খরচ বেশি হবে। প্রতি এক ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ৬ শতাংশ বিদ্যুৎ বাঁচে। সেক্ষেত্রে ১৭-১৮ ডিগ্রির বদলে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এসি চললে অন্তত ৩৬ শতাংশ বিদ্যুৎ বাঁচবে। সেই হিসাবে ভারতে বছরে ১০০০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। এতে যেমন বিদ্যুৎ বাঁচবে, তেমনই কার্বন নিঃসরণও হবে কম। ফলে পরিবেশ দূষণ কম হবে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার লক্ষ্যে ভাবনা

- কেন্দ্র চাইছে এসি-র সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ থেকে ২৮ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে। এ বিষয়ে শীঘ্রই নির্দেশিকা জারি হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার।
- বিশেষজ্ঞদের মতে, ২২-২৪ ডিগ্রির মধ্যেই এসি-র তাপমাত্রা থাকা উচিত।
- ব্যুরো অফ এনার্জি এফিশিয়েন্সি (বিইই)-র পরামর্শ, এসির ডিফল্ট তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি রাখা উচিত। এতে স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে বিদ্যুৎ খরচ ও গ্রিডের ওপর চাপও কমে।
- বর্তমানে এসির তাপমাত্রার পরিসীমা ১৬ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

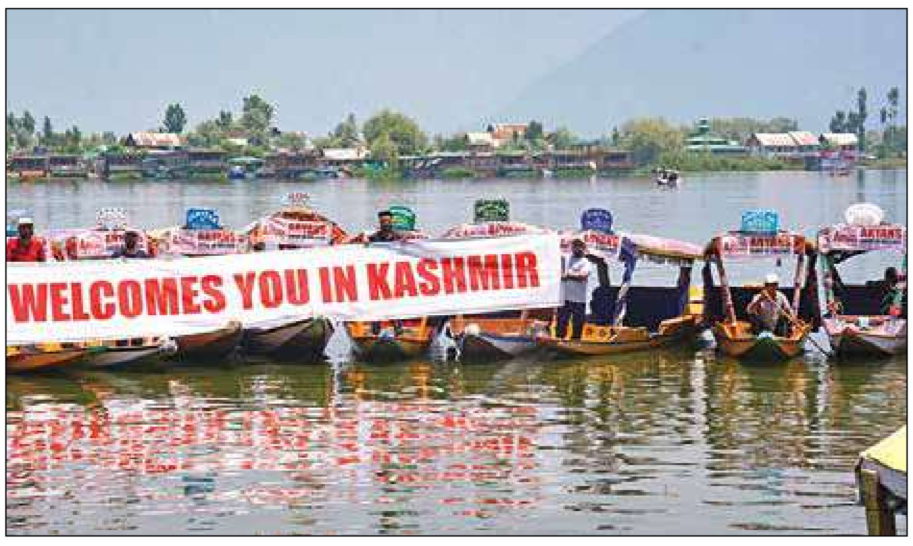

ভূস্বর্গে আপনাদের স্বাগত... ডাল লেকে শিকারায় পোস্টার। বুধবার শ্রীনগরে।

খুন কবুল সোনমের, দূরে সরল পরিবারও

শিলং ও ইন্দোর, ১১ জুন : বিয়ের ঠিক একমাস পর সোনম রঘুবংশী স্বীকার করলেন, মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে তিনিই খুন করিয়েছেন স্বামী রাজা রঘুবংশীকে। পুলিশি জেরার মুখে ভেঙে পড়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে নিজের মুখেই কবুল করেছেন চক্রান্তের কথা।

তবে ভারতীয় আইনে পুলিশের সামনে দেওয়া স্বীকারোক্তি আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য এবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সোনমের স্বীকারোক্তির বয়ান রেকর্ড করতে হবে তদন্তকারীদের।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশীকে কীভাবে খুন করা হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও ইতিমধ্যে সামনে এসেছে।

মেঘালয়ে ঘুরতে গিয়ে রাজা খুন হন। এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী সোনম এবং আরও চার তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজা খুনের সময় সোনম নীরবে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেও জানিয়েছে পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের পিছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং প্রেমঘটিত টানাপোড়েনের স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে।

পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) জানিয়েছে, ইন্দোর থেকে তিনজন ভাড়াটে খুনি—আকাশ, আনন্দ ও বিকাশ পর্যায়ক্রমে শিলং পৌঁছোয়, যাতে কারও সন্দেহ না হয়। সিসিটিভি ফুটেজ, ট্রেনের টিকিট ও আধার কার্ডের ফোটোকপি দিয়ে তাদের গতিবিধি নিশ্চিত করে পুলিশ।

২৩ মে রাজা-সোনম দম্পতির সঙ্গে ট্রেকিংয়ে যায় তিনজন খুনি পর্যটকের ছদ্মবেশে। স্থানীয় গাইড অ্যালবার্ট পরে জানান, তিনি তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দিলেও তারা তাতে রাজি হয়নি। বরং পর্যটকদের ভিড় এড়াতে একটি দুর্গম পথ বেছে নেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ট্রেক চলাকালীন সোনম ইচ্ছা করে পিছিয়ে পড়েন এবং ঠিক তখনই চিৎকার করে বলেন, 'মেরে দে!' এটাই ছিল হত্যার সংকেত। এরপর এক খুনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে রাজার ওপর হামলা চালায়। বাকি দুজনও তাঁর মাথা ও শরীরে আঘাত করে। এরপর রাজার দেহ একটি গভীর গিরিখাদে ফেলে দেওয়া হয়। সোনম হত্যাকারীদের সঙ্গে মিলে দেহ গোপন করা ও প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করেন বলে অভিযোগ।

হত্যার পর সোনম শিলং শহরে ফিরে আসেন, সেখান থেকে গুয়াহাটি হয়ে ট্রেনে ইন্দোর ফেরেন। খুনিরা আলাদা আলাদা পথে পালিয়ে মধ্যপ্রদেশে ফিরে যায়।

মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসাং জানিয়েছেন, এই মামলায় জড়িত চার অভিযুক্ত আকাশ রাজপুত (১৯), বিশাল সিং চৌহান (২২), রাজ সিং কুশওয়াহা (২১) এবং আনন্দ কুর্মি—সকলেই হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। রাজা রঘুবংশীর মৃতদেহ উদ্ধারের প্রায় দু'সপ্তাহ পর চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন তাঁর স্ত্রী সোনমের ভাই গোবিন্দ। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে আমার দিদিই এই খুন করেছে।' গোবিন্দ জানান, 'এই মামলার সব অভিযুক্তই রাজ কুশওয়াহার পরিচিত। আমরা সোনমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। রাজাভাইয়ের পরিবারের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং দোষী যে-ই হোক, তার কঠোরতম শাস্তির দাবি করছি। রাজার পরিবারের সঙ্গে আমরা আছি।'

ভিনধর্মে বিয়ের জেরে জেল, পরে জামিন

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : 'যব মিয়াঁ-বিবি রাজি, তো কেয়া করেগা কাজি'।

অতি পরিচিত এই লোককথাটি এবার উত্তরাখণ্ড সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ভিনধর্মে বিয়ে করে কারাবাসের ঘটনায় অভিযুক্ত মুসলিম তরুণের জামিন মঞ্জুর করে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে তিরস্কার করল সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'পাত্র-পাত্রী দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্ক। উভয়ের পরিবারের উপস্থিতিতেই তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দুই পরিবারই পাত্র-পাত্রীর ধর্ম সম্পর্কে জানত। নিজেদের বাবা, মা, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছা মেনে ওই তরুণী ও অভিযুক্ত মুসলিম তরুণ যখন একত্রে বাস করছেন, তখন রাষ্ট্র সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।' অভিযুক্তকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুর থানায় পাত্রীপক্ষের দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং কিছু সংগঠনের তরফে দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে অভিযুক্ত আমন সিদ্দিকী ওরফে আমন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে উত্তরাখণ্ড ধর্মের স্বাধীনতা আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। জামিন চেয়ে প্রথমে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আমন সিদ্দিকী। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁর জামিন মঞ্জুর করেনি। ফলে দীর্ঘ ৬ মাস ধরে কারাবন্দি আমন সিদ্দিকী। তাঁর আইনজীবী শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছেন, ওই দম্পতি দেখাশোনা করেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরই কিছু লোক এবং সংগঠন ওই সম্পর্কে আপত্তি তোলে।

সিদ্দিকী খুনের চক্রী ধৃত

মুম্বই, ১১ জুন : মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ও এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকী খুনের মূল চক্রী বলে অভিযুক্ত জিশান আখতার ধরা পড়েছে। মঙ্গলবার কানাডায় তাকে আটক করা হয়েছে। মুম্বই পুলিশ সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। বাবা সিদ্দিকী খুন হন ২০২৪-এর ১২ অক্টোবর। মুম্বইয়ে তাঁর ছেলের অফিসের সামনে দুষ্কৃতীরা তাঁকে গুলি করেছিল। ঘটনার পর থেকেই ফেরার ছিল জিশান।

আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ৭৮তম জন্মদিবসে ৭৮ কেজির লাড্ডু কাটতে তলোয়ার উপহার ভক্তদের।

জীবনরেখা হল সংবিধান : গাভাই

লন্ডন, ১১ জুন : জাতপাতের নির্মম সত্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তুলে ধরলেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। তাঁর সাফ কথা, যে সমস্ত বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কথা কখনও শোনাও যেত না তাঁদের হৃদস্পন্দনও সংবিধানে শোনা যায়। বক্তৃতার সূচনা করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বহু দশক আগে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অস্পৃশ্য বলা হত। তাঁদের বলা হত অপবিত্র। তাঁদের কোনও অস্তিত্বই নেই বলে জানানো হত। তাঁদের নিজেদের কথাটুকু বলতেও বাধা দেওয়া হত। কিন্তু সেই সমস্ত মানুষেরই একজন দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে থেকে আজ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছেন।'

সংবিধানকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে অষ্টাদশ লোকসভায় পথ চলা শুরু করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। সংবিধানের ওপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ হচ্ছে বলেও বারবার অভিযোগ করেন তাঁরা। এবার সংবিধানকে দেশের নাগরিকদের জীবনরেখা বলে মন্তব্য করে তার শক্তি স্মরণ করেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, 'অক্সফোর্ড ইউনিয়নে আজ আমি দাঁড়িয়ে বলতে পারি, ভারতের সবথেকে প্রান্তিক নাগরিকদের কাছে সংবিধান শুধুমাত্র একটি আইনের সনদ কিংবা রাজনৈতিক কাঠামো নয়। এটি একটি ভাবধারা, জীবনরেখা, নিঃশব্দ বিপ্লব যা কালি দিয়ে লেখা আছে। পুরসভার স্কুল থেকে দেশের প্রধান বিচারপতির দপ্তর পর্যন্ত এটি আমার চলার পথের পাথেয় হয়েছিল।' গাভাইয়ের মতে, 'সংবিধান দেশের জনগণকে তাঁদের অধিকারের কথা জানিয়েছে। তাঁরা যাতে নিজেদের কথা বলতে পারেন।'

> বহু দশক আগে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অস্পৃশ্য বলা হত। তাঁদের বলা হত অপবিত্র। তাঁদের কোনও অস্তিত্বই নেই বলে জানানো হত। তাঁদের নিজেদের কথাটুকু বলতেও বাধা দেওয়া হত। কিন্তু সেই সমস্ত মানুষেরই একজন দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে থেকে আজ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছেন।
>
> **বিআর গাভাই,** *প্রধান বিচারপতি*

সিদ্দাকে ক্লিনচিট

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্টের ঘটনাকে নিছকই একটি দুর্ঘটনা বলে দাবি করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সরকারকে ক্লিনচিট দিয়ে কুম্ভমেলার সময় এবং করোনাকালে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ৪ জুন বেঙ্গালুরুতে ১১ জন পদপিষ্ট হয়ে মারা যান। সেই ঘটনায় বিজেপি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের পদত্যাগের দাবি তুলেছে। তা খণ্ডন করতে গিয়ে খাড়গের পালটা বক্তব্য, 'কুম্ভমেলায়

পদপিষ্টের ঘটনায় কেউ কি পদত্যাগ করেছিলেন? আমি বেশি কথা বলি না। কিন্তু কুম্ভে লক্ষাধিক মানুষ স্নান করেছিলেন। গঙ্গায় বহু মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখা গিয়েছিল। সেইসময় কি যোগী পদত্যাগ করেছিলেন? এই ঘটনায় (বেঙ্গালুরু পদপিষ্ট) নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। তবে আমাদের নেতারা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।' সিদ্দারামাইয়া এবং ডিকে শিবকুমার দিল্লি এসে খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখাও করেছেন।

পহলগাম
মোদিকে প্রশ্ন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : অপারেশন সিঁদুর সফল বলে বারবার দাবি করেছে কেন্দ্র। বিদেশ থেকে ফিরে আসা সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দৌত্যের সাধুবাদও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অবস্থায় পহলগাম পরবর্তী পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের কৌশল কী হতে চলেছে, তা জানতে চাইল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনে কেন্দ্রের সুরক্ষা এবং বিদেশনীতির চ্যালেঞ্জগুলি কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনার দাবি তুলেছে তারা। কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে চারটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছি। যে প্রতিনিধি দলগুলিকে বিদেশে দৌত্য করতে পাঠানো হয়েছিল, তাদের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেখা করেছেন। এবার কি উনি সর্বদলীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন? বিরোধী দলগুলির নেতাদের সঙ্গে উনি কি কথা বলবেন?' রমেশের প্রশ্ন, 'ইন্ডিয়া জোট বারবার সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলেছিল। কিন্তু তার উত্তর দেওয়া হয়নি। ২১ জুলাই থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সরকার কি বাদল অধিবেশনে সংসদে দু-দিন ধরে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবে?'

কার্গিল যুদ্ধের পর বর্তমান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বাবা কে সুব্রহ্মণিয়ামের নেতৃত্বে কার্গিল রিভিউ কমিটি গঠন করেছিল তৎকালীন বাজপেয়ী সরকার। সেই রিপোর্ট সংসদে পেশও করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ তুলে রমেশের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার কি কার্গিল রিপোর্টের ধাঁচে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিশ্লেষণ করার জন্য কোনও কমিটি গঠন করবে এবং তার রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হবে?'

নমো-কণ্ঠ

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : তাঁর ভক্ত যেমন হিন্দুরা, তেমনই মুসলিমরা। মরমি কবি ও সন্ত কবীর দাসের জন্মবার্ষিকীতে বুধবার শ্রদ্ধা অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বার্তা, যাবতীয় কুসংস্কার দূর করতে কবীরের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। কবীরকে নিয়ে একটি ভিডিও মন্তাজে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন তিনি। তাতে নেপথ্য কণ্ঠ দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। পোস্টে কবীরের একাধিক ও কবীরের প্রতি মোদির শ্রদ্ধা নিবেদনের ছবি রয়েছে। চলতি বছরে বিহার বিধানসভার ভোট। তারপর অসম, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। তার আগে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিতে মোদির শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তাৎপর্যপূর্ণ।

লন্ডনে বিক্ষোভের মুখে ইউনূস

লন্ডন, ১১ জুন : ব্রিটেন সফরে গিয়ে আওয়ামি লিগের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মুহাম্মদ ইউনূস। লন্ডনে ডরচেস্টার হোটেলে উঠেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। মঙ্গলবার সেই হোটেলের বাইরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান আওয়ামি লিগের প্রবাসী কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুনামগঞ্জ-১ আসনের প্রাক্তন সাংসদ রণজিৎ সরকার, হবিগঞ্জ-৩ আসনের প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ আবু জাহির ও সিলেট মহানগর আওয়ামি লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিধানকুমার সরকার।

পালাবদলের পর আওয়ামি লিগের বহু নেতা বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। রণজিৎ সরকার, মহম্মদ আবু জাহিররা রয়েছেন লন্ডনে। এদিন বিক্ষোভের সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ হলেও ব্রিটেনে শেখ হাসিনার দলের প্রভাব কতটা, ডরচেস্টার হোটেলের বাইরের ভিড় থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে। ইউনূসের কুশপুতুলে মালা পরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। একটি ডাস্টবিনে প্রধান উপদেষ্টা এবং তাঁর প্রেস সচিব শফিকুর আলমের ছবি লাগিয়ে দেন তাঁরা। বাংলাদেশ রাজাকার ও জামায়াতের দখলে চলে গিয়েছে বলে কালো পতাকা হাতে স্লোগান দিতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। সোমবার লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে ইউনূসকে স্বাগত জানাতে যাননি ব্রিটিশ সরকারের কোনও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বাংলাদেশ সরকারের তরফে প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে ইউনূসের বৈঠকের কথা জানানো হলেও ব্রিটিশ সরকার সরকারিভাবে কিছু জানায়নি। বুধবার ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ব্রিটেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জনাথন পাওয়েল।

মোদি সাক্ষাতে করোনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। বিভিন্ন রাজ্য থেকে করোনা সংক্রামিত রোগীর খোঁজ মিলছে। বেশ কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে করোনায়। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

একটি সূত্রের খবর, করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এলে তবেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। এহেন শর্তে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা ছড়িয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নিজের বাসভবনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সহ প্রায় ৭০ জন বিজেপি নেতানেত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠকের আগে প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষা করানো হয়। শুধু সাক্ষাৎ-প্রার্থীরাই নন, যে সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন তাঁদেরও আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০৬ জন নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। কেরলে একদিনে ১৭০ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। গুজরাটে নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন ১১৪ জন।

জানলা-রাস্তায় সৌরবিদ্যুৎ

আমস্টারডাম, ১১ জুন : শক্তি সংকটের আবহে পরিবেশবান্ধব শক্তির সন্ধানে বিশ্বজুড়ে চলছে নানা ধরনের উদ্ভাবনী চেষ্টা। সেই ধারাতেই এশিয়া এবং ইউরোপের দুটি দেশের তৈরি প্রযুক্তি সম্প্রতি আলোড়ন তুলেছে।

নেদারল্যান্ডসের উটরেখটের কাছে একটি শহরে একটুকরো রাস্তাকেই পুরোদস্তুর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বানিয়ে ফেলা হয়েছে! প্রকল্পের নাম সোলারোড। এই রাস্তা শক্ত কাচের তৈরি। রাস্তার নীচে বসানো হয়েছে সৌরকোষ। পথচারী বা সাইকেল আরোহীরা যখন এই রাস্তায় চলাফেরা করেন, তখন প্যানেলগুলি সূর্যের আলো শুষে তা বিদ্যুতে বদলে দেয়। তারপর তা সরবরাহ করা হয় গ্রিডে।

একটি ছোট ডাচ পরিবারের সারা বছরে যতটা বিদ্যুতের প্রয়োজন (মোটামুটি ৩ হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টা) হয়, তার দ্বিগুণেরও বেশি (৯,৮০০ কেডব্লিউএইচ) বিদ্যুৎ মাত্র ছ'মাসেই মিলেছে ওই একটুকরো সোলারোড থেকে। তাও আবার এই বিদ্যুৎ তৈরি হয়েছে শুধু বাইক চালিয়েই! তাছাড়া এই সৌরপ্যানেলগুলি সব ধরনের আবহাওয়ায় কাজ করতে পারে। তাই চাইলে যে কোনও দেশই কাজে লাগাতে পারে এই প্রযুক্তিকে।

নেদারল্যান্ডসে ফাঁকা জমি প্রায় নেই। সৌরফার্ম গড়তে ভরসা কেবল রাস্তা আর পার্কিং লট। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন জানলার কাচের মতো স্বচ্ছ প্রায় অদৃশ্য সৌরপ্যানেল। 'স্বচ্ছ সৌরপ্যানেলগুলি জানলার কাচে বসানো যাবে, যা আলো আটকে না রেখেও ত বিদ্যুৎ তৈরি করবে।

এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যেতে পারে আমাদের বাড়িঘর, অফিস বা বহুতল ভবনগুলিতে।

বিদেশি শত্রু মুক্ত করার ডাক ট্রাম্পের

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১১ জুন : সরকারের অভিবাসন নীতির বিরোধিতায় টানা পঞ্চম দিন উত্তাল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস। বুধবারও শহরের নানা জায়গায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। জারি করা হয়েছে কার্ফিউ। বিক্ষোভকারীদের দেখা মাত্র গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। তারপরেও প্রতিবাদ থামছে না। বরং লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলি এলাকায় উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে রবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হয়েছে। এদিকে বিক্ষোভকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ, শহরের নিয়ন্ত্রণ অভিবাসীদের হাতে চলে গিয়েছে। আন্দোলন ঠেকাতে সেনা শাসন জারি করার বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তিনি।

এদিন উত্তর ক্যারোলিনায় মার্কিন সেনার এক ঘাঁটি পরিদর্শন করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'এই পরিস্থিতি তৈরি হবে ভেবে আমাদের সেনারা বিদেশে গিয়ে নিজেদের রক্ত দেননি। ক্যালিফোর্নিয়ায় বিক্ষোভ আমেরিকার শান্তি ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস। বিক্ষোভকারীদের হাতে বিদেশি পতাকা দেখা যাচ্ছে। গোটা এলাকা এখন আন্তর্জাতিক গ্যাং এবং সমাজবিরোধীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। শহরকে আমরা বিদেশি শত্রুমুক্ত করবই। এটি আবার নিরাপদ জায়গায় পরিণত হবে।'

কয়েক হাজার পুলিশকর্মীর পাশাপাশি লস অ্যাঞ্জেলেসে ৪ হাজার ন্যাশনাল গার্ড এবং ৭০০ মেরিন কমান্ডো মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। এজন্য ১৩৪ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে বলে পেন্টাগনের তরফে জানানো হয়েছে। অশান্তি না থামলে শহরে সেনা সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে ট্রাম্প সরকার যেভাবে লস অ্যাঞ্জেলেসে বিক্ষোভ দমন করতে চাইছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা। তাঁদের মতে, এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়বে।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর নিউসাম জানান, তাঁকে না জানিয়েই লস অ্যাঞ্জেলেসে সেনা শাসনের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প।

এদিন শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করলেও সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ প্রধান জিম ম্যাগডোনেল। তিনি বলেন, '২৩টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। বহু গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে জনতা। আমরা কারও কণ্ঠরুদ্ধ করতে ধরপাকড় চালাচ্ছি না। জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

প্রেসিডেন্ট বার্তা

- ক্যালিফোর্নিয়ায় বিক্ষোভ আমেরিকার শান্তি ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী
- আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস
- বিক্ষোভকারীদের হাতে বিদেশি পতাকা দেখা যাচ্ছে
- এলাকাটা এখন আন্তর্জাতিক গ্যাং এবং সমাজবিরোধীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে
- শহরকে আমরা বিদেশি শত্রুমুক্ত করবই

দুঃখিত বলে চর্চায় মাস্ক

ওয়াশিংটন, ১১ জুন : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধে ইতি টানার বার্তা দিলেন এলন মাস্ক। বুধবার এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্পর্কে করা কিছু পোস্টের জন্য আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে।' দিনকয়েক আগে ট্রাম্পের বিশেষ উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন মাস্ক। তারপর ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একাধিকবার তোপ দেগেছেন টেসলা, স্পেসএক্স কর্তা। ট্রাম্পের একটি আর্থিক বিল নিয়েও কটাক্ষ করেছেন। পালটা মাস্কের একটি সংস্থাকে সরকারি অনুদান বন্ধ এবং অন্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিলের হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। মাস্ক ডেমোক্র্যাটদের আর্থিক সাহায্য করলে তার ফল মারাত্মক হবে বলেও ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট। এই পরিস্থিতিতে মাস্কের সাম্প্রতিক বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কুমারগঞ্জ, ১১ জুন : কুমারগঞ্জ ব্লকের মোহনা সুন্দরতলায় মঙ্গলবার অষ্টম শ্রেণির এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতা তার দাদু-দিদার সঙ্গে থাকত। তার বাবা বহুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন এবং মা মালদায় একটি নার্সিংহোমে চাকরি করেন। সম্প্রতি ওই নাবালিকার সঙ্গে এলাকার এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এই সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তি চলছিল। এই অশান্তির জেরে এদিন নাবালিকার দাদু তাকে কুমারগঞ্জে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে বিকেলে পরিবারের সদস্যরা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরিবারের দাবি, মানসিক চাপে পড়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছাত্রীটি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে পুলিশ মৃতার মোবাইল খতিয়ে দেখছে। নাবালিকার প্রেমিক ও তার পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

কয়েক মাস ধরেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে। এবিষয়ে বিশিষ্ট মনোবিদ প্রদীপ সাহা বলেন, এই প্রজন্ম সম্পর্কের কৃত্রিমতা দেখে বড় হচ্ছে। ফলে তাদের অবচেতন মনে এর প্রভাব পড়ছে। এর ফলে ঠুনকো কারণে আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিচ্ছে কমবয়সিরা।

বাজেয়াপ্ত মাদক, ধৃত ২

বহরমপুর, ১১ জুন : স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও জঙ্গিপুর পুলিশের যৌথ উদ্যোগে মিলল বড়সড়ো সাফল্য। সুদূর অসম থেকে কোটি টাকার মাদক অন্যত্র পাচারের আগেই গ্রেপ্তার জোড়া মাদক কারবারি। ঘটনায় এদিন ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের সাহেবনগর এলাকায়। জানা যায়, অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় দিল রহমান শেখ ও জালালুদ্দিন বড়ভুঁইয়া নামের ওই দুই ব্যক্তিকে। জালালুদ্দিনের বাড়ি অসমে। রহমানের বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি এলাকায়। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে ১.৫ কেজি উন্নতমানের হেরোইন প্যাকেটবন্দি অবস্থায় বাজেয়াপ্ত হয়। যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ১.২৫ কোটি টাকার অধিক। উভয়কে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের এনডিপিএস আদালতে তোলা হবে।

চাঁচলে চুরিতে গ্রেপ্তার এক

চাঁচল, ১১ জুন : চলতি মাসের ৩ তারিখ চাঁচল থানার রানিপুর এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। কাঁসার বাসনপত্র, সিলিং ফ্যান, রুপোর গয়না সহ প্রায় ২০ হাজার টাকার জিনিস চুরি হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে চুরিতে জড়িত এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম রিপন (২১)। বাড়ি ভাগবতিপুর এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে চুরি হওয়া সামগ্রী। ধৃতকে বুধবার চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, 'জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, ধৃত তরুণ একাই জড়িত ছিল এই ঘটনায়। তার কাছ থেকেই চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিস উদ্ধার হয়েছে।'

মাটিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক

করণদিঘি, ১১ জুন : প্রশাসনের নির্দেশ উপেক্ষা করেই দিনের আলোয় নদী থেকে মাটি সরিয়ে নেওয়ার সময় করণদিঘি থানার পুলিশ বুধবার ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আটক করা হয়েছে মাটিবোঝাই ট্র্যাক্টরও। করণদিঘি থানার পুলিশ জানিয়েছে, পাচারকারীদের হাতেনাতে ধরা হয়েছে। বসির আলি, চন্দ্রশেখর মাহাতো, পাপ্পু মাহাতো ও প্রতাপ মাহাতো নামে ৪ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে এদিন ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ফরাক্কা, ১১ জুন : বাইক নিয়ে রাস্তা পারাপার করার সময় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃতের নাম মহাদেব হালদার (৬৫)। মঙ্গলবার রাতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের নিউ ফরাক্কা ট্রাফিক মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। ঘাতক লরিটিকে পুলিশ আটক করেছে। যদিও লরির চালক পলাতক। রাজ্য তৃণমূলের সহ সভাপতি মইনুল হক জানান, ওই মোড়ে নতুন ট্রাফিক সিগন্যাল সিস্টেম চালু হয়েছে। যদিও স্থানীয়দের দাবি, গাড়ি না থাকলেও দীর্ঘক্ষণ ধরে ওই মোড়ে লাল আলো জ্বলে থাকে। ফলে অনেক সময় রাস্তা পার করার সময় মানুষ ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। ম্যানুয়াল সিগন্যাল কন্ট্রোলিং ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

হাইকোর্টের রায়ে খুশি নয় বহরমপুরে নিহত সুতপার পরিবার

ফাঁসির সাজা বদলে যাবজ্জীবন

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ১১ জুন : ২০২২ সালের ২ মে বহরমপুরে কলেজের ছাত্রী সুতপা চৌধুরী হত্যাকাণ্ডে ফাঁসির সাজা রদ করে দিল আদালত। নিম্ন আদালতের দেওয়া ফাঁসির নির্দেশ রদ করে দোষীর আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নির্দেশ, ৪০ বছরের আগে সাজা মাফ চেয়ে আবেদন পর্যন্ত করা যাবে না। অর্থাৎ ২০৬২ সালের মে মাসের আগে সাজা কমানোর আবেদন করতে পারবে না সুতপা খুনে দোষী সাব্যস্ত তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক সুশান্ত চৌধুরী। তবে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে খুশি নয় সুতপার পরিবার।

সাধারণত যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা সংশোধনাগারে থাকাকালীন প্রত্যেক ১২ বছর অন্তর সাজা কমানোর আবেদন করতে পারে। তাই বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়কে নজিরবিহীন বলছেন অনেকে। যদিও উচ্চ আদালতের নির্দেশে খুশি নয় সুতপার পরিবার। আর ফাঁসির সাজা রদ হওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে সুশান্তর পরিবার। প্রসঙ্গত, মালদা শহরের বাসিন্দা সুতপা চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল পুরাতন মালদার তরুণ সুশান্ত চৌধুরীর। কিন্তু সুতপা পরবর্তীতে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসে। প্রেমে প্রত্যাখ্যানের পরেই সুতপাকে বিভিন্নভাবে বিরক্ত এবং উত্ত্যক্ত করত সুশান্ত। তাই সুতপার পরিবার তাঁকে বহরমপুরে একটি কলেজে ভর্তি করে। গোরাবাজারের একটি মেসবাড়িতে ভাড়া থাকতেন সুতপা। কিন্তু মালদা ছেড়ে গেলেও রেহাই মেলেনি। নিজের প্রাক্তন প্রেমিকার বহরমপুরে থাকার খবর জানতে পেরে পিছু নেয় সুশান্ত। সে-ও সেখানে ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে এবং সুতপাকে গোপনে অনুসরণ করতে থাকে। সুতপাকে খুন করার জন্য একটি ছুরি এবং খেলনা বন্দুক কেনে। তারপর আসে সেই অভিশপ্ত সন্ধ্যা। সুতপার মেসবাড়ির সামনেই সুশান্ত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি কোপ মারতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বাঁচানোর চেষ্টা করতে গেলে খেলনা বন্দুক দিয়ে ভয় দেখায়। সুতপার শরীরে ৪২টি ক্ষতচিহ্ন মিলেছিল। এই ঘটনায় ২০২৩ সালের ৩১ অগাস্ট বহরমপুরের তৃতীয় ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের অতিরিক্ত ও জেলা দায়রা বিচারক সন্তোষকুমার পাঠক সুশান্তকে ফাঁসির সাজা শোনান। তারপরেই সুশান্তর আইনজীবী এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সুতপার বাবা স্বাধীনকুমার চৌধুরী বলেন, 'নিম্ন আদালতের রায়ে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু আজকের এই রায় আমরা মেনে নিতে পারছি না। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি, যাতে এই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়।'

সুশান্তর ভাই সুরজিৎ চৌধুরী বলেন, 'সুতপার পরিবার যেভাবে আমার দাদার ওপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করেছিল, তারপর দাদা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। ফাঁসির আদেশ রদ হওয়াতে স্বস্তি পাচ্ছি। আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতের পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

কী নির্দেশ

- ২০২২ সালের ২ মে বহরমপুরে খুন হন কলেজের ছাত্রী সুতপা চৌধুরী
- নিম্ন আদালতের দেওয়া ফাঁসির নির্দেশ রদ করে দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়
- ২০৬২ সালের মে মাসের আগে সাজা কমানোর আবেদন করতে পারবে না সুতপা খুনে দোষী সাব্যস্ত তার প্রাক্তন প্রেমিক সুশান্ত চৌধুরী

হরিরামপুরে আক্রান্ত শাসকদলের নেতা

হরিরামপুর, ১১ জুন : তৃণমূল পরিচালিত হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফিরোজ আলম প্রতিবেশীর হাতে বেধড়ক মার খেলেন। আবার সহ সভাপতির বিরুদ্ধে পালটা মার দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ফিরোজের প্রতিবেশী আজমিরা খাতুন। সকলেই হরিরামপুর থানার বাগিচাপুর পঞ্চায়েতের গুড়খের গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ওই গ্রামের মাঠে।

মার খেয়ে প্রথমে হরিরামপুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা হয় ফিরোজের। পরে মালদায় চিকিৎসা করাতে যাওয়ার আগে তিনি বলেন, 'কয়েকদিন ধরে শুনছিলাম গ্রামে বাইরের লোকজন আসছে। মঙ্গলবার রাতেও সেই কথা শুনতে পাই। এই নিয়ে আমি কোনও খোঁজখবর নিইনি। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ গ্রামের নুর আলম ও সাহেনশা আলম এসে আমাকে গালিগালাজ করতে শুরু করে। পরে আরও কয়েকজন এসে আমাকে বেধড়ক মারে। আমার চিৎকারে গ্রামের মানুষজন ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।' ফিরোজ হরিরামপুর থানায় ৫ জনের নামে লিখিত অভিযোগ করেছেন। পুলিশ অভিযুক্তদের মধ্যে সাদেকুল ইসলাম ও সাহেনশা আলমকে গ্রেপ্তার করেছে।

সাদেকুল ইসলামের স্ত্রী আজমিরা খাতুন আবার ফিরোজ আলম সহ তার পরিবারের পাঁচজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন হরিরামপুর থানায়। আজমিরার অভিযোগ, ফিরোজ ও ফিরোজের ভাইরা মিলে সাদেকুলকে পিটিয়েছে।

আহত ফিরোজ আলম।

জানা যাবে একদিন আগে

প্রথম পাতার পর

জানা যেত ট্রেন ছাড়ার চার ঘণ্টা আগে। এই অনিশ্চয়তায় কেউ কেউ অন্য চেষ্টা করে থাকেন বা যাত্রা বাতিল করেন। সেই সমস্যার সমাধান হবে রেলমন্ত্রকের নতুন সিদ্ধান্তে। মন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বুধবার বলেন, 'এই পদ্ধতিতে যাত্রীদের অনিশ্চয়তা কিছুটা হলেও কমবে। স্টেশনে পৌঁছোনোর আগেই তাঁরা জানতে পারবেন টিকিট কনফার্ম হয়েছে কি না। এতে যাত্রার পরিকল্পনা আরও ভালোভাবে করা যাবে।'

রেল আধিকারিকদের মতে, নতুন ব্যবস্থা চালু হলে যাত্রীরা কেউ চাইলে অন্য ট্রেনের টিকিট কাটতে বা বাতিল করতে পারবেন। রেলের পক্ষেও যাত্রীদের চাপ বুঝে প্রয়োজনমতো অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করা অথবা অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

তবে রেল এখনও নিশ্চিত নয় যে, ২৪ ঘণ্টা আগে তালিকা প্রকাশের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় তালিকা করা যাবে কি না। কারণ, অনেক যাত্রী শেষ মুহূর্তে টিকিট বাতিল করেন। তখন কিছু আসন খালি হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। এখন ট্রেন ছাড়ার চার ঘণ্টা আগে প্রথম এবং আধ ঘণ্টা আগে তৈরি হয় দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত তালিকা।

প্রথম পর্যায়ে পশ্চিম রেলের বিকানের ডিভিশনে প্রকল্পটি চালু হলেও, খুব দ্রুত অন্য ডিভিশনে চালু হবে বলে রেল সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

৫০ টাকা না পেয়ে

প্রথম পাতার পর

জয়ের মামা অমল সূত্রধর বলেন, 'গতকাল আমি কাজ করে বাড়ি ফিরছিলাম। সেই সময় দেখি ভাগ্নেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমিও হাসপাতালে যাই। তাকে বাঁচানো যায়নি। পরে জানতে পারি ও তার মায়ের কাছ থেকে ৫০ টাকা চেয়েছিল। তা না দেওয়ায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, এবিষয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ঋতব্রত চট্টোপাধ্যায় বলেন, আগেও লোক আত্মহত্যা করত। তবে এখন আত্মহত্যার পেছনে কারণের ধরন পালটেছে। ছোট ছোট কারণেই ছেলেমেয়েরা এমন চরমতম সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। বর্তমান সমাজে প্রতিযোগিতা কাজ করে। যার ফলে বাড়ছে নানান চাহিদা। সেই চাহিদা পূরণ না হলেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা।

বিধানসভা

প্রথম পাতার পর

পরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'হাম্পিং ডাম্পিং লায়ার- কী নোংরা ভাষা! বিধানসভার ভিতরে তো অশালীন শব্দ ব্যবহার করা যায় না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করলেন। এই স্পিকারের শিরদাঁড়া নেই। ক্ষমতা থাকলে হিন্দু এলাকায় দাঁড়ান। ওঁকে লোক ভোটে কাপড় কাচার মতো কাচবে।' অনুব্রতকে নিশানা করেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীও। তিনি বলেন, 'পুলিশকর্তার মা ও স্ত্রীকে নোংরা গালিগালাজ করার পরেও অনুব্রত কী করে বাইরে থাকেন? তিহার জেলের ভাত খেয়েও অনুব্রত শোধরাননি।'

রোদের তেজ থেকে বাঁচার চেষ্টা। বুধবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

গরমে হাঁসফাঁস, ব্লকে ব্লকে মেডিকেল টিম

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১১ জুন : রাজ্যজুড়ে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। সবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে গরমের ছুটি শেষ হয়েছে। কিন্তু ছুটি শেষ হলেও স্কুলে সেভাবে পড়ুয়াদের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে না।

শিক্ষকরা জানালেন, বর্তমানে তীব্র গরমের মধ্যে স্কুলে আসতে চাইছে না পড়ুয়ারা। যে গুটিকতক আসছে তারাও মাঝেমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মালদা জেলাজুড়ে প্রাইমারি স্কুলগুলি যেন সকালে করা হয় তার জন্য আর্জি জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

এব্যাপারে মালদা জেলা প্রাথমিক কাউন্সিলের তরফে সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলিতে মর্নিং সেশন করার জন্য রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে আবেদন পাঠানো হয়েছে।

বুধবার মালদা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানালেন, পড়ুয়ারা গরমের মধ্যে অসুস্থ হলে জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের চিকিৎসার জন্য ব্লকভিত্তিক মেডিকেল টিম গঠন করা করা হয়েছে। এক অভিভাবক মানিক দাস বলেন, 'যখন বৃষ্টি পড়ছিল তখন গরমের ছুটি দেওয়া হল। আর এখন গরমের সময় স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে। স্কুল গিয়ে ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাই সকালে স্কুল হলে ভালো হয়।'

এদিকে তীব্র গরম পড়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে। গোয়ালপোখর সহ বেশ কিছু জায়গায় স্কুলে এসে পড়ুয়াদের অসুস্থ হওয়ার মতো ঘটনা হয়েছে। কালিয়াগঞ্জ লক্ষ্মীপুর মহিমচন্দ্র বিদ্যাপীঠের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সমাপ্ত দেবনাথ গরমের জন্য স্কুলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে অনেক অভিভাবকই তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজিমুদ্দিন আলির কাছে সকালে স্কুল চালুর আবেদন জানিয়েছেন।

অপরদিকে কুমারগঞ্জের সীতাহার মূলগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ে গরমের কারণে বুধবার অসুস্থ হয়ে পড়ল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র রনি সরকার। এদিন হঠাৎ তার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে। এরপর কিছুটা সুস্থ হলে তাকে অভিভাবকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কালিয়াগঞ্জের একটি স্কুলের এক পড়ুয়াও গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশিস সমাদ্দার জানালেন, রাজ্য থেকে এখনও সকালে স্কুলের বিষয়ে কিছু জানায়নি।

বাংলাদেশি ছাত্রকে নিয়ে বাড়ছে রহস্য

প্রথম পাতার পর

জানতে চেয়েছি তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসবেন কি না বা পরীক্ষা দেবেন কি না। যদি ফিরে আসেন তাহলে অবশ্যই তাঁকে পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে হাজির হতে হবে সেকথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত শানের ভারতীয় সিম কার্ড চালু ছিল। শান তলে তলে অন্য কোনও পরিকল্পনা করছেন কি না তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ির লেকটাউন এলাকায় শানের একাধিক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। মাস কমিউনিকেশন বিভাগে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে শহরের তিনবাত্তি বা জলপাই মোড় এলাকায় শানের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটও নাকি রয়েছে। ওই বাংলাদেশি তরুণকে নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে ক্যাম্পাসে। তবে এতসবের পরেও এখনও পর্যন্ত বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রশাসন বা পুলিশকে জানায়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উচ্চশিক্ষা দপ্তরেও চিঠি দিয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়নি। কেন হল না সেই প্রশ্নের সদুত্তর মিলছে না।

পঠনপাঠন সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ ডিনের তত্ত্বাবধানে থাকার কথা। অথচ কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ের দাবি, তিনি বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। সব জানার পরও তাহলে কেন বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হচ্ছে না, কেনই বা আইনের দ্বারস্থ হচ্ছে না কর্তৃপক্ষ, স্পষ্ট করে তার কোনও উত্তর দেননি মহেন্দ্রনাথ। তাঁর বক্তব্য, 'আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী আপাতত আমরা পুলিশকে কিছু জানাচ্ছি না। তবে বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। যাতে একটি কমিটি গঠন করে তদন্তের ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা হচ্ছে।'

কীভাবে একজন বাংলাদেশি ছাত্রের বাড়বাড়ন্ত হল তা নিয়েই চর্চা চলছে ক্যাম্পাসে। সূত্রের খবর, মাস কমিউনিকেশন বিভাগের এক শিক্ষকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শান। সেই শিক্ষকের প্রশ্রয়েই ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভাগে ছড়ি ঘোরাতে থাকেন তিনি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফোটোগ্রাফার হিসেবে যেতেন শান। শানকে সামনে আনার জন্য পরিকল্পনা করে বিভাগের অন্য গেস্ট ফ্যাকাল্টিদেরও সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ভারতে শানের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক অবগত বলেই জানিয়েছেন মাস কমিউনিকেশন বিভাগের একাধিক বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। ওই শিক্ষককেও জিজ্ঞাসাবাদের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

বাংলাদেশি ছাত্রকে শিক্ষক বানিয়ে দেওয়ার খবর শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অর্ধেন্দু মণ্ডলের বক্তব্য, 'যা শুনছি তা ভয়ংকর। যেসব শিক্ষক এবং আধিকারিক ওই বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা দরকার। বিষয়টি স্পর্শকাতর। সময় নষ্ট না করে কর্তৃপক্ষের উচিত পুলিশ ও প্রশাসনলে সবটা জানানো। কেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চুপ করে আছে বুঝতে পারছি না।'

শানের প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান বরুণ রায়। তাঁর কথা, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে মিডিয়ার কাছে মুখ খুলতে বারণ করেছেন। তাই কিছু বলব না।' তবে শান ইস্যুতে কর্তৃপক্ষের কড়া পদক্ষেপ চাইছেন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা। সব মিলিয়ে বাংলাদেশি ছাত্রকে নিয়ে মহাবিপাকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এসপি'র দ্বারস্থ

বুনিয়াদপুর ও গঙ্গারামপুর, ১১ জুন : দুই মাস আগে গঙ্গারামপুর থানা এলাকার এক নাবালিকা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যায়। মেয়েকে ফিরে পেতে পরিবারের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত চলছে।'

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, এক তরুণ নাবালিকাকে অপহরণ করেছে। অভিযুক্ত তরুণ সহ তার পরিবারের মা, বাবা, ভাই- তিনজনের নামে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছেন নাবালিকার মা। গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে মামলা শুরু হয়। অভিযুক্ত তরুণের বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে নাবালিকার সন্ধান মেলেনি এখনও।

অস্ত্র কারবারি

ডোমকল, ১১ জুন : মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা বলেই পরিচিত ডোমকল। আর সেই ডোমকলেই এবার পুলিশের নজরে এল আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির চক্র। ঘটনায় বুধবার শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এদিন পুলিশ ডোমকলের একাধিক জায়গায় অভিযান চালায়। আর তাতেই মেলে সাফল্য। ডোমকলের ছাগলখালি মাঠ এলাকায় ফাঁদ পেতে বসে পুলিশ। সন্দেহজনকভাবে দুজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ। এরপর এক মুহূর্তও নষ্ট না করে চারপাশ থেকে তাদের ঘিরে ফেলা হয়। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় ওই দুজনকে। ধৃতদের নাম ইনতাজুল সেখ ও রাজু মণ্ডল। ম্যারাথন জেরা করে জানা যায়, চাহিদামতো বিভিন্ন সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করে সরবরাহ করে তারা। ধৃতদের বহরমপুর সিজেএম আদালতে তোলা হবে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১১ জুন : গঙ্গারামপুর ব্লকের উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলবাড়ি-প্রাণসাগর রোডে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। মৃতার নাম পারভিন খাতুন। বুধবার সন্ধে ছয়টা নাগাদ রুবেল মিয়াঁ তাঁর দিদি পারভিন খাতুনকে নিয়ে মোটরবাইকে ফুলবাড়ি থেকে প্রাণসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বুড়িদিঘি বাসন্তী রাইস মিল সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে এক ব্যক্তি আচমকা রুবেলের বাইকের সামনে চলে আসেন। পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরবাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। বিকট আওয়াজে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গুরুতর আহত পারভিনকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ হেপাজত

ইটাহার, ১১ জুন : বাড়ির সীমানা নিয়ে বিবাদের জেরে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মোতাব্বির শেখ। বুধবার ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। গত রবিবার বাজিতপুরে বাড়ির সীমানা নিয়ে দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এমন সময় মোতাব্বির শেখ পরিবারের অপর সদস্য বাবলু শেখের (৩০) বুকে আচমকা ছুরি ঢুকিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় বাবলুর। ঘটনার পর বাবলুর পরিবারের তরফে মোতাব্বির সহ তার দুই ভাই ও বাবার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। অবশেষে মঙ্গলবার বিকেলে ইটাহারের ঘেরা গ্রাম থেকে মোতাব্বিরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তরুণকে খুনের অভিযোগ

মানিকচক, ১১ জুন : মানিকচকের নুরপুরে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য। মৃত তরুণের নাম শেখ ইব্রাহিম (২০)। মৃতের মায়ের দাবি, ব্যাপক মারধর করার পর শ্বাসরোধ করে মেরে তাঁর ছেলেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানিকচক থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন তিনি।

মানিকচকের নুরপুর ব্রাহ্মণ গ্রামের বাসিন্দা শেখ ইব্রাহিম গত দুই বছর ধরে এলাকার এক বধূর সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে সূত্রের খবর। মৃত তরুণের বাড়িতে রয়েছেন তাঁর বিধবা মা ও নাবালক ভাই। কয়েকদিন আগে এই ঘটনা জানাজানি হতেই দুই পরিবারের মধ্যে বচসা শুরু হয়। বধূর স্বামী ও তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে বচসা হয় ইব্রাহিমের পরিবারের। মৃত তরুণের মায়ের দাবি, তখনই প্রাণনাশের হুমকি দেয় ওই বধূর পরিবার। গ্রামে বসে সালিশি সভা। এই সালিশি সভায় ওই বধূর সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্কে জড়াবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন ইব্রাহিম।

তবে গত মঙ্গলবার রাতে সেই বধূ জোর করে ইব্রাহিমের বাড়ি ঢোকার চেষ্টা করে এবং ইব্রাহিমের সঙ্গেই সংসার করবে বলে দাবি করে। পরে পাড়ার লোকজন মধ্যস্থতা করে ওই বধূকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসেন। এরপর গভীর রাতে বধূর বাপের বাড়ির লোকজন ইব্রাহিমের বাড়িতে চড়াও হয়। তাঁকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। বুধবার সকালে ইব্রাহিমের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মা খুনের অভিযোগ করলেও গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, ওই বধূর শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির লোকজনের হুমকিতে ভয় পেয়ে আত্মহত্যা করেছেম ইব্রাহিম। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠায় মানিকচক থানার পুলিশ।

জমি দখলের চেষ্টা

মালদা, ১১ জুন : দেবোত্তর সম্পত্তি দখলে নাম জড়াল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামীর নেতৃত্বে বেশ কিছু দুষ্কৃতী বুধবার মন্দিরের ফাঁকা জমি দখলের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ান গ্রামের মহিলারা। বাধা দিতে গেলে মহিলাদের সঙ্গে বিবাদ বাধে। ঘটনায় বুধবার সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের বাহান্নবিঘা গ্রামে। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ওই গ্রামেরই। তার পরেও দলবল নিয়ে মন্দিরের জমি দখল করতে আসায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন মহিলারা। দল বেঁধে মহিলারা রুখে দাঁড়ান। ঘটনায় এদিন সকাল থেকেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ছুটে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা দীপালি মণ্ডল বলেন, 'এই সম্পত্তি দেবতার নামে। আমিও চাই এখানে মন্দির তৈরি হোক। তৃণমূলের নেতারা এই জমি দখল করে বেআইনিভাবে বিক্রির পরিকল্পনা করছে। গ্রামের মহিলারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমি গ্রামের বাসিন্দাদের পাশে রয়েছি।'

জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী সহ তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। তাঁকে বহুবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে এই বিষয়ে জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, 'দল কোনওরকম বেআইনি কাজকে প্রশ্রয় দেবে না। তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা হবে। আইন আইনের পথে চলবে।'

ইংরেজবাজার শহর সংলগ্ন গ্রাম বাহান্নবিঘা। এই গ্রামের পাশেই বিশাল ফাঁকা জমি ও পুকুর রয়েছে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের নথিতে এই জায়গা দেবোত্তর সম্পত্তি। প্রায় ২৪ বিঘা জমি রয়েছে। সেই জমি দীর্ঘদিন ধরেই দখলের চেষ্টা চলছে বিভিন্নভাবে। কিছুদিন আগে সেখানে আশ্রমের ব্যানার লাগানো ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেখানে আশ্রম হয়নি বলে অভিযোগ। বর্তমানে সেখানে বহিরাগতদের আনাগোনা হয়। এই বিষয়ে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে জেলা পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ছলনা মণ্ডল বলেন, 'এর আগেও জমি দখলের চেষ্টা হয়েছে। ওখানে বহিরাগতদের আনাগোনা হয়। স্কুল তৈরির নামে জমি দখলের চেষ্টা চলছে। আমরা প্রতিবাদ করেছি। আমরা চাই দেবতার সম্পত্তিতে মন্দির তৈরি করতে।'

বুধবার সকালে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়।

রিলের নেশায় হত

বহরমপুর, ১১ জুন : হাল ফ্যাশনের তালে তাল মেলাতে গিয়ে সেলফি আর রিলস বানানোর চক্করে পড়ে শেষমেশ রেললাইনের ওপর চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ খোয়াতে হল দুই তরুণকে। ঘটনায় এদিন গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ এলাকায়। মৃতদের নাম সাহাবুল শেখ (২৬) ও আমজাদ শেখ (২৩)। তাঁদের বাড়ি টিকটিকিপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই দুই তরুণ তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে আচমকা তাঁদের মনে ইচ্ছে জাগে সেলফি আর রিলস বানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করার। সেইমতো ওই সেলফি আর রিল তৈরি করার জন্য তাঁরা বেছে নেয় রেললাইনের ধারের এলাকা। এই পর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও, বিপত্তি বাঁধে ছুটন্ত ট্রেনের সামনে। স্থানীয়রা জানান, ওই তরুণদের খানিকটা অস্বাভাবিকভাবেই রেললাইনের আশপাশের দীর্ঘক্ষণ চলাফেরা করতে দেখে তাঁদের মনেও কৌতূহল দানা বাঁধে। এলাকার বাসিন্দা পিন্টু শেখ বলেন, 'বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওই তরুণদের রেললাইনের ওপর দিয়ে একধার থেকে আরেক ধারে চলাফেরা করতে দেখে মনে একটা খটকা হচ্ছিল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেই সেইভাবে কোনও উত্তর না দিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে শুরু করে। এদিকে, এরকম করে বেশ কিছুক্ষণ চলতে থাকার পরেই শিয়ালদা-লালগোলা শাখার জিয়াগঞ্জ এলাকায় ডাউন একটি ট্রেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতেই ঘটে যায় চরম বিপত্তি।' ওই দুই তরুণ লাইনের ওপর থেকে ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন পাশের জঙ্গলে। আওয়াজ শুনে আশপাশের মানুষজন সেখানে ছুটে আসেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই দুজনের মৃত্যু হয়। মৃতদের পরিবারের সদস্যরা জানান, এভাবে সেলফি আর রিলস বানানোর চক্করে পড়ে অকালে প্রাণ খোয়াতে হবে তা মেনে নিতে পারছি না।

গরমে হাঁসফাঁস দশা
ভরসা ডাব, লস্যি

উপকারিতা

ডাবের জলে হাইড্রেশন ঠিক থাকে।

হজমশক্তি বাড়িয়ে তোলে।

ত্বক ও চুলের জন্য ভীষণ ভালো।

ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে।

ডাবের জলে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

হরষিত সিংহ

মালদা, ১১ জুন : সময় দুপুর ১২টা! একেবারে মাথার ওপরে সূর্য, সঙ্গে প্রচণ্ড গরম। কিছুটা হলেও শহরের রাস্তায় ভিড় কম গরমের দাপটে। রোদের তীব্রতা যেমন হারে বাড়ছে, ঠিক ততটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে শহরে লস্যি থেকে ডাবের চাহিদা। এই গরমে হাত ফাঁকা নেই লস্যি বা ডাব বিক্রেতার। সমানে বরফ ভেঙে, দই সহ অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করেই চলেছেন লস্যি। এদিকে, একের পর এক ডাব কেটে হাঁফিয়ে উঠছেন বিক্রেতা।

এই গরমে ডাব কিনতে বেরিয়েছেন মণীশ খৈতান। গোটা শহর ঘুরে অবশেষে পেলেন পোস্ট অফিস মোড়ের দোকানে। দাম শুনতেই মাথায় হাত। তবুও তিনটে ডাব কিনলেন। ব্যাগে করে বাড়ি নিয়ে গেলেন। তাঁর কথায়, 'এই গরমে খুঁজে খুঁজে ডাব কিনতে হচ্ছে। এত দাম বেড়েছে যে, প্রতিদিন খাওয়া যাচ্ছে না। তবে এই গরমে উপায় নেই, শরীর সুস্থ রাখতে খেতে হচ্ছে।'

এদিকে, জরুরি কাজ থাকায় বাড়ি থেকে দুপুরে বেরিয়েছিলেন মিষ্টু রায়। রোদ, গরমের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পেতে সঙ্গী ছিল রোদ চশমা ও ছাতা। বাজারে এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করে গরমে হাঁসফাঁস করছিলেন। শেষে রাস্তার পাশে লস্যির দোকানে দাঁড়িয়ে পড়েন। দোকানদার গ্লাস হাতে দিতেই সটান চুমুক দেন গ্লাসে। পাশেই দাঁড়িয়ে এক মহিলা তাঁর ছোট্ট মেয়েকে হাতে ধরে লস্যি খাওয়াচ্ছিলেন। লস্যিতে চুমুক দিতে দিতে মিষ্টু বলেন, 'এই গরমে বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছা করে না। তবে না বেরিয়েও উপায় নেই। গরমের হাত থেকে একটু স্বস্তি পেতেই লস্যি খাচ্ছি। গরমে লস্যি অনেক উপকারী শরীরের পক্ষে।'

দাম তোয়াক্কা না করেই ডাব খাচ্ছেন পথচলতি মানুষ। বুধবারের বাজারে মালদা শহরে ৭০ টাকা থেকে ৯০ টাকা পিস হিসাবে বিক্রি হচ্ছে ডাব। এদিকে, ৪০ টাকা থেকে ৬০ টাকা দাম প্রতি গ্লাস লস্যির। ডাব বিক্রেতা পলাশ দাসের কথায়, 'গরমে কয়েকগুণ চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু চাহিদার মতো আমদানি নেই। বাইরে থেকে মালদায় ডাব আসে। গরমে কম আসছে। তাই দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

সেঞ্চুরি ছুঁইছুঁই একটি ডাব। একদিকে গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। তার ওপর বৃদ্ধি পাচ্ছে ডাবের দাম। গরমে একটু স্বস্তির জন্য যে মানুষ ডাব কিনে খাবেন সেই উপায় ক্রমশ নাগালের বাইরে সাধারণ মানুষের। মহম্মদ সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'প্রচণ্ড গরম। ডাবের জল খেতে বেরিয়েছি। কিন্তু দাম শুনেই চমকে যাচ্ছি। একটা ভালো ডাবের দাম ৯০ টাকা বলছে। উপায় নেই, তবুও খেতে হচ্ছে।'

ডাব হোক কিংবা অন্য কোনও ঠান্ডা পানীয়। প্রচণ্ড গরমে বাইরে বেরিয়ে এই ধরনের খাবার স্বাস্থ্য বা শরীরের পক্ষে অনেকটাই উপকারী বলছেন চিকিৎসকরা। প্রচণ্ড গরমে কিছুটা স্বস্তি দেয় এই ধরনের পানীয়। তাই খাওয়া ভালো।

'হাজার ভোগ'

মালদা ও রায়গঞ্জে স্নানযাত্রা

মালদায় জগন্নাথ দেবের স্নান। বুধবার। ছবি : কল্লোল মজুমদার

কল্লোল মজুমদার ও দীপঙ্কর মিত্র

মালদা ও রায়গঞ্জ, ১১ জুন : চার কুইন্টাল দুধ, মধু, ঘি, তিল সহ নানা উপকরণে স্নান করলেন জগন্নাথ দেব। সঙ্গে স্নান করানো হয় বলরাম ও সুভদ্রাকেও। বুধবার মালদায় ইসকনের উদ্যোগে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ঘিরে ছিল উৎসবের আমেজ। তবে ইসকন মন্দিরে নয়, আয়োজন করা হয় মন্দির থেকে সামান্য দূরে মালদা শহরের সুইমিং পুল কমপ্লেক্সে। রীতি মেনে দিনটি পালন করা হয় রায়গঞ্জ শহরেও।

বেলা বারোটা নাগাদ ইসকনের সন্ন্যাসীরা সহ স্নানযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী সহ প্রাক্তন ও বর্তমান কাউন্সিলাররা। অতিথিরা দুধ ঢেলে তিন দেবতাকে স্নান করিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'আমরা যেন সমস্ত ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে মানুষের কাজ করতে পারি।'

ইসকনের তরফে শ্রীপাদ অমৃতচরণ অদ্বৈত প্রভুপাদ জানিয়েছেন, এবছর মালদার ইসকনের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে স্নানযাত্রা ২১তম বর্ষে পদার্পণ করল। এরপর দেবতা চলে যাবেন অন্তরালে। কাল থেকে শুরু হবে মহা অধিবাস। চার কুইন্টাল দুধ, ৫০ কিলো দই, ৫০ কিলো মধু ছাড়াও অন্য উপকরণ এবং পদ্ম ফুলের পাপড়ি দিয়ে স্নান করানো হয়। ইসকন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুরীর জগন্নাথ দেবের মতো শুধু ৫৬ রকম ভোগ নয়, এবার ভোগে রয়েছে হাজার পদ। জগন্নাথ দেবের পাতে ছিল সুগন্ধী ভাত, লুচি, খিচুরি, ঘি-ভাত, ডাল, দই, নারকেল নাড়ু, নানা ধরনের সবজি, খোয়া ক্ষীর, পুলি পিঠে ছাড়াও মালদার বিখ্যাত রসকদম্ব। ইসকনের ভক্ত তরুণ দেবের কথায়, 'স্নানযাত্রা শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।' শুধু ইসকনের উদ্যোগেই নয়, যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মালদা শহরের নিষিদ্ধপল্লি অংশগিরি লেনেও দিনটি পালন করা হয়। প্রথা মেনে অন্নভোগ দেওয়া হয়।

মালদার পাশাপাশি রায়গঞ্জের দেবীনগর কান্তনগরে ইসকন নামহট্ট মন্দিরে বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দিবস পালন করা হয়। এর আগে চলে ভজন-কীর্তন। দেওয়া হয় ৫৬ ভোগ। মঙ্গলবার বিকেলে ভক্তরা কুলিক নদীর ও বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের জল ইসকন মন্দিরে পৌঁছে দেন। আজ দুপুর ১২টায় তীর্থক্ষেত্রের জলের সঙ্গে দুধ, মধু, ঘি, তেল মিশিয়ে প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে মণ্ডপে স্নান করান মন্দিরের মন্দিরের পূজারিরা। তিনটি বিগ্রহকে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢেকে চলে স্নানপর্ব। সঙ্গে চলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, কীর্তন ও শঙ্খধ্বনি। স্নানশেষে জগন্নাথ ও বলরামকে গজবেশ এবং সুভদ্রাকে পদ্মবেশে সজ্জিত করা হয়। ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। রায়গঞ্জ ইসকন মন্দিরের ইনচার্জ বনমালিকৃষ্ণ দাস বলেন, 'সমস্ত রীতি মেনেই জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা হয়। আবার ১৫ দিন পর জগন্নাথ দেবকে সবাই দেখতে পাবেন।'

রায়গঞ্জ শহরের পূর্ব নেতাজিপল্লিতে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ মন্দিরে এবারে স্নানযাত্রা উৎসব নবম বর্ষে পদার্পণ করল। এদিন সকালে রীতি মেনে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে গর্ভগৃহ থেকে বের করে স্নানমঞ্চে আনা হয়। সমস্ত রীতি পালনের পর তাঁদের পুনরায় গর্ভগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়।

জলে ভরাট এই গর্তই চিন্তার কারণ মালদা মেডিকেলে। বুধবার। - সংবাদচিত্র

মশার আঁতুড় মালদা মেডিকেল

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১১ জুন : যত্রতত্র জমা জল। উড়ছে মশা। জলের ওপর ভাসছে মশার লার্ভা। অথচ, এই তো সেদিন মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান মশার আঁতুড় দেখে রীতিমতো ধমক দিয়েছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থাকে। ধমক খেয়ে চেয়ারম্যানের সামনে ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। ওই ঘটনার পাঁচদিন কেটে গেলেও অবস্থার যে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি, তা বুধবারের ছবিতে স্পষ্ট। মালদা মেডিকেল চত্বরে মশার আঁতুড় রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরেই। অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার বিষয়টি জানার পর পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলছেন, 'রাজ্য স্বাস্থ্যকর্তাদের জানানো হয়েছে।'

মালদা মেডিকেল চত্বরে রাত্রিবাসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতীক্ষালয়ের অভাব রয়েছে। বাধ্য হয়েই চিকিৎসার জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে আসা রোগীর পরিজনদের রাতে আশ্রয় নিতে হয় কার্যত খোলা আকাশের নীচে অথবা মাতৃমার সামনের চত্বরে, ট্রমা কেয়ার ইউনিটের বারান্দায়। অনেকে মশার উপদ্রব থেকে বাঁচতে বাড়ি থেকে মশারি নিয়ে আসেন। আবার অনেকের তাও জোটে না। ফলে মশার কামড় খেয়েই রাত্রিযাপন করতে হয় তাঁদের। যা নিয়ে বারবার সরব হতে দেখা গিয়েছে রোগীর আত্মীয়দের। এমন অবস্থার পরিবর্তনের নির্দেশ পুর চেয়ারম্যান দেওয়ায় তাঁরা আশার আলো দেখেছিলেন।

কিন্তু মেডিকেল চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, ছবির তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। বহির্বিভাগের পাশে একটি শেডের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন মানিকচকের মথুরাপুর থেকে আসা একটি পরিবার। ওই পরিবারের সদস্য সামসুদ্দিন শেখের বক্তব্য, 'আমরা কৃষিজীবী পরিবারের মানুষ। মালদা শহরে এসে বিপুল টাকা খরচ করে হোটেল ভাড়া করে থাকার ক্ষমতা আমাদের নেই।' অমৃতি থেকে আসা আবু বক্কর বলছেন, 'বাড়ি থেকে মশারি আনতে ভুলে গিয়েছি। তাই সারারাত বসেই কাটিয়ে দেব। ঘুমানো যাবে না। মশার ভীষণ উপদ্রব। মেডিকেলে মশার উপদ্রব রুখতে পদক্ষেপ করা উচিত কর্তৃপক্ষের।'

মেডিকেলে নতুন ভবন গড়ে তোলার জন্য বড় বড় গর্ত করা হয়েছে। গর্ত ভরাট হয়ে আছে জলে। সেই জলেই থিকথিক করছে মশার লার্ভা। হাতেগোনা দু'চারজন শ্রমিক কাজ করছেন। জিজ্ঞাসা করতেই শ্রমিকদের উত্তর, জল কবে সরানো হবে তা বলতে পারবেন ঠিকাদার। কেন এমন পরিস্থিতি? ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রোগীকল্যাণ সমিতির রাজ্য সরকার মনোনীত প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের জবাব, 'পুরো বিষয়টি আমি লিখিতভাবে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' যদিও মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সুপার প্রসেনজিৎ বর বলছেন, 'পরিস্থিতি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

ফেরেনি হুঁশ

- মেডিকেলের সর্বত্রই জমা জল, জলে লার্ভা, উড়ছে মশা
- মশার কামড় থেকে বাঁচতে রাত জাগছেন রোগীর পরিজনরা
- পরিস্থিতিতে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে
- রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে চিঠি ইংরেজবাজার পুর চেয়ারম্যানের

কুইজ প্রতিযোগিতা

বালুরঘাট, ১১ জুন : কুইজ, আঁকার প্রতিযোগিতা সহ একাধিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষা দিবস পালিত হল বালুরঘাটে। বুধবার জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া সভাকক্ষে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আওতায় থাকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে দিনটি পালন করা হয়েছে। যেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া সম্পর্কে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও কুইজে প্রথম হয়েছে বালুরঘাটের জয়লালচাঁদ প্রগতি বিদ্যাচক্র স্কুল। এই অনুষ্ঠানের আগে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে একটি প্রচারমূলক ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়েছে এদিন। উদ্বোধন করেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস প্রমুখ। তিনি জানান, 'এই ট্যাবলো শহরজুড়ে এদিন সকলের মধ্যে বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য সুরক্ষার বিষয়ে সজাগ করবে।'

যাত্রীর মৃত্যু

মালদা, ১১ জুন : বাড়ি ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম বিকাশ মাঝি (২৭)। বাড়ি অসমের গোলাঘাট এলাকায়। হাওড়া থেকে বাড়ি ফেরার পথে মঙ্গলবার মালদা টাউন স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পেটের ব্যথায় ছটফট করতে থাকেন। এরপর রেলের হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার ভোরে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মেডিকেল কলেজ জানিয়েছে, বিষক্রিয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে বিকাশের। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গ্রেপ্তার এক

কালিয়াগঞ্জ, ১১ জুন : দিনকয়েক আগে থানায় রিমান্ডে থাকা ধৃতদের জেরায় উঠে আসা বয়ানের ভিত্তিতে ফের এক ব্যক্তিকে টোটো চুরিতে জড়িত থাকা সন্দেহে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার বিকালে ওল্ড মালদা এলাকা থেকে লব পাসোয়ানকে (৩৬) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আরেকটি বেনামী টোটো। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ধৃতকে বুধবার সকালে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়েছে।'

রক্তদান শিবির

রায়গঞ্জ, ১১ জুন : ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষ্যে উৎকর্ষ বাংলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা থ্যালাসিমিয়া শিশুদের জন্য রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন বুধবার। রামপুর লহণ্ডা উৎকর্ষ বাংলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত ওই শিবিরে ২৫ জন রক্তদান করেন।

রাস্তার কাজে ঢিলেমি, অবরোধ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১১ জুন : রায়গঞ্জ পুর এলাকার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে রাস্তা সংস্কার শুরু হয়েছে মাসখানেক আগে। কিন্তু ঠিকা সংস্থা কাজ শেষ না করে কোথাও রাস্তা খুঁড়ে রেখে দিয়েছে, আবার কোথাও পাথর বিছিয়ে রেখেছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে যাতায়াতকারীরা। এরই মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হল বন্দর এলাকার রাস্তা। ঠিকাদার সংস্থা কাজ শুরু করার পর হাত গুটিয়ে বসে থাকায় রাস্তার অবস্থা পূর্বের চেয়েও বেহাল হয়ে পড়েছে। এরই প্রতিবাদে বুধবার স্থানীয়রা জোট বেঁধে কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে বিধান মঞ্চের সামনে বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে দিয়ে অবরোধ করেন। এরপর পুরসভার তরফে কাজ দ্রুত শেষ করার আশ্বাস মিললে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজে যথেষ্ট ঢিলেমি হচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে রাস্তা খুঁড়ে রাখা হয়েছে। পাথরের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। পাথর ছিটকে গিয়ে লাগছে মানুষের গায়ে, দোকানের কাচে। বাইক বা গাড়ি গেলেই ধুলোয় ঢাকছে গোটা এলাকা। অথচ সবাই নির্বিকার। আগেই বরং রাস্তা ভালো ছিল। ওই রাস্তাতেই পড়ে রায়গঞ্জ পুরসভা, বন্দর বাজার, বিধান মঞ্চ এবং বেশ কয়েকটি স্কুল। যাতায়াত করে অ্যাম্বুল্যান্স। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ করা হোক। আন্দোলনকারী স্থানীয় ব্যবসায়ী সুরজ সাহা বলেন, 'রাস্তার অবস্থা দিনকে দিন আরও খারাপ হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কোনও হুঁশ নেই। দীর্ঘ এক মাসের বেশি সময় ধরে ব্যস্ততম রাস্তার সংস্কার কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। শহরবাসী ধুলোয় মরছেন। অবিলম্বে রাস্তার কাজ শেষ করা না হলে আবার আন্দোলন হবে।'

অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ কল্যাণী। রাস্তার কাজে ঢিলেমি যে হচ্ছে, তা তিনি স্বীকার করেন। ঠিকা সংস্থা যাতে দ্রুত কাজ শেষ করে, সে ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হবেন বলে জানান আন্দোলনকারীদের। এই আশ্বাসে আন্দোলন উঠলেও শহরের মধ্যে এমন বেহাল রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সকলে।

ইতিহাস গবেষণায় অগ্রণী মালদা কলেজ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সঙ্গে মউ

হরষিত সিংহ

মালদা, ১১ জুন : ইতিহাসে সমৃদ্ধ মালদা। গৌড়, আদিনা ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েছিটিয়ে নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন। আদিনা-গৌড় নিয়ে চর্চা হলেও আজও মানুষের কাছে অজানা জেলার অনেক তথ্য। এবার জেলার ইতিহাস ও মালদাকেন্দ্রিক ইতিহাস চর্চায় আগ্রহ বাড়াতে একধাপ এগোল মালদা কলেজের ইতিহাস বিভাগ। মালদা কলেজের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ। দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে ইতিহাস গবেষণায় ও ইতিহাস চর্চা নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। শুধুমাত্র মালদা জেলা নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ইতিহাস গবেষণা চর্চা নিয়ে কাজ করবে। এই প্রথম উত্তরবঙ্গের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ মউ স্বাক্ষর করল। ৩১ মে কলকাতায় এই দুই প্রতিষ্ঠানের মউ স্বাক্ষর হয়। ৬ বছরের জন্য এই স্বাক্ষর হয়েছে। মউ করার পরেই মালদা কলেজ এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছে। ২ ও ৩ অগাস্ট আন্তর্জাতিক স্তরের একটি সেমিনারের আয়োজন করার দায়িত্ব ইতিমধ্যে পেয়েছে মালদা কলেজের ইতিহাস বিভাগ।

'সময়ের ধারায় বাংলার সমাজ ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন' বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক স্তরের সেমিনারটি রয়েছে। মালদা কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ প্রবাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই প্রথম উত্তরবঙ্গের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল। মালদা কলেজের অধ্যক্ষের অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টায় এই ধরনের কাজ সম্ভব হচ্ছে।'

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ মূলত বাংলা ভাষায় ইতিহাস গবেষণায় অনুপ্রেরণা জোগায়। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন সহ ইতিহাস বিষয়ের বাংলা ভাষায় গবেষণা করে থাকে এই সংস্থা। দীর্ঘদিন ধরেই গোটা রাজ্যজুড়ে কাজ করছে। এবার এই সংস্থার সঙ্গে মউ করে আগামীতে একসঙ্গে ছয় বছর কাজ করবে মালদা কলেজ। মালদা জেলার ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি নিয়ে যেমন গবেষণা করবে। পাশাপাশি, ইতিহাস বিষয়ে পড়ানোর কৌশল বিষয়ক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। অজানা নানা ইতিহাস রয়েছে মালদায়। সেগুলো নিয়েও আগামীতে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। নিত্যদিন ইতিহাস বিষয়ে নানা পরিবর্তন হচ্ছে যেগুলো নিয়ে সকলের মধ্যে সচেতন হওয়া প্রয়োজন

মূলত বিষয়ে পড়ানোর ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হচ্ছে সেগুলি নিয়ে বর্তমান সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। জেলাজুড়ে স্কুলগুলিতে আলোচনা সভা, সেমিনার, শিবির হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্যর কথায়, 'এসবের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীরা যেন লাভবান হয়। পাশাপাশি নতুন যে শিক্ষানীতি চালু হয়েছে। সেটিকে মাথায় রেখেও এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

প্রশ্নোত্তরে পরমাণুর নিউক্লিয়াস

ঋতুপর্ণা ধর, *শিক্ষক*
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

আজকের আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের জন্যে রইল বহু বিকল্পভিত্তিক (MCQ) এবং অতিসংক্ষিপ্ত (VSA) প্রশ্নোত্তরের সংকলন-

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন : প্রশ্নমান-1

● তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে নির্গত বিটা রশ্মি হল -
a) প্রোটন b) নিউট্রন c) ইলেক্ট্রন d) হিলিয়াম
উত্তর : c) ইলেক্ট্রন

● একটি আলফা কণা নির্গত হলে, উৎপন্ন মৌলের ভরসংখ্যা -
a) একই থাকে b) 4 একক হ্রাস পায় c) 2 একক হ্রাস পায় d) 1 একক হ্রাস পায়
উত্তর : b) 4 একক হ্রাস পায়

● 1 amu ভর যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে, তা হল -
a) 931 MeV b) 8.314 MeV
c) 0.082 MeV d) 10^7 MeV
উত্তর : a) 931 MeV

● $^{x}_{y}Z$ থেকে একটি বিটা কণা নির্গত হলে, উৎপন্ন মৌলের ভরসংখ্যা ও পরমাণু ক্রমাঙ্ক হবে যথাক্রমে-
a) (x+4),(y+2) b) (x+2),(y+1) c) x, (y+1) d)x, y
উত্তর : c) x,(y+1)

● আলফা কণায় উপস্থিত-
a) 1 টি প্রোটন, 1টি নিউট্রন b) 1টি প্রোটন c) 2টি প্রোটন, 2টি নিউট্রন d) 1টি ইলেক্ট্রন।
উত্তর : c) 2 টি প্রোটন, 2 টি নিউট্রন

● পুরোনো জিনিসের বয়স নির্ধারণে কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়?-
a) ^{131}I b) ^{14}C c) ^{32}P d) ^{60}Co
উত্তর : b) ^{14}C

● নিউক্লিয়ার বিভাজনের ক্ষেত্রে আদর্শ প্রক্ষেপক হল-
a) প্রোটন b) আলফা c) বিটা d) নিউট্রন
উত্তর : d) নিউট্রন

● নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে মডারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় -
a) তামা b) গ্রাফাইট c) ক্যাডমিয়াম d) লেড
উত্তর : b) গ্রাফাইট।

● তেজস্ক্রিয়তার S.I একক হল –
a) কুরী b) বেকারেল c) রাদারফোর্ড d) হেনরি
উত্তর : b) বেকারেল।

● কোনটি তেজস্ক্রিয়?-
a) ^{12}C b) ^{14}C c) ^{16}O d) ^{60}Na
উত্তর : b) ^{14}C

● শূন্যস্থানে গামা- রশ্মির বেগ -
a) $2x10^8$ m/s b) $3x10^8$ m/s
c) $1.5x10^8$ m/s d) $2.5x10^8$ m/s
উত্তর : b) $3x10^8$ m/s।

● আলফা কণার আধান -
a) $1.6x10^{-19}$ C b) $3.2x10^{-19}$ C
c) $4.8x10^{-19}$C d) $6.4x10^{-19}$9C
উত্তর : b) $3.2x10^{-19}$ C

● সূর্যের শক্তির মূল উৎস হল -
a) নিউক্লিও সংযোজন ও নিউক্লিও বিয়োজন b) নিউক্লিও বিভাজন c) নিউক্লিও সংযোজন d) কোনটিই নয়
উত্তর : c) নিউক্লিও সংযোজন।

● তেজস্ক্রিয় মৌল সর্বশেষ যে মৌলে পরিণত হয়, সেটি হল -
a) থোরিয়াম (Th) b) টাংস্টেন(W)
c) মলিবডেনাম (Mo) d) লেড (Pb)
উত্তর : d) লেড (Pb)।

● কোনটি তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না?
a) আলফা-রশ্মি b) বিটা-রশ্মি c) গামা-রশ্মি d) সবগুলোই
উত্তর : c) গামা-রশ্মি

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী : প্রশ্নমান-1

● গামা-রশ্মি পরমাণুর কোন অংশ থেকে নির্গত হয়?
উত্তর : গামা-রশ্মি পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয়।

● আলফা-রশ্মি, বিটা-রশ্মি, গামা-রশ্মির মধ্যে কোনটি আধানবিহীন?
উত্তর : তিনটি রশ্মির মধ্যে গামা-রশ্মি আধানবিহীন।

● নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে কোন শক্তি, কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
উত্তর : নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে নিউক্লিও বিভাজনে উৎপন্ন তাপশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

● নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার একটি অপব্যবহার উল্লেখ করো।
উত্তর : নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার একটি অপব্যবহার পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ।

● কোন ক্ষেত্রে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ বেশি? -নিউক্লিয়ার সংযোজন না নিউক্লিয়ার বিভাজন।
উত্তর : নিউক্লিয়ার সংযোজন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির চাইতে বেশি।

● তেজস্ক্রিয়তার একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো।
উত্তর : রেডিও কার্বন (^{14}C) দ্বারা কোনও জীবাশ্ম বা পুরাতাত্ত্বিক বস্তুর বয়স নির্ধারণ করা যায়।

● নিউক্লিও সংযোজনে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির মুক্তি হয়, কোন সূত্র তা ব্যাখ্যা করো?
উত্তর : নিউক্লিও সংযোজনে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির মুক্তি হয় তা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির তুল্যতা সূত্র ($E=mc^2$) সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করো।

● তেজস্ক্রিয়তা হল পরমাণুর--- সংক্রান্ত ঘটনা।
উত্তর : নিউক্লিয়াস।

● তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন----।
উত্তর : হেনরি বেকারেল।

● নিউক্লিয়াস গঠনে যে ভরত্রুটি হয়, তা কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
উত্তর : নিউক্লিয়াস গঠনে যে ভরত্রুটি হয়, তা নিউক্লিয়াসের বন্ধনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

● পারমাণবিক চুল্লিতে কোন ধরনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপাদিত হয়?
উত্তর : পারমাণবিক চুল্লিতে নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার সাহায্যে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয়।

পরিশেষে বলি প্রত্যেকটি বিষয় ভালোভাবে পড়ে, সূত্রগুলো বুঝে মনে রাখতে হবে এবং প্রশ্ন-উত্তরগুলি নিয়মিত অনুশীলন করলে সহজেই পূর্ণ নম্বর অর্জন করা সম্ভব।

বিশেষ করে তেজস্ক্রিয়তা, নিউক্লিয়াসের ভরত্রুটি ও শক্তির রূপান্তর সংক্রান্ত ধারণাগুলো পরিষ্কারভাবে বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

- মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের সপ্তম অধ্যায় পরমাণুর নিউক্লিয়াস
- এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছর মাধ্যমিকে প্রশ্ন আসে এবং বরাদ্দ মোট নম্বর 5
- বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) থাকে 1টি, অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (VSA) 1টি এবং 1টি থাকে দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন (LA)
- এই অধ্যায়ের অধিকাংশ প্রশ্নই থাকে ধারণাভিত্তিক
- এই অধ্যায়টি গোড়া থেকে বুঝে পড়তে হবে
- পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার বিকল্প নেই, পাঠ্যবই পড়ার পর এই প্রশ্ন ও উত্তরগুলি দেখে নাও

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

নতুন প্রজন্মের শিক্ষাধারায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ডঃ অর্পিতশ্রী নারায়ণ
সহকারী অধ্যাপক
পাঁচুড় কলেজ, কলকাতা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বুঝতে পারছি যে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন কতখানি পরিবর্তন হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। এই পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোয় নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য বা তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের নিজেদেরকেও আপডেট রাখতে হচ্ছে। সমাজে আধুনিক চাহিদার কথা এবং একই সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে যে বিষয়টি বর্তমানে দেশব্যাপী বৃহদাকারে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাবে, সেই বিষয়টি হল- রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা কোন বিষয় নিয়ে স্নাতকে ভর্তি হবে সেটি চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। বিষয় পছন্দের উপর নির্ভর করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিগত প্রায় এক-দুই দশক ধরে পড়াশোনার জগতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি ভীষণভাবে আলোড়ন ফেলেছে। সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এই বিষয়টির অন্তর্গত জনপ্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। স্নাতক স্তরে যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাও তাদের কর্মসংস্থানের পথ অবশ্যই প্রশস্ত হতে পারে। স্নাতকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে ভর্তি হওয়া যায়। পরবর্তীতেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে স্নাতকোত্তর করার সুযোগ রয়েছে। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা রয়েছে।

সমাজে আধুনিক চাহিদার কথা এবং একই সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে যে বিষয়টি বর্তমানে দেশব্যাপী বৃহদাকারে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাবে, সেই বিষয়টি হল- রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

স্নাতকে সরাসরি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি প্রায় সব কলেজেই রয়েছে। NEP ২০২০, অনুযায়ী Compulsory Paper হিসেবে স্নাতকে (CVAC - Constitutional Values) ৫০ নম্বরে পরীক্ষা হয়। কলেজ বা ইউনিভার্সিটিগুলিতে এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী তারা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

ওই বিষয়টিতে স্নাতক হওয়ার পর যে স্কোপগুলো কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রয়েছে সেগুলি হল-

১. জনপ্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়।

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক- এই তিনটি বিষয় নিয়েই UGC NET এবং SET-এ বসা যাবে।

৩. জুনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপ (JRF) বা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে অধ্যাপনা করার সুযোগ থাকে।

৪. LLB করতে পারে।

৫. ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধে হয়।

৬. বিভিন্ন NGO-তে চাকরি পেতে সুবিধে হয়।

৭. জার্নালিস্ট হতে পারে।

৮. ডিপ্লোম্যাট বা ফরেন সার্ভিস অফিসার হিসাবে কাজের সুযোগ থাকে।

৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ হতে পারে।

১০. পাবলিক প্রসিকিউটার এবং লিগ্যাল অ্যানালাইসিস্ট হওয়ার সুযোগ থাকে।

১১. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে পলিটিকাল অ্যানালাইসিস্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ থাকে।

এছাড়াও পলিটিকাল ম্যানেজমেন্ট এবং কনসালটেন্সি, লেজিসলেটিভ এজেন্সি, মিডিয়া অর্গানাইজেশন, পাবলিক রিলেশন স্পেশালিস্ট প্রভৃতি কাজের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি যেহেতু স্নাতক স্তরে প্রায় সমস্ত কলেজেই পড়ানো হয়, সেহেতু আপনাদের যোগাযোগ করতে অসুবিধে হবে না। পূর্বে আলোচিত এই বিষয়ের আরও দুটি শাখা- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং জনপ্রশাসন যেসব জায়গায় পড়ানো হয় সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল-

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক :

১. https://jnu.ac.in/sis

২. https://jadavpuruniversity. in/academic/international-relations

৩. https://sau.int/department -of-international-relations

জনপ্রশাসন :

১. Banaras Hindu University (CUET-UG & PG)

২. Punjab University (CBSE equivalent Result)

৩. Tata Institute of Social Science (CUTE-048 PG)

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

বিষয় : বিশ্ব উষ্ণায়নের গ্রাসে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব। রক্ষা পাওয়ার একটি অন্যতম উপায় বৃক্ষরোপণ। তোমার এলাকায় আগামী দিনে তুমি কীভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে চাও লিখে জানাও।

অঙ্কুরিত বীজেই নিহিত ভবিষ্যৎ

প্রযুক্তা দাস
এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ হিলি,
দক্ষিণ দিনাজপুর

একটি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ সুন্দর ও সুস্থ সমাজের জন্ম দেয় -- বাক্যটি প্রায় সকলেরই জানা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় খুব কম সংখ্যক জনগণ এবিষয়ে সচেতন। বিশ্ব উষ্ণায়ন আজ পৃথিবীর বহুল আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি। বৈজ্ঞানিক ভাষায়, গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির অতিরিক্ত নিঃসরণজনিত কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হল বিশ্ব উষ্ণায়ন।

আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের বর্তমান প্রজন্মেরই। এই দায়িত্ব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের অন্যতম উপায় হল বৃক্ষরোপণ।

আমার এলাকা দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী হিলির বক্সিগঞ্জ অঞ্চল, যেখানে কিছু বছর পূর্বেও বহু বৃক্ষসমাবেশ দেখা গেলেও বর্তমানে বাসগৃহ প্রস্তুতি, জাতীয় সড়ক নির্মাণ বা অন্যান্য প্রয়োজনে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের অর্থের লোভে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বৃক্ষসংখ্যা বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। প্রতিনিয়ত যান চলাচলের ফলে প্রচুর পরিমাণে দূষণের শিকার হয়ে চলেছে এলাকাটি।

এলাকার সকলকে রাস্তার দু'ধারে, বাড়ির সামনের খালি জায়গায়, উঠোনে কিংবা ছাদ বাগানে গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি প্রয়োজনে এলাকার সবাই মিলে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিমূলক সংগঠন তৈরি করতে হবে যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'সবুজ সচেতনতা মঞ্চ', যা সবুজের গুরুত্ব বোঝাতে সকলকে সচেতন করবে। পাশাপাশি আমলকী, নিম, আম, জাম, কাঁঠাল জাতীয় ফল ও ছায়াপ্রদানকারী চারাগাছ রোপণ করতে হবে। আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বড়দের পাশাপাশি কচিকাঁচাদের উৎসাহিত করা হবে। আগামীদিনে অরণ্য, পৃথিবী, পরিবেশ প্রভৃতি দিবসে কলেজের সহপাঠীদের নিয়ে কলেজের আশপাশেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রয়াস রাখব। শুধু আমার এলাকাই নয় নিকটবর্তী এলাকার জনসাধারণকেও সচেতন করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান করব।

পরিশেষে বলব, 'প্রকৃতি হাসলে মানুষ বাঁচে, প্রকৃতি কাঁদলে মানুষ মরে' -এই উপলব্ধি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বৃক্ষরোপণ শুধু আজকের প্রয়াস নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। তাই বৃক্ষরোপণ হোক আমাদের নিত্যচর্চা।

বসুন্ধরাকে রক্ষার পথ বৃক্ষরোপণ

সুপ্রিয়া সাহা
শহীদ ক্ষুদিরাম কলেজ
কামাখ্যাগুড়ি,
আলিপুরদুয়ার

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষা করে চলেছে বৃক্ষ। কিন্তু সভ্যতার উন্নয়ন ও নিজেকে সভ্য করে তুলতে প্রতিনিয়ত মানুষ অবাধে আঘাত হেনেছে প্রকৃতির রক্ষাকবচ বৃক্ষের উপর। ফলে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া দেখতেও আমরা বাধ্য হচ্ছি। বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে উষ্ণায়ন এবং তার প্রভাবে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির ধ্বংসলীলা বাড়ছে। তাই বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে স্লোগান 'গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও'। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে আমরা যা করতে পারি-

ক) সম্মিলিতভাবে সবাইকে বৃক্ষ ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতে হবে। কোনও শুভ কাজে যেমন আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করি, তেমনি সেই কাজ সফল হওয়ার পর আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি এই বসুন্ধরাকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ করতে পারি। আমি এভাবেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছি।

খ) বিভিন্ন স্কুল ও কলেজগুলিতে সাইকেল রাখার স্ট্যান্ড এবং চারপাশে ইটের দেওয়ালের পাশে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগালে ছায়ার শীতলতার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা হবে। এব্যাপারে সকল শিক্ষার্থীকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করব।

গ) বর্তমান পরিস্থিতিতে এসি'র খরচ কমাতে আমরা যদি বাড়ির চারপাশে গাছ লাগাই তাহলে ঘর এমনিতেই অনেক ঠান্ডা হবে। ইলেক্ট্রিক খরচ কমবে। গবেষণা বলছে, গ্রীষ্মের এত তাপপ্রবাহেও একটি পূর্ণাঙ্গ গাছের নীচের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

ঘ) আমার প্রস্তাব, কোন অঞ্চলে কত বেশি গাছ লাগানো হয়েছে সেই বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন যদি পুরস্কৃত করে তবে সর্বস্তরে গাছ লাগানো এবং রক্ষায় উৎসাহ বাড়বে। এভাবেই সরকারি ও বেসরকারি স্তরে উদ্যোগ নিলে আমরা ভবিষ্যতে দূষণমুক্ত পরিবেশে সুস্থভাবে বাঁচতে পারি।

পরিশেষে একটাই কথা বলব, আসুন পরিবেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের সবার। তাই আজ পরিবেশের সংকটকালে ভবিষ্যতের সোনালি স্বপ্নকে চোখে রেখে সমগ্র মানবজাতির অঙ্গীকার হোক পরিবেশকে রক্ষা করা।

শেষবেলার গোলে হার বাঁচল আর্জেন্টিনার

বুয়েনস আয়ার্স, ১১ জুন : কোনওমতে ড্র।

প্রথমার্ধে গোল হজম। পিছিয়ে থাকা অবস্থাতে তুলে নেওয়া হয় লিওনেল মেসিকেও। ম্যাচের শেষ মিনিট কুড়ি আবার খেলতে হয় দশজনে। সব ধাক্কা সামলেও ম্যাচের শেষবেলায় থিয়াগো আলমাদার গোলে কলম্বিয়ার সঙ্গে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করল আর্জেন্টিনা।

আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছে লিওনেল স্কালোনির দল। তবুও নিয়মরক্ষার ম্যাচেও প্রায় পূর্ণশক্তির দলই নামান তিনি। গত ম্যাচে মেসিকে শেষদিকে নামালেও এদিন শুরু থেকেই তাঁকে খেলান। আর্জেন্টিনা আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরুটা করলেও তা স্থায়ী হয়নি। তুলনায় রডরিগো ডি পল, নিকোলাস ওটামেন্ডিদের বেশ চাপেই রাখে কলম্বিয়া। ২৪ মিনিটে লুইস দিয়াজের গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া চেষ্টা চালালেও বারবার কলম্বিয়া রক্ষণের সামনে মুখ থুবড়ে পড়তে হচ্ছিল হুলিয়ান আলভারেজদের।

এরই মাঝে ৭০ মিনিটে প্রতিপক্ষ ফুটবলারের মাথায় বুট দিয়ে আঘাত করায় লাল কার্ড দেখতে হয় এনজো ফার্নান্ডেজকে। সেই অবস্থায় মেসিকেও তুলে নেন স্কালোনি। এরপর অবশেষে ৮১ মিনিটে আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফিরিয়ে ১ পয়েন্ট এনে দেন আলমাদা।

ম্যাচ শেষে তরুণ স্ট্রাইকার নিয়ে উচ্ছ্বাস শোনা গেল কোচ স্কালোনির গলায়। বলেছেন, 'ওর সবচেয়ে বড় শক্তি দায়িত্ববোধ। আলমাদার মতো ফুটবলার গোটা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।' মেসিকে তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে আর্জেন্টাইন কোচের বক্তব্য, 'আমার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। মেসি যখন দেখল দুটি পরিবর্তন করা হচ্ছে, তখন নিজে থেকেই বলল, ওকে তুলে নিতে।' এরপর প্রশ্ন উঠছে, সামনে ক্লাব বিশ্বকাপ। সেই কারণে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতেই কি পুরো ম্যাচ খেললেন না আর্জেন্টাইন মহাতারকা?

> আমার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। মেসি যখন দেখল দুইটি পরিবর্তন করা হচ্ছে, তখন নিজে থেকেই বলল, ওকে তুলে নিতে।
>
> **লিওনেল স্কালোনি**
> আর্জেন্টিনার কোচ

আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফিরিয়ে থিয়াগো আলমাদা। বুয়েনস আয়ার্সে।

আন্সেলোত্তির ছোঁয়ায় ছন্দে ব্রাজিল

বিশ্বকাপে টিকিট পেলেন ভিনিরা

৪৪ মিনিটে গোল করে ব্রাজিলকে এগিয়ে দেওয়ার পর ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

সাও পাওলো, ১১ জুন : আর ছন্নছাড়া নয়। কার্লো আন্সেলোত্তির ছোঁয়ায় অবশেষে ছন্দে ফিরল ব্রাজিল।

ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে প্যারাগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল সেলেকাওরা। জয়ের ব্যবধান দেখে ম্যাচের ছবিটা বোঝা অবশ্য বেশ কঠিন। বরং পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে এদিন মারাকানার মাঠে কতটা দাপট ছিল ক্যাসেমিরো, ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের। গোল উদ্দেশ্য করে মোট ১১টি শট ব্রাজিলের। তার মধ্যে লক্ষ্যে ৪টি। সেই জায়গায় প্যারাগুয়ে মাত্র একটি শট লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে। বল দখলেও আধিপত্য ব্রাজিলেরই। সৌজন্যে অবশ্যই আন্সেলোত্তির দলের জমাট রক্ষণ, সংঘবদ্ধ মাঝমাঠ, আর আক্রমণভাগে রাফিনহা, ম্যাথিয়াস কুনহাদের আগ্রাসী ভূমিকা।

মঙ্গলবার ৬৭-তে পা দিলেন আন্সেলোত্তি। জন্মদিনে শিষ্যদের থেকে ব্রাজিল কোচ হিসাবে প্রথম জয়টা উপহার চেয়েছিলেন তিনি। নিরাশ করেননি ভিনি, মার্কুইনহোসরা। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল রেখে আক্রমণে ঝাঁপায় সেলেকাও ব্রিগেড। সুযোগও তৈরি হচ্ছিল। যদিও গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রথমার্ধের একেবারে শেষ পর্যন্ত। ৪৪ মিনিটে ডান দিক থেকে কুনহার মাটি ঘেঁষা ক্রসে পা ছুঁইয়ে বল জালে পাঠান ভিনিসিয়াস। জয় এল ওই গোলেই।

ম্যাচ শেষে ভিনি বলেছেন, 'এই জয়ে আমরা দারুণ খুশি। ঘরের মাঠে জয়টা সমর্থকদের জন্য প্রয়োজন ছিল। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র আদায় করা, যা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল।' তাঁর সংযোজন, 'এটাই আমাদের সেরা পারফরমেন্স নয়। আরও উন্নতির জায়গা রয়েছে। তার জন্য এবার অনেকটা সময় পাবেন কোচ।' ভিনির গোলে জয় এলেও এর নেপথ্য কারিগর নিঃসন্দেহে কুনহা। তাঁকে একটু নীচ থেকে ব্যবহার করেই মাস্টারস্ট্রোক দেন আন্সেলোত্তি।

বিশ্বকাপে নিশ্চিত যারা

আয়োজক হিসেবে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো

এশিয়া
জাপান, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জর্ডন ও উজবেকিস্তান

ওসিয়েনিয়া
নিউজিল্যান্ড

লাতিন আমেরিকা
আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও ইকুয়েডর

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ইতিহাস সেনেগালের

টুচেল জমানায় প্রথম হার

ফ্রেন্ডলি ম্যাচে সেনেগালের কাছে হেরে মুখ গোমড়া ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুচেলের। নটিংহামে।

সেনেগালের তৃতীয় গোলটি করার পর চেক সাবালি উঠে পড়লেন সতীর্থ মুসা নিয়াখাতের (১৯) কাঁধে।

নটিংহাম, ১১ জুন : সেনেগালই আফ্রিকার প্রথম দল, যারা ফুটবলে ইংল্যান্ডকে হারাল।

ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে আফ্রিকার দেশটির কাছে ৩-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করল ইংরেজরা। টমাস টুচেল দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম হারের মুখ দেখল থ্রি লায়ন্স।

ঘরের মাঠে সেনেগালের কাছে এভাবে হার হজম করতে হবে তা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেননি ইংল্যান্ডের সমর্থকরা। ৭ মিনিটেই হ্যারি কেনের গোলে এগিয়ে যায় ইংরেজরা। পালটা প্রথমার্ধের শেষ দিকেই সমতায় ফেরে আফ্রিকার দলটি। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে সেই অর্থে টুচেলের দলকে কোনও সুযোগই দেয়নি সেনেগাল। উলটে ৬২ ও সংযুক্তি সময়ের তৃতীয় মিনিটে আরও দুটি গোল চাপিয়ে দেয় তারা।

ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ড কোচ টুচেল অকপটে স্বীকার করে নেন, 'ভালো দলের বিরুদ্ধে খারাপ খেলার শাস্তিস্বরূপ এই হার।' বলেছেন, 'প্রথমার্ধের অনেকটা সময় আমরা বেশ ভালোভাবে রক্ষণ সামলেছি। তবে খুব সহজেই প্রথম দুই গোল করেছে সেনেগাল। আমাদের আটকানো উচিত ছিল। ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর আবার লড়াই করেছি।' ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেন এই হারের পর কোনও অজুহাত দিতে চাননি। স্পষ্ট বলে দেন, 'আমরা ভালো খেলতে পারিনি। তারই শাস্তি পেয়েছি।'

ফেডারেশন সরিয়ে দিক, চান মানোলো

হংকংয়ের বিপক্ষে হারে ক্ষুব্ধ দেশ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জুন : মোটামুটিভাবে ২০২৭ সালে সৌদি আরবে যাওয়ার আশা শেষ। এখন চলছে ভারতীয় ফুটবলের প্রায় মৃত শরীরকে নিয়ে কাটাছেঁড়া।

ম্যাচের পর ভারতীয় দলের সাজঘরেও ছিল শ্মশানের স্তব্ধতা। যে হংকংকে মাত্র তিন বছর আগে সুনীল ছেত্রীরা ৪-০ গোলে হারিয়েছিলেন, তাদের কাছেই হেরে বাছাই পর্ব থেকেই বিদায়ের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ভারত। আর এর জন্য শুধু ফুটবলাররা নয়, কোচ মানোলো মার্কুয়েজ এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের

> গোল না হওয়ার সমস্যা সবসময়ই ছিল আমাদের দলে। এটা নতুন কোনও কথা নয়। নাহলে প্রথমার্ধে আমরা যা সুযোগ পেয়েছিলাম তাতে এই ম্যাচের সঠিক ফল হত ড্র। এই সমস্যার সমাধান কী আমার জানা নেই।
>
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

কর্তারাও যে সমানভাবে দায়ী সেকথা বলতে এইমুহূর্তে আর দ্বিধা করছেন না স্টেকহোল্ডার থেকে আমজনতা, কেউই। ম্যাচের পর পার্থ জিন্দালের মতো অনেকেই দাবি তুলেছেন 'এখনই এই দুই নৌকোয় পা রেখে চলা কোচ তাড়াও।' তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আমরা নিজেদের ঘাম-রক্ত ঝরানো অর্থ বিনিয়োগ করি ফুটবলে। তারপর এই ফল একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।' ফেডারেশন কর্তাদের সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন রঞ্জিত বাজাজও। যা পরিস্থিতি তাতে হংকংয়ের বিপক্ষে হারের পর সরতেই হচ্ছে মানোলোকে। যদিও ম্যাচের পর কোচকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, 'সাজঘরের পরিস্থিতি ভালো নয়। এখন এসব নিয়ে কথা না বলাই ভালো।' তবে তাঁর দাবি, 'গোল না হওয়ার সমস্যা সবসময়ই ছিল আমাদের দলে। এটা নতুন কোনও কথা নয়। নাহলে প্রথমার্ধে আমরা যা সুযোগ পেয়েছিলাম তাতে এই ম্যাচের সঠিক ফল হত ড্র। এই সমস্যার সমাধান কী আমার জানা নেই।' তিনি কেন আশিক কুরুনিয়ানকে নম্বর ৯ পজিশনে শুরু করালেন? কেন সুনীলের মতো অভিজ্ঞ একজনকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শুরু করালেন না? বা সুহেল আহমেদ বাটকে নামালেনই না, সেই প্রশ্ন উঠবেই। চার দলের মধ্যে ফিফা ক্রমতালিকায় সবথেকে এগিয়ে থাকা ভারত তাঁর কোচিংয়েই এই মুহূর্তে গ্রুপে সবশেষে। থাইল্যান্ড ও হংকং ম্যাচে হারের পর ভারত ফিফা ক্রমতালিকায় নিশ্চিতভাবেই নামতে চলেছে।

ফিরে এসে কি আদৌ পদত্যাগ করবেন এই স্প্যানিশ কোচ? যা খবর তাতে তিনি চাইছেন, ফেডারেশন তাঁকে সরিয়ে দিক। কারণ এখনও তাঁর আরও ২ বছরের চুক্তি থাকায় দুই পক্ষের সম্মতি ছাড়া মানোলোর পক্ষে সম্ভবত পদত্যাগ করা সম্ভব নয়। তেমনি ফেডারেশনও তাঁকে তাড়িয়ে দিলে চুক্তির পুরো টাকা দিতে হবে। দুই বছরের চুক্তিতে তিনি দায়িত্ব নেন ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। ফেডারেশনের এক সূত্র জানাচ্ছে, তারা এদিন পর্যন্ত মানোলোর কাছ থেকে কোনও অনুরোধ পায়নি। কোচ নিজে অনুরোধ করলেই একমাত্র তারা নতুন ভাবনা শুরু করবে। অর্থাৎ বল ফেলা হচ্ছে মানোলোর কোর্টেই। এখন বাকি চার ম্যাচই জিততে হবে ভারতকে। অক্টোবরে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হোম ও অ্যাওয়ে পরপর দুই ম্যাচ আছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে মানোলোকে ওই দুই ম্যাচে ডাগআউটে দেখার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কিন্তু জট কীভাবে খুলবে তা এখনও জানা নেই কারও।

প্রতীকী। গোটা দেশের ভরসা নিয়ে পুরো মাঠে যেন একাই দাঁড়িয়ে সুনীল ছেত্রী।

কলকাতা লিগের জন্য প্রস্তুতি শুরু মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুন : বিনিয়োগকারী সমস্যা মেটেনি। কবে মিটবে তা কর্তারাও জানেন না। এরই মাঝে কলকাতা লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

বুধবার নিজেদের মাঠে প্রথম দিনের অনুশীলনে ১৮ জন খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিয়েই অনুশীলন সারলেন সহকারী কোচ উৎপল মুখোপাধ্যায়। হেডকোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু মুম্বইতে রয়েছেন। দিনদুয়েকের মধ্যে তিনি কলকাতায় আসবেন। এদিন উপস্থিত খেলোয়াড়দের বেশিরভাগই ছিলেন নতুন মুখ। ট্রায়ালের মাধ্যমে তাঁদের দলে নেওয়া হয়েছে।

গতবার দলে থাকা অ্যাডিসন সিং, লালথানকিমা, বামিয়া সামাদ, ইসরাফিল দেওয়ানরা এবারও দলে রয়েছেন। যদিও তাঁদের বেশিরভাগই এখনও অনুশীলনে যোগ দেননি। প্রথমদিনের অনুশীলনে কেবল জুয়েল আহমেদ মজুমদার, শুভদীপ পণ্ডিতের মতো তিন-চারজন উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা কয়েকদিনের মধ্যে অনুশীলনে যোগ দেবেন। সন্তোষ ট্রফির সর্বোচ্চ গোলস্কোরার রবি হাঁসদা আগেরবার কাস্টমস থেকে লোনে মহমেডানের হয়ে আইএসএলে খেলেছেন। এবার তাঁকেও দলে রাখতে চাইছে সাদা-কালো শিবির। কাস্টমসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও কোথাও সই করেননি রবি। আইএসএল কিংবা আই লিগে অন্য কোনও দলের ভালো প্রস্তাবের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গল থেকে হিরা মণ্ডলকে দলে নিচ্ছে মহমেডান। পাশাপাশি মোহনবাগানের হয়ে খেলা ফারদিন আলি মোল্লাকেও প্রস্তাব দিয়েছে তারা। মহমেডান গোলরক্ষক পদম ছেত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছে পাঞ্জাব এফসি। যদিও এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি পদম।

বৈধ মনোনয়নপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুন : মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব মিটেছে গত সোমবার। এদিন স্ক্রুটিনি পর্বের পর নির্বাচন পরিচালন কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় জানান, যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের সকলেরটাই বৈধ। জানা গিয়েছে, সৃঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্তের যৌথ প্যানেলের ২২ জনের বাইরে আরও একটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। যা খবর, সঞ্জয় ঘোষ নামের ওই ব্যক্তি সম্ভবত প্রত্যাহার করে নিতে চলেছেন মনোনয়নপত্র। আগামী দুই দিন প্রত্যাহারের দিন রাখা হয়েছে।

ঋদ্ধি-ঝুলনের হাত ধরে ট্রফির উন্মোচন

বেঙ্গল প্রো লিগের সুর বাঁধলেন সুনিধি চৌহান

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করলেন সুনিধি চৌহান। -ডি মণ্ডল

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১১ জুন : আলোক ঝলমলে সন্ধ্যা।

তারকাদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন দ্বিতীয় বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের। বাংলা ক্রিকেটের সেরা আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চে ঝুলন গোস্বামী, ঋদ্ধিমান সাহা। সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত মাইকেল ক্লার্কের মতো মহাতারকা। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে অংশগ্রহণকারী দলের অধিনায়কদের তালিকায় রিচা ঘোষ, অভিষেক পোড়েল, সুদীপ ঘরামি, শাহবাজ আহমেদরাও।

> **১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সুনিধি শো—'ধুম মাচালে...' দিয়ে শুরু শেষটা 'বিড়ি জ্বালাইলে...' তে।**
>
> **ইডেন বেলের রশিতে হাত রাখলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে রিচা ঘোষও।**

ক্রিকেটীয় যে সন্ধ্যায় রিংটোন অবশ্য সেট করে দিলেন সুনিধি চৌহান। বলিউডি গানের ডালি সাজিয়ে ইডেন গার্ডেন্স মাতালেন। উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন শ্রোতাদের। সুনিধির যে ঝোড়ো পারফরমেন্সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন অতিথিদের তালিকায় থাকা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমাররা। সস্ত্রীক সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও। উপস্থিত থাকার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি।

বেঙ্গল প্রো লিগের ট্রফির উন্মোচন ঋদ্ধিমান ও ঝুলনের হাত ধরে। দুজনে ট্রফি নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন। আট দলের অধিনায়কদের নিয়ে সুদৃশ্য ট্রফির সঙ্গে ফোটোসেশন। মঞ্চে সৌরভের মহারাজকীয় উপস্থিতি অনুষ্ঠানের মাত্রা যোগ করেন। উপস্থিতি দর্শকদের মাতিয়ে দেওয়ার দায়িত্বে অবশ্য সুনিধি। ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সুনিধি শো-'ধুম মাচালে...' দিয়ে শুরু শেষটা 'বিড়ি জ্বালাইলে...'-তে।

আক্ষরিক অর্থেই 'ধুম মাচালেন'। মাতলেন ইডেনে উপস্থিত হাজার পাঁচেক দর্শক। উদ্বোধনী ম্যাচের সূচনা ত্রয়ীর হাত। ইডেন বেলের রশিতে হাত রাখলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে রিচাও। 'জনগণমন অধিনায়ক...' আবেগ মেখে শুরু গতবারের দুই ফাইনালিস্ট স্ম্যাশার্স মালদা-মুর্শিদাবাদ কিংসের উদ্বোধনী দ্বৈরথ। আঠারো দিনের টক্কর শেষে ২৮ জুন খেতাবি যুদ্ধ।

ট্রফি হাতে প্রবেশ ঝুলন গোস্বামী ও ঋদ্ধিমান সাহার। ছবি : ডি মণ্ডল

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

অদৃত : সুন্দর এই ভুবনে সুন্দরতম জীবন হোক তোমার, পূরণ হোক প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি আশা, বেঁচে থাকো হাজার বছর। অদৃত'এর শুভ জন্মদিনে শুভকামনায় পরিবারবর্গ, শিলিগুড়ি।

ফিল্ডিং, ক্যাচিংয়ে জোর শুভমানদের

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ফোটোসেশনে শুভমান গিল।

লন্ডন, ১১ জুন : ইংল্যান্ডে পা রাখার পর থেকে কড়া অনুশীলনে ডুবে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গত দুইদিন ব্যাটিং ও বোলিংয়ে শান দিতে ব্যস্ত ছিলেন শুভমান গিল, জসপ্রীত বুমরাহরা। যেখানে নেটে বুমরাহকে সামলাতে প্রায় হিমসিম খেয়েছেন গিল সহ বাকি ব্যাটাররা। বুধবার কেন্টের মাঠে সবুজের সমারোহের মাঝে ফিল গুড পরিবেশে ফিল্ডিং ও ক্যাচিং অনুশীলনে জোর দিল 'তরুণ ভারত।' এমনিতেই সুনাম রয়েছে গিল, জাদেজাদের। ফলে এদিন স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের ফিল্ডিং কোচের বকাঝকার মুখে পড়তে হয়নি।

ক্লোজ ক্যাচিংয়ের পর দূর থেকে উইকেটে বল লাগানোর পর্ব শুরু হয়। সেখানে 'টার্গেট' মিস করে নিজের উপরই বিরক্তি প্রকাশ করেন উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। তবে সবাইকে অবাক করে দুইবারই মিডল স্টাম্পে অব্যর্থ নিশানা রাখেন বুমরাহ।

ইংল্যান্ড শিবিরে ৬ ফিট ৪ ইঞ্চির পেসার

এদিনের অনুশীলনে আগাগোড়া ব্যস্ত থাকলেন ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। ভারতীয় দলের প্রস্তুতির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে বিসিসিআই। যেখানে দেখা যাচ্ছে, হালকা জগিংয়ের পর সেশন শুরু হয় ক্লোজ রেঞ্জ ক্যাচিং দিয়ে। কাঠের বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে শুভমান, রবীন্দ্র জাদেজাদের উদ্দেশ্যে বল ছুড়ছিলেন দিলীপ। প্রত্যেক ফিল্ডারকে একেক রাউন্ডে দুইবার করে ক্যাচিং প্র্যাকটিস করান তিনি। দলে ফিল্ডার হিসেবে যদিও অনুশীলনের সেরা মুহূর্ত ছিল, উঁচু ক্যাচ তালুবন্দি করার পর মহম্মদ সিরাজের বাঁধনহারা উল্লাস। আসন্ন টেস্ট সিরিজে অবশ্য বল হাতে সিরাজের থেকে উইকেটের আশায় থাকবে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

হেডিংলেতে প্রথম টেস্ট শুরু হতে এখনও সপ্তাহ খানেকের বেশি সময় বাকি আছে। তবে কথায় বলে, অনুশীলনে বেশ কিছু বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেটাই যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এদিনের ফিল্ডিং সেশনে 'নয়া' ভারতের স্লিপে কারা থাকতে চলেছেন তার একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেল। এদিনের অনুশীলনে প্রথম স্লিপে দাঁড়ান বি সাই সুদর্শন। পরের দুটিতে শুভমান ও ওয়াশিংটন সুন্দর। সোমবার ব্যাটিং অনুশীলনেও তামিলনাড়ুর উঠতি তারকা সুদর্শনকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পড়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। এদিন স্লিপে ক্যাচিং প্র্যাকটিসে সুদর্শনের মধ্যে কোনও জড়তা দেখা যায়নি। পাশ থেকে সুদর্শনকে সাবাসি দেন গিলও। ফলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, হেডিংলে টেস্টের প্রথম একাদশে সুদর্শনের থাকা প্রায় নিশ্চিত।

এদিকে, ইংল্যান্ডের অনুশীলনে ডাকা হল ৬ ফিট ৪ ইঞ্চির পেসার এডি জ্যাককে। হ্যাম্পশায়ারের এই ১৯ বছরের ফাস্ট বোলার ইংল্যান্ড লায়ন্সের হয়ে ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে লোকেশ রাহুলকে আউট করে বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা পান। জ্যাককে মূলত আরেক দীর্ঘদেহী পেসার জোশ টাঙ্গের 'কভার' হিসেবে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে টাঙ্গ পায়ে চোট পেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছেড়েছিলেন।

ব্রাত্য শ্রেয়স, ক্ষুব্ধ সৌরভ

কলকাতা, ১১ জুন : লাগাতার ভালো পারফর্ম করে চলেছেন। তবুও লাল বলে জাতীয় দলে ব্রাত্য শ্রেয়স আইয়ার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে অখুশি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘরোয়া ক্রিকেট হোক কী আইপিএল, দাপট দেখিয়েছেন শ্রেয়স। বিশেষত, গত একবছরে। তবুও আসন্ন ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট দলে জায়গা হয়নি। যা নিয়ে অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি সৌরভ। বিসিসিআই নির্বাচকদের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'শেষ একটা বছর সেরা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে শ্রেয়স। তারপরও বাদ পড়তে হল। ওকে স্কোয়াডে রাখা উচিত ছিল।' শোনা যাচ্ছে খারাপ শট নির্বাচনের কারণেই না কি তাঁকে দলে রাখা হয়নি। বিশেষত, শ্রেয়সের শর্ট বল খেলার দক্ষতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সৌরভ মনে করেন, বর্তমানে সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠেছেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক। বলেছেন, 'শ্রেয়স দক্ষতার সঙ্গে শর্ট বল মোকাবেলা করছে। চাপের মুখে রান করছে, খারাপ সময় দায়িত্ব নিতে পারে। সাদা বলের থেকে টেস্ট ক্রিকেট অনেকটাই আলাদা, একথা ঠিক। তারপরও ইংল্যান্ড সফরে শ্রেয়স কেমন পারফর্ম করে আমি তা দেখার অপেক্ষায় ছিলাম।'

ফাইনালে বিদেষ্ণা

বালুরঘাট, ১১ জুন : ত্রিধারা ক্লাব ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় ও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার তত্ত্বাবধানে রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ টু টেবিল টেনিসে বুধবার অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ির বিদেষ্ণা সাহা ও উত্তর ২৪ পরগনার শরণ্যা কর। প্রথম সেমিফাইনালে বিদেষ্ণা ৩-১ গেমে উত্তর ২৪ পরগনার ঈশিতা ভট্টাচার্যকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শরণ্যা একই ব্যবধানে রিনিভা সরকারের বিরুদ্ধে জয় পায়।

অতিরিক্ত নবীকরণ ২৩ শে

রায়গঞ্জ, ১১ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আসন্ন আন্তঃ ক্লাব ফুটবলের জন্য অতিরিক্ত একদিনের নবীকরণ ও নথিভুক্তিকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে ২৩ জুন। সংস্থার সহসচিব কমল রায় জানিয়েছেন, সেদিন বিকাল পাঁচটা থেকে ৬টা পর্যন্ত সংস্থার কার্যালয়ে চলবে।

অ্যাফিডেভিট

আমি Sudip Das আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার R.eg No. B/2024/0346379, Dt. 4/3/2024. আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত ইং 19/05/2025-এ J.M. দ্বিতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে। Aanisha Das থেকে Aditi Das করা হইল। যাহা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/115405)

ভাঙা-গড়ার খেলায় ফাইনালের মঞ্চে আলো ছড়ালেন স্টিভেন স্মিথ (বাঁয়ে) ও কাগিসো রাবাদা। বুধবার।

২০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে অজিরা

অস্ট্রেলিয়া-২১২
দক্ষিণ আফ্রিকা-২৩/২
(১৫ ওভার পর্যন্ত)

লন্ডন, ১১ জুন : দ্য আলটিমেট টেস্ট। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। লর্ডসের বেল বাজিয়ে যার সূচনা করলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা। ভিআইপি বক্সে হাজির কেন উইলিয়ামসন, হাসিম আমলা, গ্রেম স্মিথ, ক্রিস গেইলরা। সবমিলিয়ে স্বভাবসিদ্ধ বাজখাঁই গলায় টসের সময় টোন সেট করে দিয়েছিলেন সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকা রবি শাস্ত্রী। কয়েন যুদ্ধে জিতে ফিল্ডিং নিতে দুইবার ভাবেননি প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন রাবাদা। ভারতের বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে জসপ্রীত বুমরাহর 'খাদ্যে' পরিণত হয়েছিলেন উসমান খোয়াজা। আজ তাঁকে শূন্য

ডোনাল্ডকে টপকালেন রাবাদা

ক্রিকেটের মক্কায় অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্টে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াইয়ে কার্যত চাঁদের হাট। ৫ উইকেট নিয়ে যে মঞ্চকে সাজিয়ে রাখলেন তারকা প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাদা। সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে টেস্টে সর্বাধিক উইকেটের তালিকায় অ্যালান ডোনাল্ডকে টপকে গেলেন তিনি।

মেঘলা লর্ডসে বুধবার রানে ফিরিয়ে অজি শিবিরকে প্রথম ধাক্কা দেন রাবাদা। একই ওভারে তিনি পেয়ে যান চোট সারিয়ে ফিরে তিন নম্বরে নামা ক্যামেরন গ্রিনকেও (৪)।

১৬/২ হয়ে যাওয়ার পর অজিদের টানছিলেন অনভ্যস্ত ওপেনিংয়ে নামা মার্নাস লাবুশেন (১৭) ও স্টিভেন স্মিথ (৬৬)। কিন্তু লাঞ্চের আগে লাবুশেন ও ট্রাভিস হেডকে (১১) আউট করে প্রোটিয়া বোলাররা দলকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন।

উলটোদিকে মুখ বদল হতে থাকলেও অর্ধশতরান সেরে নেন স্মিথ। সঙ্গে লর্ডসে সফরকারী ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক রানের (৫৭৮ রান) মালিকও হয়ে যান তিনি। স্মিথ ও বিউ ওয়েবস্টারের (৭২) ৭৯ রানের জুটিতে ভালোই এগোচ্ছিল অজিরা। কিন্তু স্মিথ ফেরার পর অ্যালেক্স ক্যারির (২৩) ভুল শটে আউট টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। রাবাদাদের চাপে ২০ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়ে ২১২ রানে অল আউট হয় অজিরা। রাবাদাকে যোগ্য সংগত করেন মার্কো জানসেন (৪৯/৩)।

রানতাড়ায় নেমে মিচেল স্টার্কের ওপেনিং স্পেলে চাপে প্রোটিয়ারাও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের স্কোর ১৫ ওভারে ২৩/২। ক্রিজে উইয়ান মুল্ডার (৪) ও বাভুমা (০)। জোড়া শিকার স্টার্কের।

কেনের আগামী 'ফ্যাব ফোরে' যশস্বী-গিল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : বিরাট কোহলি, স্টিভেন স্মিথ, জো রুট, কেন উইলিয়ামসন।

'ফ্যাব ফোরের' ব্যাটিং বিচ্ছুরণ দশকের বেশি সময় ধরে মোহিত করেছে, করছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। বিরাট টি২০ ও টেস্টকে গুডবাই জানিয়েছে। বাকি তিনও কেরিয়ারের শেষপর্বে পা রেখেছে। প্রশ্ন পরবর্তী ফ্যাব ফোর কারা? এদিন যে প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তী 'ফ্যাব ফোর'-এর নাম ভাসিয়ে দিলেন স্বয়ং উইলিয়ামসন।

কালিনান মজে কোহলিয়ানায়

"পরিসংখ্যান ছাপিয়ে বিরাটকে ক্রিকেট দুনিয়া মনে রাখবে ওর চাপ নেওয়ার ক্ষমতার জন্য। আমি যার জন্য শ্রদ্ধা করি বিরাটের ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে। স্মিথ, রুট, উইলিয়াসনদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বিরাটকে এগিয়ে রাখব।"

ড্যারিল কালিনান

'এ' দলের সিরিজের পর ইংল্যান্ডের রাস্তায় ঘুরছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

বর্তমান ফ্যাব ফোরের অন্যতম মুখ উইলিয়ামসন বেছে নিলেন তাঁদের উত্তরসূরিদের। যে তালিকায় রাখলেন ভারতের দুই তরুণ তুর্কি যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলকে। নিউজিল্যান্ডের কিংবদন্তি ব্যাটারের বিশ্বাস, আগামীদিনে ক্রিকেট দুনিয়ায় রাজপাট চালাবেন যশস্বী-শুভমানরা। দুই ভারতীয় তরুণের সঙ্গে রাচিন রবীন্দ্র ও হ্যারি ব্রুককেও রাখলেন ফ্যাব ফোরে।

পরবর্তী ফ্যাব ফোর নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে উইলিয়ামসন বলেছেন, 'তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ধরলে যশস্বী, শুভমান, রাচিন, ব্রুককে রাখব তালিকায়। ক্যামেরন গ্রিনের কথাও বলব। এরা প্রত্যেকেই দুর্দান্ত ক্রিকেটার। প্রতিটি ফরম্যাটে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ রাখছে। প্রত্যেকের বয়স অল্প। ওদের খেলাও ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে।'

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে ড্যারিল কালিনান আবার কোহলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকার মতে, বর্তমান ফ্যাব ফোরের মধ্যে সবার আগে রাখবেন ভারতীয় রানমেশিনকে। যুক্তি, প্রতি ফরম্যাটে যেভাবে দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে দলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন, তা বিরাটকে বাকিদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

কালিনান বলেছেন, 'বর্তমান ফ্যাব ফোরের প্রত্যেকেই অসাধারণ। দুর্দান্ত সব ইনিংস, রেকর্ডের মালিক। কঠিন মঞ্চে সবসময় নিজেদের সেরা খেলা উপহার দিয়েছে। কিন্তু আমাকে যদি আলাদা করে কারও কথা বলতে হয়, তাহলে বিরাটকে বাছব। সামনে থেকে দলকে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দেওয়া, ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের গগনচুম্বি প্রত্যাশার চাপ নিয়ে দায়িত্ব সামলানো, সফল হওয়া-বিরাট বাকিদের থেকে আলাদা।'

কালিনান আরও বলেছেন, 'পরিসংখ্যান ছাপিয়ে বিরাটকে ক্রিকেট দুনিয়া মনে রাখবে ওর চাপ নেওয়ার ক্ষমতার জন্য। আমি যার জন্য শ্রদ্ধা করি বিরাটের ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে। স্মিথ, রুট, উইলিয়াসনদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বিরাটকে এগিয়ে রাখব। ওরা নিঃসন্দেহে এই প্রজন্মের অসাধারণ ক্রিকেটার। যে কৃতিত্ব ওদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমি সেই পথে হাঁটতেও চাই না। কিন্তু চাপের মধ্যে যেভাবে বড় ইনিংস খেলে দলের বৈতরণি পার করেছে বিরাট, রান তাড়ায় ওর সাফল্যকে অস্বীকার করা মুশকিল। যার আবেদন চিরকালীন।'

সাব-জুনিয়ার ব্যাডমিন্টনে পদক জিতে রিতশ্রী মিত্র।

রানার্স রিতশ্রী

রায়গঞ্জ, ১১ জুন : হরিনাভিতে আয়োজিত রাজ্যস্তরের সাব-জুনিয়ার ব্যাডমিন্টনে মেয়েদের ডাবলসে রানার্স হয়েছে রায়গঞ্জের রিতশ্রী মিত্র। পশ্চিম বর্ধমানের অগ্রিমা সরকারকে নিয়ে খেলতে নেমে রিতশ্রী বুধবার ফাইনালে ১৯-২১, ১৫-২১ পয়েন্টে পশ্চিম কলকাতার সঞ্চারি দাস ও নদিয়ার সৃজিতা সাহার কাছে হেরে যায়। রিতশ্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার সচিব নির্মলকুমার ঘোষ।

আমরা তৈরি, হুংকার পোপের

লন্ডন, ১১ জুন : প্রায় দুই দশক পার।

শেষবার ১৮ বছর আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ভারতীয় দল। গত সফরে (২০২২) সম্ভাবনা তৈরি করেও অন্তিম টেস্টে সিরিজ হাতছাড়া। করোনাকালের যে সফর দুই দফায় সিরিজ শেষ হয়েছিল। ২-১ এগিয়ে থেকে শেষ ম্যাচে হেরে সিরিজ ২-২ রেখে দেশে ফিরেছিল রবি শাস্ত্রীর প্রশিক্ষণাধীন টিম ইন্ডিয়া।

ভারতীয় ক্রিকেটে আপাতত গৌতম গম্ভীর যুগ। পালাবদলের পর্বে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বীন অবসর গ্রহে। শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ। শুভমান গিলের নেতৃত্বে নতুন চেহারার দল নিয়ে বিলেত সফরে গত আঠারো বছরের আক্ষেপ মেটানোর তাগিদ। আশা-আশঙ্কার দোলাচল সরিয়ে বিলেতের মাটিতে নয়া ইতিহাসে পাখির চোখ তরুণ ভারতের।

যদিও যুদ্ধের আগে পারদ চড়িয়ে শুভমানদের উদ্দেশে কার্যত হুংকার দিয়ে রাখলেন ওলি পোপ। ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের অন্যতম মুখ

বিরাটকে নিয়ে খোঁচা

পোপ বলেছেন, 'ভারতের এই দলটা তরুণ। কিন্তু ওদের দলের গভীরতা এবং প্রতিভা প্রশংসনীয়। একঝাঁক নতুন ক্রিকেটার উঠে এসেছে। নতুন অধিনায়ক শুভমান গিলও দুর্দান্ত। তবে আমরাও প্রস্তুত পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে।'

বিরাটকে নিয়ে এরপর কিছুটা খোঁচা। পোপের দাবি, কোহলিকে মিস করবে টিম ইন্ডিয়া। বলেছেন, 'বিরাট কোহলিকে মিস করবে ভারতীয় দল। স্লিপে দাঁড়িয়ে সবসময় কিচিরমিচির করত বিরাট। দলকে তাঁতাত। ভারত যা মিস করবে। তবে ওদের দল যথেষ্ট প্রতিভাবান। একাধিক সিনিয়ার প্লেয়ারের অনুপস্থিতিতেও আমার ধারণা ওরা আত্মবিশ্বাস নিয়েই নামবে।'

ভারত সিরিজ দিয়ে টেস্ট মরশুম শুরু। তারপর অ্যাসেজ দ্বৈরথ। রিংটোন সেট করতে নিতে চান ভারত সিরিজেই। পোপ বলেছেন, 'গত গ্রীষ্মে হোম সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে খেলেছিলাম আমরা। এবার সেখানে ভারতের বিরুদ্ধে শুরু। এই সিরিজ খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।'

হার দক্ষিণ দিনাজপুরের

বালুরঘাট, ১১ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তঃ জেলা ছেলেদের ক্রিকেটে বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর ১৩৮ রানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিরুদ্ধে হেরেছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৪৭ ওভারে ৫ উইকেটে ২৭৫ রান তোলে। রামিজ রাজা ১০৩ রান করে। সম্রাট চক্রবর্তীর অবদান ৬০। ধ্রুব রায় ৩৬ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ দিনাজপুর ৩৫.১ ওভারে ১৩৭ রানে অল আউট হয়। সায়ন সরকার ৩৩ রান করে। ম্যাচের সেরা রামিজ ২৬ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট।

কোচিং ক্যাম্প ফুটবল শুরু

বালুরঘাট, ১১ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৩ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ভোরের আলো ফুটবল অ্যাকাডেমি ১-০ গোলে হেডওয়ে অ্যাকাডেমি অফ এক্সেলেন্সিকে হারিয়েছে। নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে গোল করে সুরজিৎ হাঁসদা।

অন্য ম্যাচে পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমি ১-০ গোলে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করে কৃষ্ণ সোরেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা এসকে সালেম দপ্তরি - কে 31.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 65G 62589 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। খুবই অল্প পরিমাণ কিছু অর্থ দিয়েই মানুষ এক কোটি টাকা জিতছে। আমার আশেপাশে অনেক বিজয়ীদের দেখেছি আর এটা আমাকে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অনেক আশা দিয়েছে। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান এবং কৃতজ্ঞ মনে করছি যে আমিও এই জীবন বদলে দেওয়া সুযোগটি পেয়েছি।"

হোপদের হোয়াইটওয়াশ করে সিরিজ ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ১১ জুন : ঘরের মাঠে টি২০ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করল ইংল্যান্ড। তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম দুইটিতে জয় পেয়ে আগেই সিরিজ দখল করেছিল ইংল্যান্ড। মঙ্গলবার নিয়মরক্ষার ম্যাচেও জয় পেল তারা।

প্রথমে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৪৮ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড। এর আগে ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের মাটিতে ২৪৮ রান করেছিল। সেটাই ছিল ইংল্যান্ডের মাটিতে আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচে কোনও দলের সর্বোচ্চ রান। এদিন সেই নজির স্পর্শ করলেন জস বাটলাররা।

একাধিক নজির ডাকেটদের

ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার বেন ডাকেট ৮৪ ও জেমি স্মিথ ৬০ রান করেন। এছাড়াও হ্যারি ব্রুক করেন ৩৫ রান। জবাবে ৮ উইকেটে ২১১ রান সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে রোভমান পাওয়েল ৪৫ বলে ৭৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। শাই হোপের সংগ্রহ ২৭ বলে ৪৫ রান। মঙ্গলবার এই ম্যাচে সব মিলিয়ে ৪৫৯ রান হয়েছে। এটা ইংল্যান্ডের মাটিতে কোনও টি২০ ম্যাচে সর্বোচ্চ রান।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ঘোষণা হয়েছে। লাল বলের ক্রিকেটে ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক হিসেবে এটাই রোস্টন চেজের প্রথম টেস্ট সিরিজ। দলে ফিরেছেন শাই হোপ ও জন ক্যাম্পবেল। এছাড়াও প্রথমবার টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন ব্র্যান্ডন কিং ও কেভলন অ্যান্ডারসন। তবে বাদ পড়েছেন পেসার কেমার রোচ।

আজ নামবে বালুরঘাট

বালুরঘাট, ১১ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ মহকুমা ক্রিকেট খেলতে কল্যাণী পৌঁছে গেল বালুরঘাট দল। বৃহস্পতিবার তারা কল্যাণীর বিসিএ-তে কোচবিহারের বিরুদ্ধে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে রায়গঞ্জ, গঙ্গারামপুর ও ইসলামপুরকে হারিয়েছিল বালুরঘাট। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ঘোষিত দলের অধিনায়ক রাহুল দাস। বাকিরা হল চার্বাক বর্মন, পর্ণব সাহা, ঈশান মালি, শ্রেয়স ব্রহ্ম, অতনু দেবনাথ, প্রিয়শিস রজক, সায়ন্তন দাস, সৃজন দেব, দৈবিক তোকদার, সোমুজিৎ সেন, রাহুল হালদার, মেঘাদ্রি মণ্ডল, সায়ন রায় ও রিন্টু হালদার। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে রানা রায় এবং সায়ন সাহা।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট খেলতে কল্যাণী পৌঁছানোর পর বালুরঘাট দল।